গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উন্নত পল্লী উন্নত দেশ
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

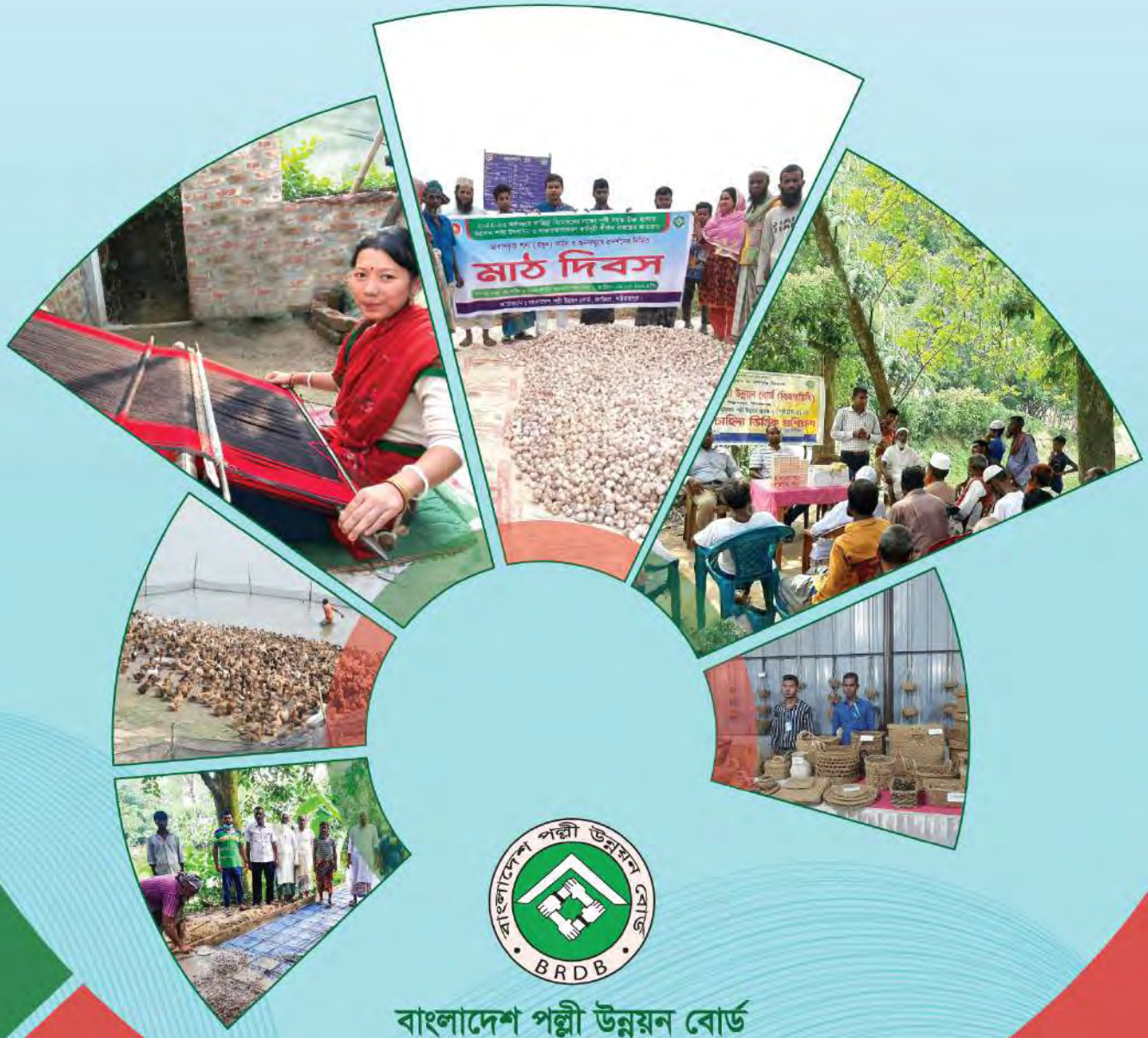

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
BRDB

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
(বিআরডিবি)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

পল্লী ভবন

৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

প্রকাশক

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি.

মুদ্রণ

চিলি কমিউনিকেশনস লিমিটেড
হোল্ডিং নং ৮২, ব্লক এ, সড়ক ২
নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা ১২১২

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

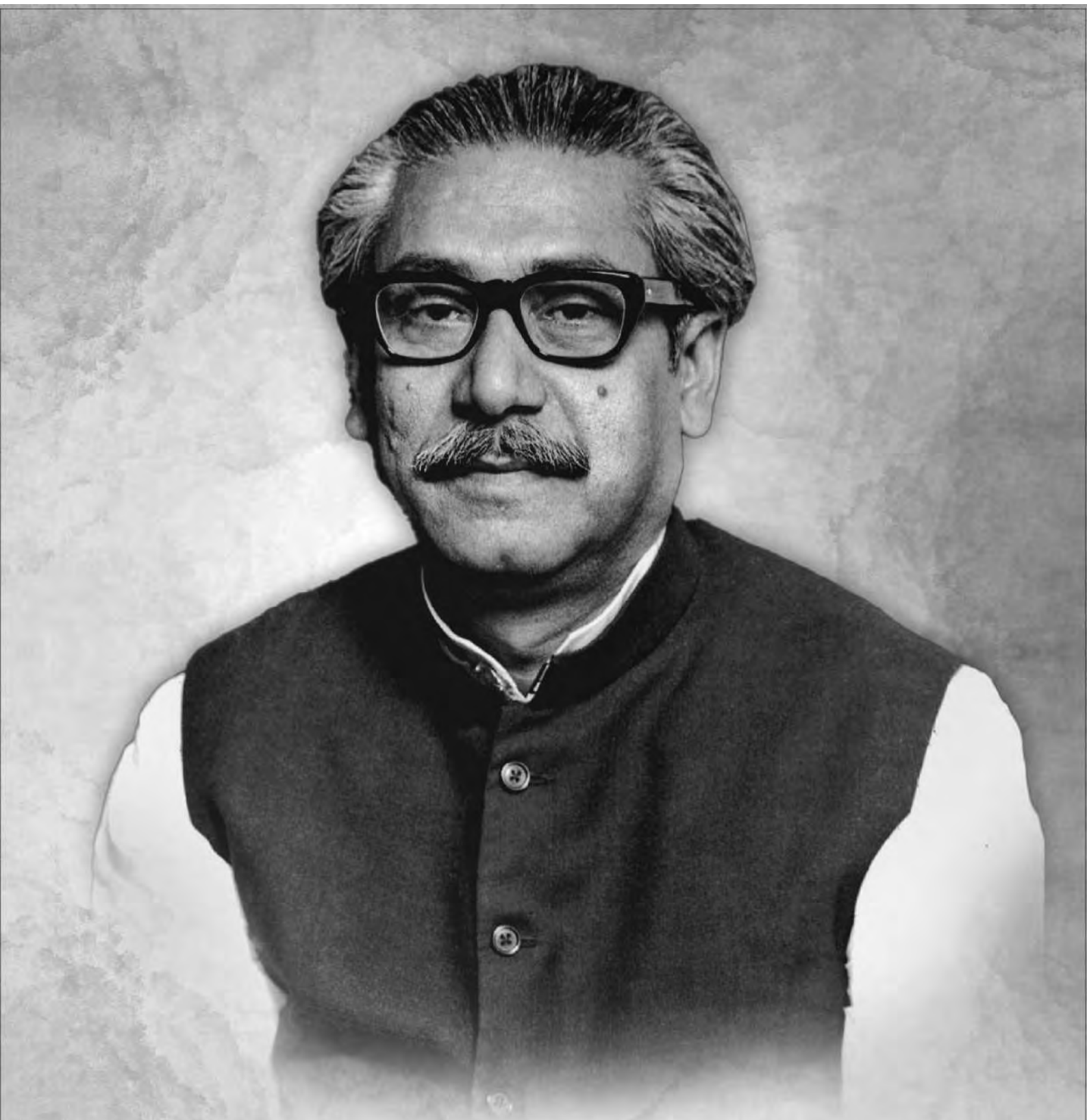

“সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। শোষিত, নির্যাতিত ও লুণ্ঠিত বাংলাদেশের সমাজদেহে সমস্যার অন্ত নেই। এই সমস্যার জটগুলোকে খুলে সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“ আমরা দেশের উন্নয়নের জন্য শিল্পায়নে যাব। কিন্তু কৃষিকে বাদ দিয়ে নয়। কেননা, আমাদের দেশের উন্নয়ন এখনো অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল। ”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ ধরনের প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সারা বছরে গৃহীত উদ্যোগ ও সম্পাদিত কাজের তথ্যাদি উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত ভঙ্গুর অর্থনীতিকে নতুনভাবে গড়ে তোলার মহান ব্রত নিয়ে ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করেন। তিনি বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, চিরদুঃখী বাংলাকে সোনার বাংলায় রূপান্তর করাকেই জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন। পল্লী বাংলার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন ছিল বঙ্গবন্ধুর মূল রাজনৈতিক দর্শন। তাই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নে তিনি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও সমন্বিত উন্নয়নে জোর দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু কৃষকদের মাঝে সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে সমন্বিত পল্লী উন্নয়নে জোর দিয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি পঞ্চাশ হাজার সমবায় সমিতি গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। এ জন্যে গ্রাম পর্যায়ে সমবায়ের স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে তৎকালীন সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি)'কে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর এই দর্শন বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ খাদ্যের অভাব দূর করতে সমর্থ হয়েছিল। পরবর্তী কালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি তথা আইআরডিপি'কে বিআরডিবি'তে রূপান্তর করা হয়। পূর্বের ধারাবাহিকতায় পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বিআরডিবি কর্তৃক প্রকাশিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিবেচ্য সময়ে গৃহীত উদ্যোগ ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের সুন্দর প্রতিফলন থাকবে বলে আমি মনে করি। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে সাধুবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি তাদের বার্ষিক কার্যক্রমের ওপর নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে দেশব্যাপী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে বহুবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণ, কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ, আধুনিক সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃজন ইত্যাদি কার্যক্রম দেশের পল্লী উন্নয়নে প্রশংসনীয় ও কার্যকর ভূমিকা রাখবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মকৌশল হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এ বহুমাত্রিক ও বহুখাতব্যাপী কর্মসূচিটি গ্রহণ করেন, যা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-তে রূপান্তরিত হয়। বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন দর্শন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নবতর সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সম্প্রতি বিআরডিবি'র উদ্ভাবনী উদ্যোগ 'পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী' গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক কর্ম-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। বিআরডিবি'র এ উদ্যোগ পল্লী অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে উন্নয়ন ও সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে সম্যক ধারণা লাভ করবে বলে আমি মনে করি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি
১৫/১০/২৩

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ ও ২১০০ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ ও টেকসই ব-দ্বীপে রূপান্তর করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশকে অদম্য অগ্রগতিতে এগিয়ে নিতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারই অনুবৃত্তিক্রমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ টেকসই, অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বহুমাত্রিক প্রয়াস গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ষাটের দশক থেকে প্রতিষ্ঠানটি দেশের পল্লী এলাকায় কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করে পল্লী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মানব সংগঠন সৃষ্টি, পুঁজি গঠন, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঘূর্ণায়মান তহবিল পরিচালনা ও ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনে মার্কেট লিংকেজ স্থাপন; সর্বোপরি স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পেশাভিত্তিক ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। পাশাপাশি দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতিতে উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) ও গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহকে নিজ ব্যবস্থাপনায় স্ব-শাসিত ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই চালিকাশক্তিরূপে গড়ে উঠতে সহায়তা প্রদান করে আসছে। আমি আশা করি, পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেবার মান বৃদ্ধি, সেবা কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন এবং সেবা সহজীকরণ ও সম্প্রসারণে বিআরডিবি নব নব উদ্যোগ গ্রহণ করে ভবিষ্যতেও জাতীয় পর্যায়ে এ অবদান বজায় রাখবে।

বিআরডিবি সার্বিক কার্যক্রম চিত্রায়িত করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার অভিনন্দন। এ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোসাম্মৎ হামিদা বেগম

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চাৎপদ কৃষি তথা পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতায় সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বা আইআরডিপি'র কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। সে সময় 'সেচ-সার-বীজ' প্রযুক্তি সমন্বয়ে 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের মাধ্যমে আইআরডিপি কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। পরবর্তী সময়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন, নারী উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনাসহ সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। আইআরডিপি'র এ সাফল্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে গঠিত হয় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বা বিআরডিবি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমার গ্রাম আমার শহর, এসডিজি-২০৩০, রূপকল্প-২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ইত্যাদির আওতায় টেকসই, অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বহুমাত্রিক প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। এসব পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিআরডিবি দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, পল্লী অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ, পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিআরডিবি'র কার্যক্রমের অন্যতম কৌশল হলো পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে সংগঠিত করে পুঁজি গঠন, উদ্বুদ্ধকরণ ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান, পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠন, নারীর ক্ষমতায়ন, সম্প্রসারণ কার্যক্রম ইত্যাদি বাস্তবায়ন।

বার্ষিক প্রতিবেদনে একটি প্রতিষ্ঠানের বিগত বছরের কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হয়। বিআরডিবি'র ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সার্বিক কার্যক্রম ও অর্জনের তথ্যাদি সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আঃ গাফ্ফার খান

“যেহেতু আপনারা গরিব, যেহেতু আপনাদের ঘরে খাবার নেই, অথচ আপনারা ভিক্ষাও চান না,
সেই জন্য আপনাদেরই সঞ্চয় করা দরকার। তাতে ভবিষ্যতে আরাম পাবেন।
যদি ভবিষ্যতে আরাম পেতে চান, তবে এখন কষ্ট করুন।”

দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তক ড. আখতার হামিদ খান

পরিচালক (পরিকল্পনা)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

সম্পাদকীয়

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পল্লীর জনগণ ও জনপদের বহুমাত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করেন। এ উদ্যোগের ক্রমধারায় ১৯৮২ সালে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকে বিআরডিবি কায়িক শ্রমের সাথে যুক্ত পল্লীর জনগোষ্ঠী; বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে দ্বি-স্তর সমবায়ের আঙ্গিকে গ্রামীণ সংগঠন সৃষ্টি, নেতৃত্বের বিকাশ, নিজস্ব সঞ্চয় ও শেয়ারের মাধ্যমে পুঁজি গঠন এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রবর্তনের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আশি ও নব্বই দশকে কৃষিপ্রযুক্তি হিসেবে সেচযন্ত্র বিতরণ এবং সমবায়ের আওতায় সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে বিআরডিবি তার কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি 'অনানুষ্ঠানিক দল' এর মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ সাধনসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে।

প্রতিবছরের মতো এবারও বিআরডিবি সার্বিক কার্যক্রম ও অর্জনের প্রতিবিম্বস্বরূপ ২০২২-২০২৩ সালে প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক প্রতিবেদন। বার্ষিক প্রতিবেদনে বিআরডিবি'র বিভাগওয়ারি অগ্রগতিসহ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মানবসংগঠন সৃষ্টি, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, মূলধন গঠন, ঋণ সহায়তা, প্রশিক্ষণ, সাফল্যের কাহিনি, গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো, কৃষিপ্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা, সম্প্রসারণ কার্যক্রম, নারীর ক্ষমতায়ন, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে। এ ছাড়া বিআরডিবি কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত প্রকল্পসহ বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করি, প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিআরডিবি'র সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই এবং সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে বিন্যাস করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগের গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারী, সম্পাদনা ও উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দের পর্যালোচনা ও সুচিন্তিত পরামর্শের জন্য এ বছরের প্রতিবেদনটি প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এ জন্য সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সর্বোপরি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিআরডিবি'র সুযোগ্য ও শ্রদ্ধাভাজন মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রতি, যাঁর গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা, সার্বিক তদারকি ও সহযোগিতার জন্য দ্রুততম সময়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রতিবেদনটিতে ভুলত্রুটি বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় সন্নিবেশিত না হয়ে থাকলে তা সকলের প্রতি পরিমার্জন হিসেবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও শাখা থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও মতামত প্রদান করা হলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদনকে আরও তথ্যবহুল, ত্রুটিমুক্ত ও সুন্দরভাবে প্রকাশে সহায়ক হবে। সর্বোপরি প্রতিবেদনটিতে প্রতিফলিত বিষয়াদি সংশ্লিষ্টদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে বিআরডিবি'র সফলতার পাশাপাশি আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সরদার মোঃ কেরামত আলী

সম্পাদনা ও প্রকাশনা পরিষদ

উপদেষ্টা পর্ষদ

প্রধান উপদেষ্টা

আঃ গাফ্‌ফার খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

উপদেষ্টাবৃন্দ

সরদার মোঃ কেরামত আলী
পরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ)

মোঃ শহিদুল ইসলাম, এনডিসি
পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন)

কাজী হোসনে আরা
পরিচালক (সরেজমিন)

সম্পাদনা পর্ষদ

আহ্বায়ক

সরদার মোঃ কেরামত আলী
পরিচালক (পরিকল্পনা)

সদস্যবৃন্দ

মোঃ সাজেদুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক (আরইএম)
ফারুক আহমেদ জোয়ার্দ্দার, যুগ্মপরিচালক (সিসিএম)
ড. মোঃ জিয়াউর রশীদ, উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)
মুহাম্মদ মাহবুব আলম, উপপরিচালক (বাজেট)
মোছাঃ সাজেদা খাতুন, সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)

কর্মসহযোগী

মোঃ রহিনুর ইসলাম, লাইব্রেরিয়ান
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, গবেষণা কর্মকর্তা, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা
লতিফা খাতুন, স্টেনোগ্রাফার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উচ্চমান সহকারী, আরইএম অনুবিভাগ

সূচিপত্র

	ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১		প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর পরিচিতি	১৭
	১.১	কালের পরিক্রমায় বিআরডিবি	১৮
	১.২	রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি	২০
	১.৩	বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ	২১
	১.৪	সাংগঠনিক স্তর	২২
২		দ্বিতীয় অধ্যায় : বিআরডিবি'র বিভাগসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম	২৩
	২.১	মহাপরিচালকের দপ্তর	২৪
	২.২	প্রশাসন বিভাগ	২৫
	২.৩	অর্থ ও হিসাব বিভাগ	২৭
	২.৪	সরেজমিন বিভাগ	৩১
	২.৫	পরিকল্পনা বিভাগ	৩৭
	২.৬	প্রশিক্ষণ বিভাগ	৪১
	২.৬.১	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ	৪৩
৩		তৃতীয় অধ্যায় : ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিআরডিবি'র কার্যক্রম ভিত্তিক অর্জন	৪৬
	৩.১	একনজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি	৪৭
	৩.২	মানবসংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি	৪৮
	৩.৩	মূলধন সৃষ্টি	৪৯
	৩.৪	ঋণ কার্যক্রম	৫০
	৩.৫	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৫৩
	৩.৬	কৃষিপ্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৫৪
	৩.৭	পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি	৫৪
	৩.৮	গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন	৫৬
	৩.৯	সম্প্রসারণ কার্যক্রম	৫৬
	৩.১০	নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি	৫৮
	৩.১১	স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে বিআরডিবি	৫৯
৪		চতুর্থ অধ্যায় : বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)ভুক্ত প্রকল্পসমূহ	৬৩
	৪.১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি - ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	৬৫
	৪.২	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	৬৬
	৪.৩	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	৬৮

	ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪	৪.৪	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬৯
	৪.৫	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	৭০
	৪.৬	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	৭১
	৪.৭	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)- ৩য় পর্যায় (বিআরডিবি'র অংশ)	৭৩
		পঞ্চম অধ্যায় : চলমান কর্মসূচিসমূহ	৭৪
৫	৫.১	নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ	৭৫
	৫.১.১	মূল কর্মসূচি	৭৫
	৫.১.২	মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	৭৬
	৫.১.৩	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)	৭৭
	৫.১.৪	পল্লী প্রগতি কর্মসূচি	৭৭
	৫.১.৫	উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	৭৮
	৫.১.৬	পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)	৭৯
	৫.১.৭	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	৮০
	৫.১.৮	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি	৮১
	৫.১.৯	এসএমই কার্যক্রম	৮১
	৫.২	অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি	৮৩
	৫.২.১	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসুচি	৮৩
	৫.২.২	বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	৮৪
	৫.২.৩	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	৮৫
	৫.২.৪	গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি) প্রকল্প	৮৫
৬		ষষ্ঠ অধ্যায় : সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা	৮৭
৭		সপ্তম অধ্যায় : বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন	৯২
৮		অষ্টম অধ্যায় : বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ	৯৬
৯		নবম অধ্যায় : সফলতার গল্প	৯৮
১০		দশম অধ্যায় : বিআরডিবি'র গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল	১০৯
১১		একাদশ অধ্যায় : চিত্রে বিআরডিবি	১১৬

উন্নত পল্লী, উন্নত দেশ
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর পরিচিতি

১.১ কালের পরিক্রমায় বিআরডিবি

১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

১.৩ বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ

১.৪ সাংগঠনিক স্তর

১.১ কালের পরিক্রমায় বিআরডিবি

ষাটের দশকের শুরুতে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ড. আখতার হামিদ খান কর্তৃক প্রবর্তিত 'কুমিল্লা মডেল' বা 'দ্বি-স্তর সমবায়' ব্যাপক সমাদৃত হয়। এর সফলতাদৃষ্টে দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচি'র উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সম্প্রসারণ, উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ, আধুনিক সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পল্লী অঞ্চলের কর্মসংস্থান সৃজন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে কৃষক, মৎস্যজীবী সমবায়ীরা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ছিল। সে সময় তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ কর্মসূচি গ্রামীণ সংগঠন সৃষ্টি, নেতৃত্বের বিকাশ, কৃষির আধুনিকায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নিজস্ব সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুঁজি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

আইআরডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ওপর ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৯৮২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-তে রূপান্তরিত হয়। এরপর থেকেই বিআরডিবি'র কাজের পরিধি যেমন ক্রমাগত বেড়েছে, তেমনি এর পরিচালনা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রবর্তিত হয়েছে নতুন ধারা। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ, সাংগঠনিক কাঠামো ও পল্লী উন্নয়ন দলের ভূমিকায় নতুন মাত্রা সংযোজন করে প্রণীত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি আশি ও নব্বই দশকে সেচযন্ত্র বিতরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে বিআরডিবি তার কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি 'অনানুষ্ঠানিক দল' এর মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ সাধনসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর থেকে বিআরডিবি 'আবর্তক (কৃষি) ঋণ' কার্যক্রম শুরু করে। দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মহিলা উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিআরডিবি সরকারি ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে এ পর্যন্ত ১২১টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্য, বিআইডিএস-এর ২০১০ সালের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩%।

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো গ্রামীণ সংগঠন সৃষ্টি, নিজস্ব সঞ্চয় ও শেয়ারের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ কার্যক্রম। বিআরডিবি'র আওতায় গঠিত ক্রমপুঞ্জিত সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সংখ্যা ১,৯৩,৪৮৫টি এবং উপকারভোগী সদস্য সংখ্যা ৬১,৬৯,৯৭৮ জন। জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিআরডিবি'র উপকারভোগীদের ক্রমপুঞ্জিত শেয়ার জমার পরিমাণ ১৮,০৮৬.১২ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় জমা ১,১৭,৬৪৯.৭৭ লক্ষ টাকা, মোট মূলধন ১,৩৫,৭৩৫.৮৯ লক্ষ টাকা। চাকরিজীবী ও সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি'র নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ১৮টি উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিট (ইউটিইউ) এবং উপজেলা পল্লী ভবনের সাথে প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। যার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। বিআরডিবি জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২,৬০,৫০২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৭৩,৪৭,৯১৪ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

বিআরডিবি শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত উপকারভোগীদের ২২,৩৮,৪১৩.২৫ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে। এ সময় পর্যন্ত আদায়ের পরিমাণ ১৯,৮০,২৩৩.২৩ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৮%। প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার পাশাপাশি সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, সেচযন্ত্র দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মুখ্য ভূমিকা রাখছে। বিআরডিবি তৎকালীন সর্বাধুনিক সেচ ব্যবস্থায় বিপুল এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। এ সকল সেচ এলাকায় মোট ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

বিআরডিবি উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ক্ষেত্রে বিআরডিবি ভোক্তা ও উৎপাদকের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এ ছাড়া কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার নামে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া রংপুর শহরে দশতলাবিশিষ্ট একটি প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। স্থানীয় চাহিদার আলোকে পল্লী জনগণের অংশগ্রহণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সেবা সম্প্রসারণে 'লিংক মডেল' পিআরডিপি-৩ এর আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় জুন/২৩ পর্যন্ত ২১,০৭৭ টি ক্ষুদ্র স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ বির্নিমাণের রূপকল্প ঘোষণা করেছেন। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে "উন্নত পল্লী উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ" স্লোগানকে উপজীব্য করে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়নে নব নব কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় ইরেসপো এর উপকারভোগীর মৃৎশিল্প কার্যক্রম

১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

রূপকল্প (Vision) : মানব সংগঠনভিত্তিক উন্নত পল্লী।

অভিলক্ষ্য (Mission) : স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) :

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
- পল্লীর জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

কার্যাবলি (Functions) :

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষিঋণ, ক্ষুদ্রঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনের (Stakeholder) মাঝে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ অন্যান্য আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়তা;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

১.৩ বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপঃ

১। মাননীয় মন্ত্রী; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় - চেয়ারম্যান
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় - ভাইস চেয়ারম্যান
৩। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ - সদস্য
৪। সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) - সদস্য
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা - সদস্য
৬। মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া - সদস্য
৭। মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি - সদস্য
৮। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর - সদস্য
৯। কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন একজন করে কর্মকর্তা - সদস্য
১০। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জাতীয় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান - সদস্য
১১। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য
১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড - সদস্য সচিব

বিআরডিবি'র অঙ্গীকার
উন্নত সমৃদ্ধ পল্লী গড়ার

১.৪ সাংগঠনিক স্তর

বিআরডিবি'র সকল কার্যক্রম মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ কার্যালয় সম্বলিত দুই স্তরবিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের সরেজমিন বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের মধ্যে রয়েছে জেলা দপ্তর ও উপজেলা দপ্তর। উপজেলা দপ্তর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরাসরি জনগণের সেবা প্রদান করে। সদর দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে জেলা দপ্তর।

সদর দপ্তর

অবস্থান : বিআরডিবি'র সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।

বিভাগসমূহ : সরেজমিন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগ।

জনবল : প্রতিটি বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ ছাড়া যুগ্মপরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্য কর্মচারীবৃন্দ বিভাগ পরিচালনায় সহায়তা করেন।

অন্যান্য : সদর দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের আলাদা দপ্তর রয়েছে।

জেলা দপ্তর

অবস্থান : দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলা।

জনবল : জেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন উপপরিচালক। তাঁকে সহযোগিতা করেন একজন উপপ্রকল্প পরিচালক (৩০টি জেলায়), একজন হিসাবরক্ষক ও অন্য কর্মচারীবৃন্দ।

কার্যক্রম : জেলা প্রশাসন ও জেলা পর্যায়ে অন্যান্য জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন, জেলার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত, উপজেলা দপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয়, তদারকি ও পরিবীক্ষণসহ অন্যান্য কাজ এবং সদর দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা।

উপজেলা দপ্তর

অবস্থান : দেশের প্রশাসনিক বিন্যাসের সর্বনিম্ন স্তর উপজেলাতে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরের সংখ্যা ৪৯৪টি।

জনবল : উপজেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও)। ইউআরডিওকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও), হিসাবরক্ষক ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কর্মচারীবৃন্দ।

কার্যক্রম : উপজেলা দপ্তরের প্রধান কাজ হলো স্থানীয় পর্যায়ে জন-অংশীদারিত্বমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সদর দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন, স্থানীয় প্রশাসন, জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয় সাধন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিআরডিবি'র বিভাগসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম

২.১ মহাপরিচালকের দপ্তর
২.২ প্রশাসন বিভাগ
২.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ
২.৪ সরেজমিন বিভাগ
২.৫ পরিকল্পনা বিভাগ
২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ
২.৬.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.১ মহাপরিচালকের দপ্তর

বিআরডিবি'র সদর দপ্তর, পল্লী ভবনে মহাপরিচালকের দপ্তর অবস্থিত। এ দপ্তরে মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, একান্ত সহকারী ও অফিস সহায়ক মহাপরিচালকের সকল কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। এ ছাড়া জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা সরাসরি মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

২.১.১ জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা

জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ শাখা বোর্ডের পক্ষে বহির্মুখী জনসংযোগ এবং বিআরডিবি'র বিভিন্ন বিভাগ/শাখার সাথে আন্তঃযোগাযোগ রেখে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে–

- সদর দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা, জেলার উপপরিচালকগণের সম্মেলন এবং জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার সভা আয়োজন;
- বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সভা আহ্বান ও কার্যবিবরণী প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি ও প্রেরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- বিআরডিবি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান কার্যক্রম;
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বিআরডিবি'র তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র অনলাইন নিউজ লেটার 'বিআরডিবি ই-বুলেটিন' সম্পাদনা ও প্রকাশ;
- বিআরডিবি'তে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মৃত্যুর কারণে শোকবার্তা প্রকাশ ইত্যাদি।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন দিবস পালন করা হয়েছে।
  - ০৫ আগস্ট ২০২২ জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের জন্মদিন উদ্‌যাপন;
  - ০৮ আগস্ট ২০২২ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছার জন্মদিন উদ্‌যাপন;
  - ১৫ আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবস পালন;
  - ১৮ অক্টোবর ২০২২ শেখ রাসেল দিবস পালন;
  - ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবস পালন;
  - ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন;
  - ১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস পালন;
  - ২৬ মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা দিবস পালন।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

২.২ প্রশাসন বিভাগ

প্রশাসন বিভাগ বিআরডিবি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। প্রশাসনিক কাজে সার্বিক ব্যবস্থাপনা এ বিভাগের দায়িত্ব। প্রশাসন বিভাগের অন্যতম কাজ হলো এ প্রতিষ্ঠানের সাংগাঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা, পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল প্রদান, চাকরি স্থায়ীকরণ, মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি। এ বিভাগের আওতায় পার্সোনেল শাখা ও সাধারণ পরিচর্যা শাখা নামে ২টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে এ বিভাগে একজন যুগ্ম-পরিচালকের অধীনে দুজন উপপরিচালক শাখা দুটির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখা দুটিতে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারী রয়েছেন।

২.২.১ পার্সোনেল শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, চাকরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা হালনাগাদকরণ-সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদানসংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন/বিধি, চাকরি প্রবিধানমালা-সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, স্তরভিত্তিক সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ, পদ সৃজন প্রভৃতি বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ;
- জনবলসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশনসংক্রান্ত আদেশ জারি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) ও চাকরিকালীন তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশনসংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা-সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- অফিস শৃঙ্খলাসংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ, বিভাগীয় মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তিকরণ;
- আদালতে বিআরডিবি'র পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা ও আপিল মোকদ্দমাসংক্রান্ত কার্যক্রম।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

ক) চাকরি স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি প্রদান

ক্রম	পদের নাম	স্থায়ীকরণ	পদোন্নতি
১	উপপরিচালক	-	০৬
২	উপ প্রকল্প পরিচালক	-	০৬
৩	সহকারী পরিচালক/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	১০
৪	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা/গবেষণা কর্মকর্তা	-	০৩
৫	হিসাবরক্ষক	০২	-
৬	অফিস সহায়ক	০১	-
	মোট	০৩	২৫

খ) পেনশন কার্যক্রম

ক্রম	পদবি	পিআরএল-এর আদেশ জারি	পেনশন নিষ্পত্তি
১	যুগ্ম-পরিচালক	০৭ জন	০২ জন
২	উপপরিচালক	০৬ জন	০৩ জন
৩	সহকারী পরিচালক	০৩ জন	০৬ জন
৪	ইউআরডিও	০৯ জন	২৮ জন
৫	এআরডিও	২৮ জন	২৩ জন
৬	ম্যানেজার	-	০১ জন
৭	মাঠ সংগঠক	২১ জন	১১ জন
৮	গাড়িচালক	০১ জন	০২ জন
৯	অফিস সহায়ক	০৮ জন	০৯ জন
	মোট	৮৩	৮৫

গ) শৃঙ্খলা কার্যক্রম

ক্রম	মামলার ধরন	২০২২-২০২৩ সালে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	২০২২-২০২৩ সালে নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংখ্যা	জুন, ২০২৩ এ অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
১	আদালতে মামলা	১৫	০৩	১৩৯
২	বিভাগীয় মামলা	১৩	০৫	১৭
	মোট	২৮	০৮	১৫৬

২.২.২ সাধারণ পরিচর্যা শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- মুদ্রণ কার্যক্রম এবং মনিহারি দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের গৃহ নির্মাণ ঋণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়া-সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;
- আবাসিক কমপ্লেক্স (পল্লী কানন) এর বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- যানবাহন ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতকরণ, বরাদ্দ প্রদান ও জ্বালানি সরবরাহ;
- কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- কর্মচারীবৃন্দের বার্ষিক লিভারিজ সরবরাহ, বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয়সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

ক্রম	সম্পাদিত কার্যের নাম	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ
১	মনিহারি মালামাল ক্রয় ও বিতরণ	ই-জিপি পোর্টালের আওতায় উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে বিআরডিবি সদর দপ্তরের সকল বিভাগ/অনুবিভাগ/শাখার চাহিদা আলোকে ৮৫টি আইটেম এর ২৯,৭৬০ সংখ্যক মনিহারি মালামাল ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে।
২	আসবাবপত্র ক্রয় ও বিতরণ	বাজেট অনুযায়ী ও বিআরডিবি সদর দপ্তরের সকল বিভাগ/অনুবিভাগ/শাখার চাহিদা মোতাবেক আরএফকিউ পদ্ধতিতে ০৯টি আইটেমের ২১ সংখ্যক আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।
৩	কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ	আরএফকিউ পদ্ধতিতে ২ ধাপে মালামাল ক্রয় করা ও বিতরণ করা হয়েছে: ক) প্রথম পর্যায়ে ০৬টি আইটেম এর ১৪ সংখ্যক কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে; খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে ১১টি আইটেম এর ৩২৭ সংখ্যক প্রিন্টার টোনার ও আনুষঙ্গিক কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে।
৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ও মেরামত	বিআরডিবি সদর দপ্তরের সকল অনুবিভাগ/শাখার জন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, প্রতিস্থাপন এবং মেরামত করা হয়েছে।
৫	কর্মচারীবৃন্দের বার্ষিক সাজপোশাক সরবরাহ	৬৭ জন কর্মচারীকে সাজপোশাক সরবরাহ করা হয়েছে।
৬	পল্লী কানন আবাসিক কমপ্লেক্সে বাসা বরাদ্দ প্রদান	বিআরডিবি'র উত্তরাস্থ পল্লী কানন আবাসিক কমপ্লেক্সে কর্মকর্তা/কর্মচারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাসা বরাদ্দ ১০টি ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
৭	সদর দপ্তরে অকেজো মালামাল নিলামে বিক্রয়	বিআরডিবি সদর দপ্তরে ০৮টি আইটেম এ ৪১ সংখ্যক অকেজো/মেরামত অযোগ্য মালামালসমূহ নিলামে বিক্রয় করা হয়েছে।
৮	জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়াসংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১০টি জেলা দপ্তর ও ০১টি উপজেলা দপ্তরের প্রেরিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাড়িভাড়া-সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
৯	কর্মকর্তাদের যানবাহন বরাদ্দ	বিআরডিবি'র কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য বিভিন্ন রুটে জিপ/মাইক্রোবাস/পিকআপ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটসহ বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কার্যাদি অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ বিভাগের অধীন (১) অর্থ ও হিসাব এবং (২) নিরীক্ষা নামে ২টি অনুবিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের অধীন রয়েছে (ক) অর্থ ও বাজেট শাখা এবং (খ) হিসাব শাখা। এ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (অর্থ) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুজন যুগ্ম-পরিচালক। তিনটি শাখার দায়িত্বে তিনজন উপপরিচালক রয়েছে। উপপরিচালকদের সহায়তা করেন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ।

২.৩.১ অর্থ ও বাজেট শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- বিআরডিবি'র বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে আরও সময়োপযোগী, স্বচ্ছ, শক্তিশালীকরণ এবং বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের প্রক্রিয়াকে iBAS++ এবং EFT এর মাধ্যমে সহজীকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- জেলা দপ্তরসমূহের আবর্তক (কৃষি) ও সদাবিকের পরিচালন ব্যয়ের অংশ থেকে ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- উপজেলা দপ্তরসমূহের ইউটিইউ অংশ থেকে আয় ও ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বিআরডিটিআই, সিলেটের নিজস্ব আয় ও ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়;
- বিআরডিবি'র বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব খাত এবং মূলধনী খাতের সকল ধরনের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খাতওয়ারি বাজেট :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রধান খাতসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছর		২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেট
		বাজেট বরাদ্দ/প্রাপ্তি	অর্থ ছাড়/অবমুক্তি	
৩৬৩১ আবর্তক অনুদান				
১	৩৬৩১১০১-বেতন বাবদ সহায়তা	১২৭১৪.০০	১২৭১৪.০০	১০৫৩৪.০০
২	৩৬৩১১০২-ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৭৬০২.০০	৭৬০২.০০	৭১৪৮.০০
৩	৩৬৩১১০৩- পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৩৮৩১.০০	৩৮৩১.০০	৩৬৫৩.০০
৪	৩৬৩১১০৩-পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা	৪৬০০.০০	৪৬০০.০০	৬৭৮৯.৫০
৫	৩৬৩১১০৭- বিশেষ অনুদান	৪০০.০০	৪০০.০০	১০০০.০০
৬	৩৬৩১১০৮-গবেষণা অনুদান	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০
৭	৩৬৩১১৯৯-অন্যান্য অনুদান	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩২.০০
	উপমোট আবর্তক অনুদান	২৯,৩০২.০০	২৯,৩০২.০০	২৯২৮১.৫০
৩৬৩২-মূলধন অনুদান				
১	৩৬৩২১০২- যন্ত্রপাতি অনুদান	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৮.৫০
২	৩৬৩১১০৫-তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	৭৯.০০	৭৯.০০	২০০.০০
৩	৩৬৩২১০৬-অন্যান্য মূলধন অনুদান	৪৬.০০	৪৬.০০	২০০.০০
	উপমোট মূলধন অনুদান	১৬০.০০	১৬০.০০	৪৩৮.৫০
	মোট	**২৯৬৪২.০০**	**২৯৬৪২.০০**	**২৯৭২০.০০**

২.৩.২ হিসাব শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জিপিএফ, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, কর্মচারী পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠীবীমাসংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ছুটি নগদায়ন, ভবিষ্যৎ তহবিলের পাওনা, অবসরভোগীদের পেনশন, এককালীন আনুতোষিক পরিশোধ;
- বিআরডিবি'র যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যাদি যেমন- হিসাব খোলা, প্রাপ্ত অর্থ জমাকরণ, অর্থ ছাড়করণ এবং স্থানান্তরসংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।
- বিআরডিবি'র স্থায়ী আমানতসমূহ পরিচালনা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

ক্রম	বিবরণ	পদের নাম	সংখ্যা (জন)	২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিশোধ (লক্ষ টাকায়)
১.	পিআরএলকালীন বেতন-ভাতা প্রদান	যুগ্মপরিচালক	০১	১০.৩২
		উপপরিচালক	০৪	৩৯.২৪
		উপপ্রকল্প পরিচালক	০২	১৯.১৬
		এডি/ইউআরডিও	১৪	১১৯.৫৩
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	১৩	১১০.৮১
		হিসাব রক্ষক	০১	৭.৫২
		মাঠ সংগঠক	১৫	৬৯.৯১
		অফিস সহায়ক	১০	৩৫.২৬
		মোট	**৬০**	**৪১১.৭৫**
২.	অবসরজনিত ছুটি নগদায়ন ভাতা প্রদান	যুগ্মপরিচালক	০৮	৯৮.১১
		উপপরিচালক	০৩	২৯.৭৬
		এডি/ইউআরডিও	২৮	২১৯.৬৯
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	২৩	১৮০.৫৬
		হিসাব রক্ষক	০২	১৫.৬৩
		মাঠ সংগঠক	১৪	৫৩.৪৫
		গাড়িচালক	০১	৫.১৯
		অফিস সহায়ক	১০	৩০.২৬
		মোট	**৮৯**	**৬৩২.৬৬**
৩.	অবসরজনিত আনুতোষিক ভাতা প্রদান	যুগ্মপরিচালক	০৩	১৭৯.৪৭
		উপপরিচালক	০৭	৩৩২.৭৩
		এডি/ইউআরডিও	৪১	১৯৩৪.২৩
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	৩১	১২২৬.২৪
		ক্যাফে ম্যানেজার	০১	২৪.৯৫
		মাঠ সংগঠক	১৮	৩৯৬.৪১
		ইউডিএ	০১	২৪.৫৯
		গাড়িচালক	০৩	৮৯.৩৯
		অফিস সহায়ক	১৩	২৩২.৮৪
		মোট	**১১৮**	**৪৪৪০.৮৫**
৪.	অবসরজনিত জিপিএফ প্রদান	যুগ্মপরিচালক	০২	২৪.৩৮
		উপপরিচালক	১০	১২৫.৫৩
		এডি/ইউআরডিও	২৩	৪০৮.৬৩
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	২৩	১৮৪.৮১
		হিসাবরক্ষক	০২	১২.৪০
		মাঠ সংগঠক	১৩	৬৪.৩৬
		গাড়িচালক	০১	৩.৬৭
		অফিস সহায়ক	০৭	২০.৭২
		মোট	**৮১**	**৮৪৪.৫১**

ক্রম	বিবরণ	পদের নাম	সংখ্যা (জন)	২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিশোধ (লক্ষ টাকায়)
৫.	গোষ্ঠী বীমা (মৃত্যুজনিত) প্রদান	সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	০১	০.২৫
		মোট	**০১**	**০.২৫**
৬.	অবসরজনিত পরিবার নিরাপত্তা তহবিল প্রদান	যুগ্মপরিচালক	০৪	১.১৫
		উপপরিচালক	০১	০.৫০
		উপপ্রকল্প পরিচালক	০১	০.২২
		এডি/ইউআরডিও	২৭	১২.৪৯
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	২৬	১১.১৪
		হিসাবরক্ষক	০১	০.৫০
		ইউডিএ	০৪	১.৭২
		মাঠ সংগঠক	১০	২.৯৫
		অফিস সহকারী	০১	০.৫০
		গাড়িচালক	০১	০.৫০
		অফিস সহায়ক	০৩	৪.২০
		মোট	**৭৯**	**৩৫.৮৬**
৭.	অবসরজনিত পরিবার কল্যাণ তহবিল প্রদান	সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	০৪	১০.৫০
		মাঠ সংগঠক	০২	১০.০০
		মোট	**০৬**	**২০.৫০**

২.৩.৩ নিরীক্ষা শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন;
- নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখা;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি ইত্যাদি)।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

ক্রম	নিরীক্ষার ধরন	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুরুতে আপত্তির সংখ্যা	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিষ্পত্তির সংখ্যা	জুন, ২০২৩ তারিখে অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা
১	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	২১৬৭টি	২৭৩টি	১৮৯৪টি
২	স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা	১১১টি	১২টি	৯৯টি
	মোট	**২২৭৮টি**	**২৮৫টি**	**১৯৯৩টি**

২.৪ সরেজমিন বিভাগ

সরেজমিন বিভাগ বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম তদারকি ও তত্ত্বাবধান করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। এছাড়াও মাঠ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে থাকে। দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম ও বিভিন্ন সমাপ্ত অথচ চলমান প্রকল্প/ কর্মসূচি সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এ বিভাগের আওতায় ৩টি অনুবিভাগ ও ৬টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (সরেজমিন) এ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে যুগ্মপরিচালক এবং শাখার প্রধান হিসেবে উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। অনুবিভাগ ৩টি হলোঃ (১) ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ (সিসিএম) অনুবিভাগ, (২) সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ এবং (৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে ঋণ শাখা, সমবায় শাখা, বাজারজাতকরণ শাখা, সেচ শাখা ও পরিদর্শন শাখা। সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে সম্প্রসারণ শাখা ও বিশেষ প্রকল্প শাখা। মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগে দুইজন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ।

২.৪.১ ঋণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- বিআরডিবি'র সকল প্রকল্প/কর্মসূচির সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ মাসিক ঋণ সমন্বয় সভা আয়োজন;
- বিআরডিবি'র আওতায় পরিচালিত সকল প্রকল্প/কর্মসূচি/শাখা থেকে ঋণসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং খাতওয়ারি একীভূত মাসিক প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে অনলাইনে প্রেরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বহিঃসংস্থা (যেমন- বিবিএস, এমআরএ, সিডিএফ) কর্তৃক চাহিত ঋণসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠেয় ঋণসংক্রান্ত সভার কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ।
- মাঠ পর্যায়ে মূল কর্মসূচি'র ঋণ কার্যক্রম তদারকি ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

বিআরডিবি'র সমবায়ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম ঋণ শাখার তদারকিতে সম্পাদিত হয়। এ শাখা নিম্নোক্ত দুটি কর্মসূচি পরিচালিত হয়:

ক) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি:

সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লী অঞ্চলে বিতরণের জন্য ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে 'ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল' শিরোনামে বিআরডিবি'র ঋণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ১৩১২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী সময়ে টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ প্রকল্প, সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও), সরিষাবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এবং চট্টগ্রামের সাইক্লোন ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ৯৮১.০৭ লক্ষ টাকা আবর্তক তহবিলে একীভূত করা হয়। এ ছাড়া সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত ভর্তুকির অব্যয়িত ৩৯০০.৯৫ লক্ষ টাকা আবর্তক (কৃষি) ঋণ তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আরএলএফ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ হয়েছে ৬৬৩৯.২৮ লক্ষ টাকা। ফলে আবর্তক (কৃষি) ঋণ তহবিল ২৫৯৭৮.৮৯ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬৪ জেলায় আবর্তক (কৃষি) ঋণ বিতরণ হয়েছে ১৭৫২৫.১৩ লক্ষ টাকা।

খ) সোনালী ব্যাংক (চিংড়ি) ঋণ কর্মসূচি:

সোনালী ব্যংকের অর্থায়নে 'ব্যাংকিং প্ল্যান-১৯৮৩' অনুযায়ী ব্যাংকের কাছ থেকে ইউসিসিএসমূহ ঋণ গ্রহণ করে তার সদস্যভুক্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে চিংড়ি চাষ ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বিআরডিবি ইউসিসিএ'র গ্যারান্টারের ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে উপকূলীয় ০৩টি জেলায় (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা) 'সোনালী ব্যাংক (চিংড়ি চাষ) ঋণ' খাতে বিতরণ করা হয়েছে ২১৮২.৯১ লক্ষ টাকা।

২.৪.২ সমবায় শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে তদারকি;
- কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির মামলাসংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর যাচিত তথ্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- ইউসিসিএ'র কর্মচারীদের সার্ভিস রুল, নিয়োগ, বেতন-ভাতা, স্যালারি সাপোর্ট ও গ্রাচ্যুইটিসংক্রান্ত-কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লী উন্নয়ন পদকের মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ইউসিসিএ'র সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ পর্যালোচনা ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

ক) সাংগঠনিক:

কার্যক্রমের ধরন	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে									জুন ২০২৩ স্থিতি								
	সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতি গঠন (টি)	১৪	১	১৫	-	-	-	১৪	১	১৫	৬০১৯৯	৫৬৩৪	৬৫৮৩৩	-	-	-	৬০১৯৯	৫৬৩৪	৬৫৮৩৩
সদস্য (জন)	৯১৭	৬৬	৯৮৩	-	-	-	৯১৭	৬৬	৯৮৩	১৯১৮৯৩৯	১৭৭১৩৭	২০৯৬০৭৬	-	-	-	১৯১৮৯৩৯	১৭৭১৩৭	২০৯৬০৭৬

খ) মূলধন/পুঁজি (শেয়ার ও সঞ্চয়) জমা:

পুঁজি গঠন	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে							জুন ২০২৩ স্থিতি						
	সমবায় সমিতি		পল্লী উন্নয়ন সমিতি		সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি		পল্লী উন্নয়ন সমিতি		সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	২২৯.৫৮	৮.৪৪	০.০০	০.০০	২২৯.৫৮	৮.৪৪	২৩৮.০২	৭৮০৫.৬১	৫০১.৮৯	০.০০	০.০০	৭৮০৫.৬১	৫০১.৮৯	৮৩০৭.৫০
সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১০৪.৫৫	২৮.৭৯	০.০০	০.০০	১০৪.৫৫	২৮.৭৯	১৩৩.৩৪	১২৬৯৬.৯৭	১৩১৮.৮৩	০.০০	০.০০	১২৬৯৬.৯৭	১৩১৮.৮৩	১৪০১৫.৮০

২.৪.৩ বাজারজাতকরণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘরের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও তদারকি;
- উপকারভোগী সমবায়ীদের কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য সহায়তা;
- আদর্শ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন-সম্পর্কিত বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন;
- আদর্শ গ্রাম-২ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি;
- বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম মনিটরিং;
- অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়দেনা নিরূপণ/নির্ধারণসংক্রান্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

প্রকল্পের নাম	সদস্য ভর্তি (জন)				ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)		ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	
	পুরুষ		মহিলা					
	বছরে	ক্রম.	বছরে	ক্রম.	বছরে	ক্রম.	বছরে	ক্রম.
বীর মুক্তিযোদ্ধা	২৪৬৫	৩১২২২	৩৩৭	৪২৫৮	৩৪১.৭০	১২,১৯৭.৪৩	১,২১৫.৭১	৯,৯৪৯.৫৫
আদর্শ গ্রাম-২	৯১০	১০৪৮৭	৪৫৪	৫২৪৪	৩০৭.০০	৫,১৫০.৪০	৩৮৭.৪৫	৪,৩৭৫.৯১

২.৪.৪ সেচ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রম তদারকি;
- মাঠ পর্যায়ের গভীর নলকূপ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সেচযন্ত্রের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পাওনা বকেয়া ঋণ আদায় ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি;
- সেচ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- জোড়াবাড়ি সংক্রান্ত সকল তথ্য সকল জেলা/উপজেলা থেকে সংগ্রহ করা, জোড়াবাড়ির ভাড়া আদায় ও এসংক্রান্ত ব্যাংক হিসাবে পরিচালনা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- সোনালী ব্যাংক (ফসলী) এবং ইউসিসিএ লি: এর নিজস্ব তহবিলের ঋণ কার্যক্রম তদারকি।

ক) সেচযন্ত্র সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

সমবায়ীদের সেচযন্ত্র ক্রয়ের লক্ষ্যে-

- ক্রমপুঞ্জিত বিতরণ (আসল) : ২০,৯৪১.৮০ লক্ষ টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত আদায় (আসল) : ১৯,৬৩৬.৬৭ লক্ষ টাকা
- মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি (আসল) : ১,৩০৫.১৩ লক্ষ টাকা
- ২২টি জেলার ইউসিসিএ'র কাছে সোনালী ব্যাংকের পাওনা : ৪,০৯৮.১৫ লক্ষ টাকা

খ) জোড়াবাড়িসংক্রান্ত তথ্যাবলি :

জোড়াবাড়ি আছে এমন মোট জেলার সংখ্যা : ৫৮টি
জোড়াবাড়ি আছে এমন উপজেলার সংখ্যা : ২৭৩টি
মোট জোড়াবাড়ির সংখ্যা : ৪২২টি

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচিসংক্রান্ত তথ্যাবলি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	জেলার নাম	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সমিতি	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সদস্য	মোট ঋণ তহবিল	ঋণ বিতরণ		ঋণ আদায়		আদায়ের হার (ক্রম)
					অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	
১.	খাগড়াছড়ি	৩৩০	২৮৭১	১৩৭.৪২	১৬৭.৫৭	২৯২১.৯৫	১৬১.৯১	২৭১০.০১	৯৯%
২.	রাঙ্গামাটি	৩০৭	৫১১৪	১৭৩.৫৩	১৮৬.৬৪	৩০৩৫.৪৭	১৮৯.৩৭	২৮০৮.৫০	৯৯%
৩.	বান্দরবান	৩৬৪	৬৬৭৬	১১৪.৮৬	৯১.২৬	১৩৪৮.৪৬	৯৮.৭৮	১১৯৬.২৭	৯৬%
	মোট	১০০১	১৪৬৬১	৪২৫.৮১	৪৪৫.৭৯	৭৩০৫.৮৮	৪৫০.০৬	৬৭১৪.৭৮	৯৮%

ঘ. সোনালী ব্যাংক (ফসলী) ঋণসংক্রান্ত তথ্যাবলি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সমিতি	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সদস্য	ঋণ বিতরণ		ঋণ আদায়		আদায়ের হার (ক্রম)
		২০২২-২০২৩ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	
৪৬১৯৬	১০৫৮০৬০	৩৯৪১.৩৪	১৬১৬২৪.৭৬	৪৬৬০.৫৫	১৫৩৫১৬.৩১	৯৮%

ঙ. ইউসিসি'র নিজস্ব তহবিল ঋণসংক্রান্ত তথ্যাবলি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সমিতি	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সদস্য	ঋণ বিতরণ		ঋণ আদায়		আদায়ের হার (ক্রম)
		২০২২-২০২৩ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	
৩৩৬৮	৫২৫৩১	৫৫১৮.২৩	৩৩২৩০.৬৩	৪১৯৪.৫১	২৭৬১১.৫০	৯৯%

২.৪.৫ পরিদর্শন শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন;
- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জেলার উপপরিচালকগণের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

জেলা ও উপজেলা পরিদর্শন-

১) ২০২২-২৩ সালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ৭৬ জন

২) ২০২২-২৩ সালে জেলা দপ্তর পরিদর্শন সংখ্যা ১২৯টি

৩) ২০২২-২৩ সালে উপজেলা পরিদর্শন সংখ্যা ৩২২টি

৪) জেলা পর্যায়ে উপপরিচালকদের ভ্রমণ বিল অনুমোদনের সংখ্যা ৭৫৬টি

২.৪.৬ সম্প্রসারণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- উপকারভোগীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদিপশুর টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন;
- সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এর কার্যক্রম তদারকি;
- গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

ক) সদাবিক ও গুচ্ছগ্রাম কার্যক্রম

প্রকল্পের নাম	সদস্য ভর্তি (জন)				সমিতি গঠন				সঞ্চয় (লক্ষ টাকায়)		ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)		ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	
	পুরুষ		মহিলা		পুরুষ		মহিলা							
	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:
সদাবিক	১২০৫	১৯২৯৬১	১৪৫১	২০৭১২২	৪৫	১৭৮৭৯	৫৩	১৬৩৪০	৪৭১.৩৫	৭,১২৬.৪৭	১২,০৫৩.০২	২২৫,৮২৫.৮৭	১৩,০৯৮.২৭	২০০,২৩৭.৪৬
গুচ্ছগ্রাম	৬৮	১০২৩৯	৭১	১০৭২২	৮	৩৬৪	৮	৩৪০	৯.৬৭	১৮৯.৯৮	৫১৬.৬০	৪,৩৮২.৮১	৪৫১.৬২	৩,৪১৬.৭৩

২.৪.৭ বিশেষ প্রকল্প শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- বিআরডিবি'র সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য কন্ট্যাক্ট সেল হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সরবরাহকৃত আসবাবপত্রসহ দালিলিক তথ্যসমূহ সংরক্ষণ;
- পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ নীতিমালা (গাইডলাইন) প্রণয়ন, সংশোধন ও হালনাগাদকরণ;
- মাঠ পর্যায়ে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম তদারকি ও পরিদর্শন;
- পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা;
- স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত বিআরডিবি'র সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রস্তুতকরণ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম:

- অর্থবছরে বিতরণকৃত টাকা বর্তমানে আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং "বিআরডিবি'র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩" অনুমোদন সাপেক্ষে আদায়কৃত টাকা পুনর্বিনিয়োগ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

২.৪.৮ মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করা;
- গ্রামীণ মহিলাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন (শেয়ার ও সঞ্চয় জমা) ;
- জীবিকায়নধর্মী দক্ষতা উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আয়উৎসারী কর্মকাণ্ডে ঋণ বিতরণ ও আদায়;
- সামাজিক, স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- গ্রামীণ মহিলাদের আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ;
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা এবং অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারীদের উন্নয়ন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

(লক্ষ টাকায়)

ঋণ বিতরণ		ঋণ প্রাপ্ত সদস্য (জন)		ঋণ আদায়		প্রশিক্ষণ প্রদান	
অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত
৭২৫২.৫৭	১৭৭৫৭২.১৩	১২৬৫৫	৪৫৮১২৪	৭০০৬.৩৩	১৬৫০১৪.৯৬	৯৭০৪	৫৮৪১১১

২.৫ পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র প্রকল্প/কর্মসূচি'র প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ, গবেষণা ও মূল্যায়ন, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। বিভাগের অধীন ২টি অনুবিভাগ ও ৫টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ ২টি হলো: (১) গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ও (২) নির্মাণ অনুবিভাগ। বিভাগের আওতায় শাখা ৫টি হলো (ক) পরিকল্পনা শাখা (খ) গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা (গ) পরিবীক্ষণ শাখা (ঘ) প্রোগ্রামিং শাখা ও (ঙ) নির্মাণ শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে পরিচালক (পরিকল্পনা), অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে যুগ্ম পরিচালক এবং শাখাসমূহের প্রধান হিসেবে উপপরিচালকগণ দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি শাখায় রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্য কর্মচারীবৃন্দ।

২.৫.১ পরিকল্পনা শাখা

পরিকল্পনা শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিএপিপি, আরডিপিপি, আরটিএপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন;
- ADP/RADP Management System- এ বিআরডিবি'র অনুমোদিত/অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের তথ্য এন্ট্রি এবং নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত বিভিন্ন কৌশলের সাথে সমন্বয় রেখে বিআরডিবির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন;
- মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন- আইন, বিধি, নীতিমালা, কর্মসূচি ও প্রকল্প ইত্যাদি) মতামত প্রদান।

বিআরডিবি কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর সবুজ পাতায় অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৮ খ্রি.	৩৮৭২২.৬৬
২	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (৪র্থ পর্যায়) জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৮ খ্রি.	১১২২৪৭.৯৯
৩	ওয়ান পল্লী ওয়ান প্রোডাক্ট (OPOP): পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী প্রকল্প জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৫ খ্রি.	৩১৭০.৩২
৪	বিআরডিটিআই শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৬ খ্রি.	৪৮৯৯.৫৩

২.৫.২ গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- বিআরডিবি'র বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা, প্রকাশ ও বিতরণ;
- বিআরডিবি'র সিটিজেনস্ চার্টার-সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিআরডিবি'র কর্মকাণ্ডভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

- বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে বছরের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- পল্লী উন্নয়ন-সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রতিবেদন ও অন্যান্য পাঠোপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ; বিভাগীয় পাঠকসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

- ২০২১-২০২২ এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সিটিজেনস্ চার্টার বা সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিসংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন, পরিবীক্ষণ কমিটির সভা, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে সভা, সিটিজেনস্ চার্টার হালনাগাদকরণ, প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রতিবেদন যেমন: অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রতিবেদন, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার তথ্যাদি, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সংসদ অধিবেশনের ভাষণের তথ্যাদি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২২-২০২৩ এর বার্ষিক প্রতিবেদনের ইনপুট ইত্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৫.৩ পরিবীক্ষণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন;
- বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বিআরডিবি'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ;
- জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বের বিআরডিবি'র অংশের জবাব প্রদান;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের তথ্যসংবলিত নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

- চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বের জবাব প্রেরণ করা হয়েছে;
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রতিবেদন বিশেষ করে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ :

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প এলাকা
১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	এপ্রিল, ২০১৪ থেকে জুন ২০২৩	৬৩৯.০০	রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার ৩৫টি উপজেলা
২	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৫ থেকে জুন ২০২৩	৫৩৪৯.০০	৬৪টি জেলার ২১৫টি উপজেলা
৩	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৩	৯২০.০০	গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলা
৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদান ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি- ২য় সংশোধিত	জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩	৬২৪০.০০	৬৪ জেলার ২৫৬টি উপজেলা
৫	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো) -২য় পর্যায়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৬	৮০০০.০০	১৭টি জেলার ৫৯টি উপজেলা
৬	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৬	২৭৬০০.০০	৪৮টি জেলার ২২০টি উপজেলা

২.৫.৪ প্রোগ্রামিং শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রমে বিআরডিবি'র অংশগ্রহণ;
- সরকারের "স্মার্ট বাংলাদেশ" ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবি'র তথ্যপ্রযুক্তি কার্যক্রম পরিচালনা;
- তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- National Web Portal এর আওতায় বিআরডিবি'র ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা;
- ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

- বিআরডিবি'র জাতীয় তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়েছে। বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তর জাতীয় তথ্য বাতায়নে কার্যকর করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- বিআরডিবি'র ডোমেইন বাংলা 'বিআরডিবি' মে/২০২৩ ও ইংরেজি 'brdb.gov.bd' সেপ্টেম্বর/২০২৩ এ আগামী ০৫ বছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- বিআরডিবি সদর দপ্তরসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বিপরীতে ৭৭০টির বেশি দাপ্তরিক ওয়েবমেইল চালু রয়েছে। চলতি বছরে পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩ এর চাহিদা মোতাবেক ২২০টি ওয়েবমেইল আইডি চালু করা হয়েছে।
- এপ্রিল/২৩ মাসে সদর দপ্তর ই-নথি থেকে ডি-নথি মাইগ্রেশন পরবর্তী কার্যক্রম চালু করেছে। ইতোমধ্যে জেলা পর্যায়ে ডি-নথির কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিভাগ/দপ্তর ও মাঠ পর্যায় (জেলা ও উপজেলা) তৈরি ও ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সেবা ডিজিটাইজেশন/সেবা সহজীকরণ ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করণ এর জন্য সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে (ভার্চুয়াল) সভা/সেমিনার/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পিডিএস সফটওয়্যারের নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে। এ বছর নতুনভাবে ১৯ জন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, ২০৪ জন হিসাবরক্ষক এবং অন্যান্য বিভিন্ন পদের ১০ জন কর্মকর্তার পিডিএস রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।

- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিআরডিবি'র তিনটি সেবা ডিজিটালাইজ করা হয়েছে।
- জুম অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইন সভা, প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করা হয়েছে।
- উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ, মাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা ও সমস্যা, সফলতা, সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে বিভিন্ন ডকুমেন্ট, তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Integrated Digital Service Delivery Platform System" এর মাধ্যমে বিআরডিবি'র সেন্ট্রাল সফটওয়্যার প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান। উক্ত সফটওয়্যারটির পাইলটিং কার্যক্রম ঘিওর, মানিকগঞ্জ ও বোয়ালমারী, ফরিদপুর জেলায় চলমান রয়েছে।
- সদর দপ্তরের ১৪৬ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ এর বিটিসিএল-এর সংযোগ ও বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগ হিসেবে অলওয়েজ নেট প্রতিষ্ঠান থেকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চলমান রয়েছে। জেলা ও উপজেলা দপ্তরে ইন্টারনেটের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।
- এনআইএস, এপিএ, আইসিটি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, সেবা সহজীকরণ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৫.৫ নির্মাণ অনুবিভাগ

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন।
- ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসংক্রান্ত নকশা প্রস্তুত ও ব্যয় প্রাক্কলন তৈরি।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

রাজস্ব/প্রকল্প/ কর্মসূচি	কাজের নাম	কার্যাদেশ মূল্য/প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতির হার
রাজস্ব	বিআরডিবি'র বিভিন্ন উপজেলায় ১৭টি প্যাকেজের আওতায় ১৭টি উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	৪৬৩.৯৩	১০০%
	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ কাজ।	২০৭.৪৬	১০০%
	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার কোটালীপাড়া উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ কাজ।	৩৮১.৬৮	১০০%
উদকনিক	উদকনিক প্রকল্পের অধীনে ১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার নির্মাণসংক্রান্ত কাজ।	৯৯৬.৬৮	৮০%

নবনির্মিত গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পল্লী ভবন

নবনির্মিত পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার পল্লী ভবন

২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ

পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর নেতৃত্বে এ বিভাগ পরিচালিত হয়। এ বিভাগে ১ জন উপপরিচালক, ২ জন সহকারী পরিচালক ও অন্য কর্মচারীবৃন্দ রয়েছে। বিআরডিবি'র আওতায় বর্তমানে তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্ধারিত ও চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট প্রণয়ন ও দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- প্রশিক্ষণের বাজেট প্রণয়নসহ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তা মনোনয়নে প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান;
- বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণ পরিচালনা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

ক) বিআরডিবি সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্রম.	প্রশিক্ষণের ধরন	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে		ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
		ব্যাচের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
১	সদর দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক ৬০ ঘণ্টা ইনহাউস প্রশিক্ষণ	২০টি	২৮০ জন	৬৭০ জন
২	বিআরডিবি সদরদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-নথি/ডি-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩টি	১০৪ জন	৮৩১ জন
৩	বিআরডিবি সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য অধিকারবিষয়ক প্রশিক্ষণ	২টি	২২৪ জন	৩৪৫ জন
৪	সদাবিক এর মাঠ সহকারী/মাঠ সংগঠকদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ আয়োজন।	১টি	৪০ জন	৪০ জন
৫	বিআরডিবি'র নবযোগদানকৃত উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাগণের ওরিয়েন্টেশন কোর্স আয়োজন।	১টি	১৯ জন	১৯ জন
৬	বিআরডিবি সদরদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪টি	১৬৮ জন	৩৯৮ জন
৭	বিআরডিবি সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ও এপিএমএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১টি	৪০ জন	৩৪৫ জন
৮	পার্সোনাল লেজার অ্যাকাউন্ট (PL-Accounts) ডাটা এন্ট্রি করার লক্ষ্যে TOT প্রশিক্ষণ আয়োজন।	১টি	৫০ জন	৫০ জন
৯	বিআরডিবি'র নবযোগদানকৃত হিসাবরক্ষকগণের ওরিয়েন্টেশন কোর্স আয়োজন	৫টি	২০৫ জন	২০৫ জন
১০	বিআরডিবি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের সিটিজেন চার্টার ও উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২টি	৮০ জন	১২০ জন
	মোট	-	**১২১০ জন**	**৩০২২ জন**

খ) বিআরডিবি জেলা, উপজেলায় প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্রম.	প্রশিক্ষণের ধরন	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক ৬০ ঘণ্টা (ইনহাউস) প্রশিক্ষণ আয়োজন	৮,১২০ জন	৭৮,০০০ জন
২	সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৩২,০০ জন	১১,১৪,৪৫২ জন

গ) বিআরডিবি বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের তথ্য

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরন	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
আঞ্চলিক লোক প্রশাসন কেন্দ্র	বিষয়ভিত্তিক	৫ জন	১৪০ জন

ঘ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্রম.	দেশের নাম	প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
				বছরে	ক্রমপুঞ্জিত
১	Republic of China (Taiwan)	Smart Agriculture Policies and Programmes of Republic of China (Taiwan)	১১-১৭ জুন ২০২৩	১ জন	৭৩১ জন

বিআরডিবি সদর কার্যালয়ে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ

২.৬.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.৬.১.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই) পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে দেশের প্রাচীনতম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৪ সালে গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রণীত ভি-এইড কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাধীনতার পর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সালের মে মাসে ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বসূরি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) এর কাছে হস্তান্তর করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৯২ সালে এটিকে বিআরডিবি'র অধীনে জাতীয় পর্যায়ের ইনস্টিটিউটের মর্যাদা দিয়ে নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা বিআরডিটিআই'।

সিলেট জেলা সদর থেকে ৮ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে খাদিমনগরে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের উত্তর পাশে ১০.৬২ একর জমির ওপর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশে বিআরডিটিআই অবস্থিত। ইনস্টিটিউটের আশপাশে রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), বিসিক শিল্পনগরী, মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিম টি এস্টেট, সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ এবং প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহ্ পরান (রাঃ) মাজার শরীফ।

বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণসংশ্লিষ্ট সুবিধাদি

বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল দ্বি-তলবিশিষ্ট আধুনিক প্রশাসনিক-কাম-একাডেমিক ভবন। এর অফিস ও অনুষদ সভাকক্ষ এবং দ্বিতীয় তলায় রয়েছে ৪টি শ্রেণিকক্ষ। এ ছাড়া আধুনিক প্রশিক্ষণসামগ্রী সংরক্ষণাগার এবং পিএ সিস্টেম-সংবলিত ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি সম্মেলনকক্ষ। এগুলো সম্পূর্ণভাবে মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সুবিধার আওতায় রয়েছে। এ ছাড়া লাইব্রেরি এবং আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব একাডেমিক ভবনের দোতলায় অবস্থিত। ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য চারটি হোস্টেলে ১৬২ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। দ্বি-তলবিশিষ্ট মডার্ন ক্যাফেটেরিয়ার দুটি হলে একসঙ্গে ৩৫০ জনকে খাবার পরিবেশন করা যায়। বিনোদনের জন্য রয়েছে টেলিভিশন ও খেলাধুলার উপকরণসমৃদ্ধ তিনটি কমনরুম। জুলাই, ২০০৭ সালে ৬০০ আসনবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম বিআরডিটিআই-এর সুবিধাদিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। অডিটরিয়ামের সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে সার্বক্ষণিক জেনারেটর, আধুনিক শব্দ ও আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এ ছাড়া বিআরডিটিআই জামে মসজিদে প্রায় ১৫০ জন মুসলমান একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন। ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রস্থলে প্রায় দুই একর আয়তনের পুকুর রয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবনগুলোও ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

বিআরডিটিআই, সিলেটের প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন

বর্তমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

বিআরডিটিআই-এ বার্ষিক গড়ে পাঁচ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক থেকে দু'মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, রিফ্রেশার্স ও দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স উল্লেখযোগ্য। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনসংক্রান্ত বিআরডিটিআই-সংযুক্তি ও অন্যান্য সংক্ষিপ্ত কোর্স উপলক্ষে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, এনআইএলজি, বিয়াম ফাউন্ডেশন, পোস্টাল একাডেমি, জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমি (এনএপিডি)-সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ একাডেমি হতে বিভিন্ন ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়মিতভাবে বিআরডিটিআই-এ আগমন করেন।

মহাপরিচালক, বিআরডিবি বিআরডিটিআই, সিলেট-এ সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাদের গভর্ন্যান্স ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে সেশন পরিচালনা করছেন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:

ক্রম.	প্রশিক্ষণের বিবরণ	প্রশিক্ষণের ধরন	ব্যাচের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	ডিডি/ডিপিডি ও অন্যান্য	গভর্ন্যান্স ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স	১০	৩৮০
২	ডিডি/ডিপিডি ও অন্যান্য	আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স	০২	৮০
৩	অফিস সহকারী, উচ্চমান সহকারী, স্টেনোটাইপিস্ট, স্টেনোগ্রাফার ও অন্যান্য	আইসিটি কোর্স	০৩	৮৯
৪	এআরডিও	মাঠ কার্যক্রমবিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স	০২	৮০
৫	গাড়িচালক	দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স	০১	৩৯
৬	অফিস সহায়ক	শৃঙ্খলা ও আচরণবিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	০২	৮০
৭	পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের ইউডি এবং পজীপ প্রকল্পের মাঠসংগঠক	ওয়ার্কশপ	০২	১২৭
৮	পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের ইউডি, পজীপ প্রকল্পের পিও/ডিপিও/ মাঠসংগঠক	ওয়ার্কশপ	০৩	১৫৭
	মোট =		২৫	১০৩২

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআরডিবি বহির্ভূত সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:

ক্রম.	প্রশিক্ষণের বিবরণ	প্রশিক্ষণের ধরণ	ব্যাচের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণ	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় সংযুক্তি কার্যক্রম (পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ বিষয়ক)	১২	৮২৩
২	বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের ১০-২০ গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স	২০	৫০১
৩	১০-২০ গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও পল্লী উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ (সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স)	৫	১১৯
৪	১০-২০ গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	কর্মশালা	২	৭৯
	মোট =		৩৯	১৫২১

২.৬.১.২ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)

ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি) ১৯৮৭ সনে নোয়াখালী জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মাইজদীতে ০.৮৭ একর জমির উপর নির্মিত হয়। ১৯৯২ সালে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ সমাপ্ত হলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ১৯৯৫ সালে থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী দারিদ্র্য সমবায় সহায়তা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হয়। পরবর্তী সময়ে এটি ২০০১ থেকে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এর আওতাভুক্ত করা হয়। দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ৪০ আসনবিশিষ্ট ২টি শ্রেণিকক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট অডিটরিয়াম, ৫০ আসনবিশিষ্ট ডাইনিং হল, ২টি ফেসিলিটেটর কক্ষ ও ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠাকালীন থেকেই এনআরডিটিসি পল্লী জনগণকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এ ছাড়া কর্মকর্তা-কমচারীদেরও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

২.৬.১.৩ টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি)

১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরি সহযোগিতায় টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিটিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবি'র মহিলা কর্মসূচি'র অন্তর্ভুক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প পিআরডিপি প্রকল্পের কাছে ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ কেন্দ্রটি টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনালের উত্তরে দেওলায় মূল সড়কের পাশে ৩.১৬৮ একর জমির উপর স্থাপিত। এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি দ্বি-তল ভবনবিশিষ্ট একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধাসংবলিত একটি কক্ষ ও সমমাপের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে, যেখানে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিআরডিবি'র কার্যক্রমভিত্তিক অর্জন

৩.১ একনজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি
৩.২ মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি
৩.৩ মূলধন সৃষ্টি
৩.৪ ঋণ কার্যক্রম
৩.৫ মানবসম্পদ উন্নয়ন
৩.৬ কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
৩.৭ পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি
৩.৮ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন
৩.৯ সম্প্রসারণ কার্যক্রম
৩.১০ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি
৩.১১ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে বিআরডিবি

৩.১ একনজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি

বিআরডিবি কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি/পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, সঞ্চয় জমা, শেয়ার আদায়, ঋণ সহায়তা প্রদান, ঋণ আদায় এবং কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া সুফলভোগীদের মাঝে কৃষি উপকরণ ও সম্পদ বিতরণ করা হয়। একই সাথে সম্প্রসারণ কার্যক্রমও পরিচালিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন, জুন ২০২৩ এ স্থিতি এবং ক্রমপুঞ্জিত অর্জন নিম্নরূপ:

ক্রম	কার্যক্রমের ধরন ও নাম (একক)	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অর্জন	জুন ২০২৩ স্থিতি	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (জুন, ২০২৩)
ক) সাংগঠনিক কার্যক্রম				
১	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) গঠন (টি)	০	৪৮৯	৪৮৯
২	মানব সংগঠন (সংখ্যা) (সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি)	৭,৪৫৯	১,৮০,৬৩৫	১,৯৩,৪৮৫
৩	সদস্য (জন)	১,৬৫,৭২৪	৫০,৮৭,১২৮	৬১,৬৯,৯৭৮
খ) সদস্যদের নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি এবং ঋণ কার্যক্রম				
৪	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৫৮৫.১৮	১৩,২৮১.৩৮	১৮,০৮৬.১২
৫	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১২০৩৬.৬৬	৬৪,৮০৭.২০	১,১৭,৬৪৯.৭৭
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১,৬৫,১১৯.৩৭	-	২২,৩৮,৪১৩.২৫
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১,৫৯,৩৫৭.৩২	-	১৯,৮০,২৩৩.২৩
৮	আদায়ের হার %	৭৭%	-	৯৮%
৯	ঋণগ্রহীতা সদস্য (জন)	৩,৮৭,৪৭৪	-	৭৭,৯৮,৫৬৩
গ) প্রশিক্ষণ				
১০	সুফলভোগী (জন) (দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বর্ধনমূলক, উদ্বুদ্ধকরণ)	১,৩৩,০৯০	-	৭৩,৪৭,৯১৪
১১	কর্মকর্তা/কর্মচারী (জন)	১০,৮১৭	-	২,৬০,৫০২
ঘ) সেচযন্ত্র বিতরণ				
১২	গভীর নলকূপ (টি)	-	-	১৮,৩৬০
১৩	অগভীর নলকূপ (টি)	-	-	৪৪,৫২৩
১৪	শক্তিচালিত পাম্প (টি)	-	-	১৯,৪০৫
১৫	হস্তচালিত নলকূপ (টি)	-	-	২,৭৩,০০০
	মোট	-	-	**৩,৫৫,২৮৮**

ক্রম	কার্যক্রমের ধরন ও নাম (একক)	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অর্জন	জুন ২০২৩ স্থিতি	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (জুন, ২০২৩)
ঙ) সম্পদ বিতরণ				
১৬	বীজ ও চারা বিতরণ (জন)	৯,০০০	-	৫৪,৯৯১
১৭	প্রদর্শনী খামার (টি)	৩,০৭২	-	৭৬৮০
১৮	১। সেলাই মেশিন (টি) ২। কিট বক্স (বিপি মেশিন, নেবুলাইজার, ব্লাড সুগার ইন্ডিকেটর, ফার্স্ট এইড বক্স (সেট) ৩। মোবাইল মেরামত টুলস (সেট)	৮০ - -	-	১৩২০ ৪০ ৮০
চ) সম্প্রসারণ কার্যক্রম				
১৯	ক্ষুদ্র অবকাঠামো (টি)	৫,১২০	-	২১,০৭৭
২০	বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ টি)	১.৩০	-	২০,৪৯৬.০২
২১	মৎস্য চাষ (লক্ষ টি)	৭৯.৫৩	-	১৩৬৩.৪৪
২২	গৃহপালিত পশুপাখির টিকা (লক্ষ টি)	১.৫১	-	৩৮০.০৯
২৩	উন্নত চুল্লি স্থাপন (লক্ষ টি)	০.১৭	-	১.১১
২৪	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (লক্ষ টি)	০.২১	-	০.৯৯

৩.২ মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লীর কৃষক, ক্ষুদ্র কৃষক, প্রান্তিক চাষি, বিত্তহীন, ভূমিহীন দরিদ্র, অতি দরিদ্র ও নারী উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মানব সংগঠন প্রয়োজন হয়। এ লক্ষ্যে পল্লী জনগণকে সংগঠিত করে সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়। সূচনালগ্ন থেকে বিআরডিবি'র মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের 'দ্বি-স্তর' সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি সরবরাহ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমবায় সমিতিকে পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া। পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাইরে বিত্তহীন/দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিআরডিবির কার্যক্রমের আওতায় এনে সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করা হয়। বিআরডিবি'র আওতায় গঠিত সমিতি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তিসংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

কার্যক্রমের ধরন	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি (টি)									জুন ২০২৩ স্থিতি (টি)								
	সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতি গঠন	১০৪	৮৩	১৮৭	২,১৪৮	৫,১২৪	৭,২৭২	২,২৫২	৫,২০৭	৭,৪৫৯	৬৪,৪২৫	৩১,০৮০	৯৫,৫০৫	৩৬,০৮৫	৪৯,০৪৫	৮৫,১৩০	১,০০,৫১০	৮০,১২৫	১,৮০,৬৩৫
সদস্য অন্তর্ভুক্তি	৭,১০৫	৭,৯৫০	১৫,০৫৫	৩৭,১৩২	১,১৩,৫৩৭	১,৫০,৬৬৯	৪৪,২৩৭	১,২১,৪৮৭	১,৬৫,৭২৪	২১,৫৭,৫৬৫	১০,৭৬,১১৮	৩২,৩৩,৬৮৩	৭,১৪,৩৭৮	১১,৩৯,০৬৭	১৮,৫৩,৪৪৫	২৮,৭১,৯৪৩	২২,৫৫,১৮৫	৫০,৮৭,১২৮

সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে মানব সংগঠন সৃষ্টি বিআরডিবি'র সেবা প্রদানের কৌশল। বিআরডিবি'র আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৭৪৫৯টি সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়েছে, যেখানে মহিলা সমিতি ৭০% এবং পুরুষ সমিতি ৩০%। এ ছাড়া জুন/২০২৩ এ সমিতির স্থিতি সংখ্যা ১,৮০,৬৩৫টি, যেখানে মহিলা সমিতি ৪৪% এবং পুরুষ সমিতি ৫৬%।

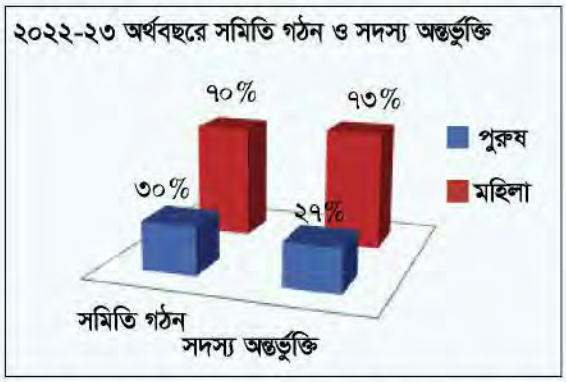

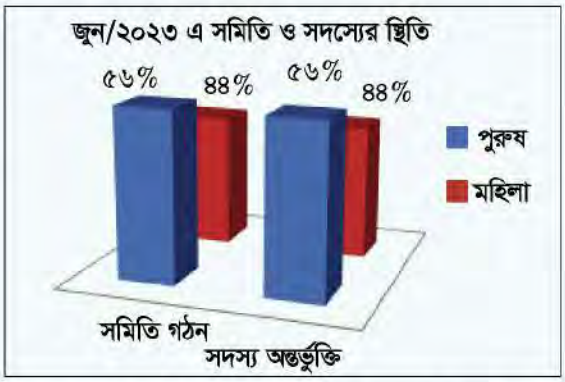

সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে উপকারভোগী সদস্য অন্তর্ভুক্তির পর বিআরডিবি সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআরডিবি ১,৬৫,৭২৪ জন গ্রামীণ জনগণকে সেবার আওতায় এনেছে। এর মধ্যে পুরুষ ২৭% এবং মহিলা হচ্ছে ৭৩%। শুরু থেকে জুন/২০২৩ পর্যন্ত বিআরডিবি'র উপকারভোগীর স্থিতির সংখ্যা ৫০,৮৭,১২৮ জন; যেখানে পুরুষ ৫৬% এবং মহিলা রয়েছে ৪৪%।

৩.৩ মূলধন সৃষ্টি

বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে বর্তমান আয়ের একটা অংশ ভোগের কাজে না লাগিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করাকে মূলধন সৃষ্টি বোঝায়। বিআরডিবি উপকারভোগী সদস্যদের মূলধন গঠনের লক্ষ্যে নিয়মিত সঞ্চয় জমা ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে। বিআরডিবি'র উপকারভোগীদের শেয়ার-সঞ্চয় জমাসংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

পুঁজি গঠন	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি							জুন ২০২৩ স্থিতি						
	সমবায় সমিতি		পল্লী উন্নয়ন সমিতি		সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি		পল্লী উন্নয়ন সমিতি		সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৩১৯.৪২	২৬৫.৭৬	০.০০	০.০০	৩১৯.৪২	২৬৫.৭৬	৫৮৫.১৮	৮৮৭৭.৪৩	৪৪০৩.৯৫	০.০০	০.০০	৮৮৭৭.৪৩	৪৪০৩.৯৫	১৩২৮১.৩৮
সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৫২২.৩৪	১০১৭.৬৩	২৫২৬.৯০	৭৯৬.৭৯	৩০৪৯.২৪	৮৯৮৭.৪২	১২০৩৬.৬৬	১৬৬৩৭.৮৫	৯৪১৬.৬৭	১২২৮৫.৯৫	২৬৪৬৬.৭৩	২৮,৯২৩.৮০	৩৫,৮৮৩.৪০	৬৪,৮০৭.২০

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের জমাকৃত শেয়ারের পরিমাণ ৫৮৫.১৮ লক্ষ টাকা, যার ৫৫% পুরুষ এবং ৪৫% জমা করেছে মহিলা উপকারভোগীগণ। এ ছাড়া উক্ত বছরে সঞ্চয় জমার পরিমাণ ১২০৩৬.৬৬ লক্ষ টাকা, যার ২৫% পুরুষ এবং ৭৫% জমা করেছে মহিলা উপকারভোগীগণ।

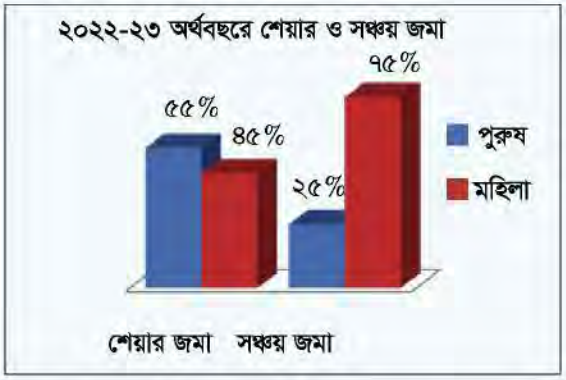

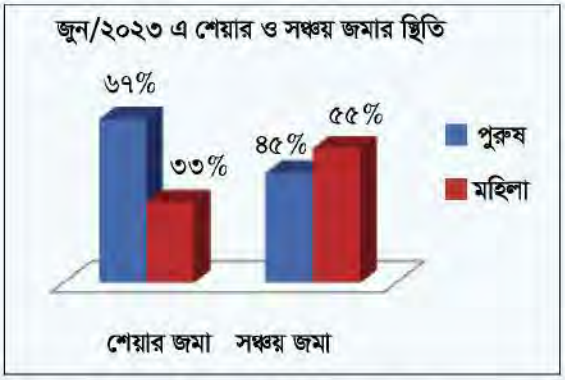

শুরু থেকে জুন/২০২৩ পর্যন্ত সদস্যদের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৩২.৮১ কোটি টাকা, যার ৬৭% পুরুষ এবং ৩৩% জমা করেছে মহিলা উপকারভোগীগণ। এ ছাড়া সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৬৪৮.০৭ কোটি টাকা, যার ৪৫% পুরুষ এবং ৫৫% জমা করেছে মহিলা উপকারভোগীগণ।

৩.৪ ঋণ কার্যক্রম

সত্তর দশকে জামানতের অভাবে যখন পল্লীর প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না, তখন দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে পরিচিত ও সমাদৃত হয়। পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষি, বিত্তহীন, হতদরিদ্র অবহেলিত এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে বিআরডিবি'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়নে ঋণ একটি চালিকাশক্তি। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত তদারকি ঋণ হিসেবে ফসলি ও বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে সেচযন্ত্রের বিপরীতে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ সহায়তা চালু করা হয়। এর পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তা কার্যক্রম শুরু হয়। বিআরডিবি কৃষি সমবায়ের পাশাপাশি আশির দশকে বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক, মহিলা ও দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। কোভিড-১৯ মহামারিতে পল্লী এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের স্বাভাবিক আয়বর্ধন ও জীবিকায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং বিদেশ/শহর ফেরত কর্মহীন ব্যক্তি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আগ্রহী নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় উদ্যোগে মূলধন সহায়তার লক্ষ্যে ২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর অনুকূলে প্রথম দফায় ১৫০ কোটি এবং ৯ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফায় আরও ১৫০ কোটি, সর্বমোট ৩০০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

ঋণ বিতরণ

পল্লী অর্থনীতি শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বিআরডিবি উপকারভোগীদের মাঝে বিভিন্ন আয়বর্ধণমূলক কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডসমূহ হচ্ছে- ধান চাষ, শাকসব্জি চাষ, গবাদিপশু পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, অপ্রধান শস্য উৎপাদন, নকশা, বাটিক-বুটিক, এমব্রয়ডারি, নকশিকাঁথা সেলাই, বাঁশ ও বেতের কাজ, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প ইত্যাদি। উৎসভিত্তিক বিআরডিবি'র ঋণ বিতরণসংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরন	ঋণ সহায়তা প্রদান (লক্ষ টাকায়)					
	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	২৪৪৩৭.৭২	৪৭২৯.৮৯	২৯১৬৭.৬১	৪২৪৪২২.৪৫	৭১৬১৯.৮২	৪৯৬০৪২.২৭
এসএমই	০.০০	০.০০	০.০০	১৯৩৪২.১৯	১০৬৫৭.৮১	৩০০০০.০০
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০.০০	৭২৫২.৫৭	৭২৫২.৫৭	০.০০	১৭৬৮৬১.৫৮	১৭৬৮৬১.৫৮
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	১২৫৯৬.৩৭	৪৩৯৫০.৭৩	৫৬৫৪৭.১০	২১৮৭৬.৩৩	১৪১১১০.১৭	১৬২৯৮৬.৫০
নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কর্মসূচি	১৮৮৭০.৭৭	৫০৩৭৯.৭১	৬৯২৫০.৪৮	৩৭০৬৩১.৫৬	৯৬৭৩১৫.০০	১৩৩৭৯৪৬.৫৬
অন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি	১৩৭১.৫৭	৮৩৯.২০	২২১০.৭৭	১৮০৪৪.১৬	১১১৫২.৯২	২৯১৯৭.০৮
সিভিডিপি	৩৭৩.৮৯	৩১৬.৯৫	৬৯০.৮৪	২৯৫৯.৪৩	২৪১৯.৮৩	৫৩৭৯.২৬
সর্বমোট	৫৭৬৫০.৩২	১০৭৪৬৯.০৫	১৬৫১১৯.৩৭	৮৫৭২৭৬.১২	১৩৮১১৩৭.১৩	২২৩৮৪১৩.২৫

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআরডিবি উপকারভোগীদের মাঝে ১৬৫১১৯.৩৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করে। উক্ত ঋণের ৬৫% বিতরণ করা হয় মহিলা উপকারভোগীদের মাঝে। শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ সহায়তার পরিমাণ ২২৩৮৪১৩.২৫ লক্ষ টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে উৎস অনুযায়ী ঋণ বিতরণ

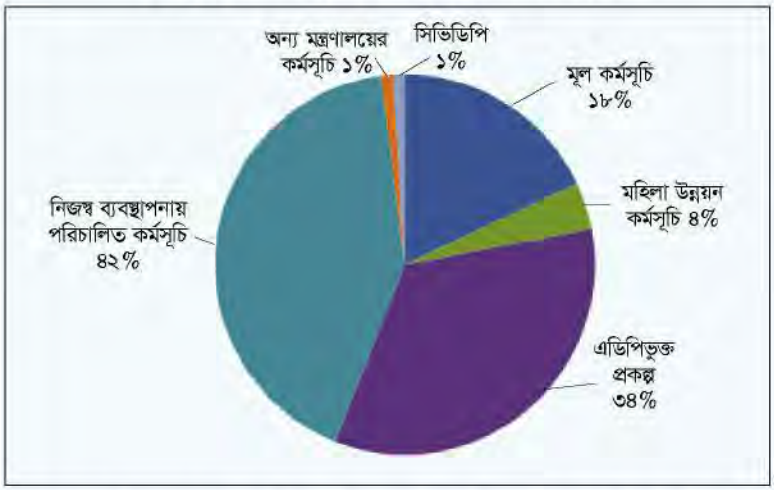

বিআরডিবি বেশ কয়েকটি উৎস থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করে। এর মধ্যে ৪২% ঋণ বিতরণ করা হয় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচি'র মাধ্যমে, ৩৪% এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে এবং ১৮% বিতরণ করা হয় মূল কর্মসূচি'র মাধ্যমে।

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি'র উপকারভোগীদের মাঝে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

ঋণ আদায়

উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণ সাপ্তাহিক/মাসিক কিস্তিতে আদায় করা হয়ে থাকে। আদায়কৃত ঋণ পুনরায় উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআরডিবি উপকারভোগীদের কাছ থেকে বিতরণকৃত ঋণের মোট ১৫৯৩৫৭.৩২ লক্ষ টাকা আদায় করে। শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক ঋণগ্রহীতা সদস্যদের থেকে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ১৯৮০২৩৩.২৩ লক্ষ টাকা। উৎসভিত্তিক বিআরডিবি'র ঋণ আদায়সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরন	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)					
	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	২৪৪১৭.৪৮	৪১৩৩.০৩	২৮৪৭৬.৫১	৪১৬৪৬১.২৯	৩৯১৮০.৫৮	৪৫৫৬৪১.৮৭
এসএমই	৮৭৭০.০০	৫৯৫২.০০	১৪৭২২.০০	১১১৮৩.৮৮	৮৪৫৮.০৫	১৯৬৪১.৯৩
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০.০০	৭০০৬.৩৩	৭০০৬.৩৩	০	১৬২৭৫২.৮০	১৬২৭৫২.৮০
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৭৪৫৬.৭৬	২৭২৯১.১০	৩৪৭৪৭.৮৬	১১৪৯৭.৪০	১০৬৩৩৬.৮৭	১১৭৮৩৪.২৭
নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কর্মসূচি	১৯৬২৪.৮৩	৫১৫৬০.১৯	৭১১৮৫.০২	২৮৫৮১৬.৭৪	৯০৯৩৬৩.৩১	১১৯৫১৮০.০৫
অন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি	৬৫১.৯৫	১৮৫২.৮৯	২৫০৪.৮৪	১৩৬৫২.৯৬	১০৪৩১.৪৬	২৪০৮৪.৪২
সিভিডিপি	৩৪৬.০১	২৯৪.৭৫	৬৪০.৭৬	২৫৯৭.০২	২৫০০.৮৭	৫০৯৭.৮৯
সর্বমোট	**৬১২৬৭.০৩**	**৯৮০৯০.২৯**	**১৫৯৩৫৭.৩২**	**৭৪১২০৯.২৯**	**১২৩৯০২৩.৯৪**	**১৯৮০২৩৩.২৩**

৩.৫ মানবসম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ মানুষের প্রজ্ঞা, জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতাকে পরিবর্তন করে। গ্রামবাংলার পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকেই কাজ করছে। বিআরডিবি পল্লীর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপকারভোগী সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডনির্ভর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বিআরডিবি সমিতির মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে একটি সাংগঠনিক শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করে। অতঃপর সংগঠিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সাক্ষরতা, আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তির ব্যবহারসহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন করে থাকে। এ ছাড়া সমিতির সাপ্তাহিক সভায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভ টিজিংয়ের কুফল, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবির নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো রয়েছে। এ সকল অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী ও উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, বিয়াম ফাউন্ডেশন ও বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় থেকে প্রেরিত বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

কর্মকর্তা/কর্মচারী (জন)						উপকারভোগী (জন)							
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত (জুন/২০২৩ পর্যন্ত)			২০২২-২০২৩ অর্থবছরে				ক্রমপুঞ্জিত (জুন/২০২৩ পর্যন্ত)			
দেশে	বিদেশে	মোট	দেশে	বিদেশে	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	আয়বর্ধনমূলক	উদ্বুদ্ধকরণ	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	আয়বর্ধনমূলক	উদ্বুদ্ধকরণ	মোট
১০,৮১৬	০১	১০,৮১৭	২,৭০,৫৮৮	৭৩১	২,৬০,৫০২	৪৮,১৮৪	৩৬,৪৬৭	৪৮,৪৩১	১,৩৩,০৯০	১৮,৫৮,৫৫৩	১৮,৪৬,১১৭	৩৬,৪৩,২৪৪	৭৩,৪৭,৯১৪

বিআরডিবি'র সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ইন-হাউস প্রশিক্ষণ

৩.৬ কৃষিপ্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়নে 'কুমিল্লা মডেল' এর প্রধান চারটি উপাদানের মধ্যে সেচ কার্যক্রম অন্যতম। দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরডিবি তৎকালীন সর্বাধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে দেশের বিপুল পরিমাণ জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে সেচ প্রকল্প গ্রহণ করে কর্মসংস্থান ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিআরডিবি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। সূচনালগ্ন থেকেই বিআরডিবি অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে তৎকালীন সর্বাধুনিক কৃষিপ্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলনের জন্য কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের সংগঠিত করে বিএডিসি, ব্যাংক ও বিআরডিবি'র যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষকদের মাঝে সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রাদি প্রয়োজনীয় মেরামতের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার কার্যক্রমও অব্যাহত রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে বিআরডিবি কৃষকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সেচযন্ত্র গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে বিএডিসি ও ব্যাংকের মধ্যে সংযোগের সাথে সাথে মাঠ পর্যায়ের সেচযন্ত্রের পরিচালনায় মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক-বিআরডিবির যৌথ চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত ব্যাংকিং পরিকল্পনা মোতাবেক বিআরডিবি নিয়ন্ত্রিত ইউসিসিএগুলোতে ব্যাংক সেচযন্ত্রখাতে মেয়াদি ঋণ বিনিয়োগ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে বিআরডিবি দেশের বিপুল পরিমাণ অনাবাদি জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। আশি ও নব্বই দশকে বিআরডিবি সেচযন্ত্র ঋণের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের সেচযন্ত্র বিতরণ করে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুর দিকে সরকার বেসরকারি খাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দেয়। এর ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগে সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় বিআরডিবি'র সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেচ সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের আওতায় বিআরডিবি মোট ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মধ্যে গভীর নলকূপ ১৮,৩৬০টি, অগভীর নলকূপ ৪৪,৫২৩টি, শক্তিচালিত পাম্প ১৯,৪০৫টি এবং হস্তচালিত পাম্প ২,৭৩,০০০টি। এ ছাড়া সেচযন্ত্র খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২০৯৪১.৮০ কোটি টাকা।

বিআরডিবি'র মাধ্যমে বিতরণকৃত সেচযন্ত্রসমূহ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে অনেক নলকূপ অকেজো হয়ে যায়। ফলে অকেজো নলকূপের মধ্যে মেরামতযোগ্য নলকূপগুলোকে সচল করার লক্ষ্যে বিআরডিবি ২০১৩ সালে 'সেচ সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ৩৩৪টি অচল/অকেজো কিন্তু মেরামতযোগ্য গভীর নলকূপ মেরামত করে সচলকরণ ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

৩.৭ পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

বিআরডিবি উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ও ভোক্তার ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে বিআরডিবি ভোক্তা ও উৎপাদকের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এ ছাড়া কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার নামে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত অকৃষিপণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টার পরিচিতি

কারুপল্লী :

কারুপল্লী বিআরডিবি'র উপকারভোগী পল্লী জনগণের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র। ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে বিআরডিবির উদ্যোগে জাপান ওভারসিজ কোঅপারেশন ভলান্টিয়ার্সের (জেওসিভি) এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় কারুপল্লী। এর উদ্দেশ্য হলো বিআরডিবির সুবিধাভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং তা দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা। বর্তমানে বিআরডিবির প্রধান কার্যালয় পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় কারুপল্লীর একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। এ ছাড়া karupalli.brdb.gov.bd এই কমার্স সাইটের মাধ্যমে কারুপল্লীর পণ্য বিক্রয় করা হয়।

বিআরডিবি সদর দপ্তরের নিচতলায় কারুপল্লীর প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক)-এর আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তজাতশিল্প পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনীর জন্য রংপুর জেলা শহরে ১০ তলাবিশিষ্ট প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার সদস্যদের ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ এবং উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শনী ও বিক্রয় করা হবে। বিক্রয় কেন্দ্র ছাড়াও পণ্যসমূহ প্রকল্পের ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। এ প্রকল্পের প্রধান পণ্যসমূহ হলো- নকশিকাঁথা, নকশি টুপি, নকশি বেড কাভার, কুশন কাভার, পাটজাত পণ্য, গহনা সামগ্রী, রংপুরের প্রসিদ্ধ শতরঞ্জি, জামা, পাঞ্জাবি, ব্যাগ, শাড়ি, বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুভেদে নানা ধরনের হাল ফ্যাশনের পোশাক প্রভৃতি।

উদকনিক প্রকল্পের নির্মাণাধীন প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

৩.৮ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন

বিআরডিবির গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত লিংক মডেল পদ্ধতিতে সম্পাদিত পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। প্রকল্পটি গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামের মানুষের অংশগ্রহণ ও স্থানীয় সরকার তথা ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করে সুশাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি সেবা সম্প্রসারণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। লিংক মডেল পদ্ধতিতে গ্রাম পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক "ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির" মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। ২০ থেকে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি প্রতি মাসে গ্রামে বসে সভা করেন। এ সভায় গ্রামের উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের (স্কিম) প্রস্তাব তৈরি করে ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় (ইউসিসিএম) উপস্থাপন করা হয়। ইউসিসিএম-এ অনুমোদিত হলে গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল স্কিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (তিন) ধরনের উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। অনধিক ১.০০ লক্ষ টাকা বাজেটের এ স্কিমে মোট ব্যয়ের ৮০% টাকা প্রকল্প, ১৫% সংশ্লিষ্ট গ্রামের উপকারভোগী জনগণ এবং ৫% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে স্কিম বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের কম টাকায় বেশি সংখ্যক উন্নয়ন করা সম্ভব হয় এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে। পিআরডিপি-৩ এর আওতায় এ ধরনের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫,১২০টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারমূলক স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়। ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র অবকাঠামো স্কিম বাস্তবায়নের সংখ্যা ২১,০৭৭টি।

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় স্কিম উদ্বোধন করছেন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ইটের সলিং রাস্তা নির্মাণ স্কিম

৩.৯ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জ্বালানি ঘাটতি পূরণ, দূষণমুক্ত বসবাসযোগী জনপদ সৃষ্টির এবং সমবায়ীদের আয়বর্ধনকল্পে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিআরডিবি সম্প্রসারণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বিআরডিবিভুক্ত সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুলী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, পশুপাখির টিকাদান এবং বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড।

সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি:

(লক্ষ টি)

বৃক্ষরোপণ		জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন		উন্নত চুল্লী স্থাপন		পশুপাখির টিকাদান		মাছের পোনা বিতরণ		নারকেলের চারা রোপণ	
২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত	২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত	২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত	২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত	২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত	২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত
১.৩০	২০,৪৯৬.০২	০.২১	০.৯৯	০.১৭	১.১১	১.৫১	৩৮০.০৯	৭৯.৫৩	১৩৬৩.৪৪	১.৫৪	১৮৩.১৩

রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় উপকারভোগীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

৩.১০ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি

বিআরডিবি পুরুষদের পাশাপাশি পল্লী এলাকার অসহায়, দুস্থ, বিত্তহীন নারীদের আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক সমিতিভুক্ত করে নিজস্ব পুঁজি গঠন, ক্ষুদ্রঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উপার্জনমুখী নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে বিআরডিবি গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম ফ্লাগশিপ প্রোগ্রামের আওতায় বিআরডিবি ১৯৭৫ সালে দেশের ১৩০টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পরামর্শ প্রদান ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা। বিআরডিবি'র মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সাথে নারী স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন রোধ, যৌতুক প্রথা নির্মূল ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিআরডিবি জুন/২০২৩ পর্যন্ত ৮০,১২৫টি মহিলা সংগঠনের ২২,১৫,১৮৫ জন উপকারভোগী সদস্যের ৪,৪০৩.৯৫ লক্ষ টাকা শেয়ার ও ৩৫,৮৮৩.৪০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা, ৩৯,১৮,২২২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১৩,৮১,১৩৭.১৩ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে। মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি পরবর্তীকালে মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ নামে নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ শুরু করে। এ ছাড়া বিআরডিবি'র আওতাধীন অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচিতেও নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। পূর্বের মতো বর্তমানেও গ্রামীণ নারীদের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে নানা আয়বর্ধনমূলক যেমন- বসতবাড়ির আঙিনায় শাকসবজি চাষ, ফলফুলের চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, দর্জি কাজ, বাটিক-বুটিক, এমব্রয়ডারি, নকশিকাঁথা সেলাই, বাঁশ ও বেতের কাজ ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করছে। বিআরডিবি'র এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা কর্মমুখী, আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলায় মহিলা উপকারভোগীদের মাঝে ঋণ বিতরণ

৩.১১ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে বিআরডিবি

(ক) জাতীয় তথ্য বাতায়ন

জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং দপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবাসমূহ প্রাপ্তির সহজীকরণের লক্ষ্যে বিআরডিবি জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত রয়েছে এবং নিয়মিত তথ্য বাতায়ন আপডেট করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তর জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে। এ ওয়েবসাইটের সেবাবক্সসহ যাবতীয় তথ্য নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।

বিআরডিবি'র দাপ্তরিক ওয়েবসাইট

(খ) ডোমেইন

ডোমেইন বলতে সাধারণভাবে কোনো একটা ওয়েবসাইটের নামকে বোঝায়। ইন্টারনেটে একটি পৃথক নাম যা ওয়েবসাইট, ওয়েবপেজ, ইমেইল বা অনলাইন সেবা সরঞ্জামের সাথে সংযোজিত থাকে। বিআরডিবি'র অনলাইন কার্যক্রম "বিআরডিবি" বাংলা ও ইংরেজি 'brdb.gov.bd' এ দুটি ডোমেইনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

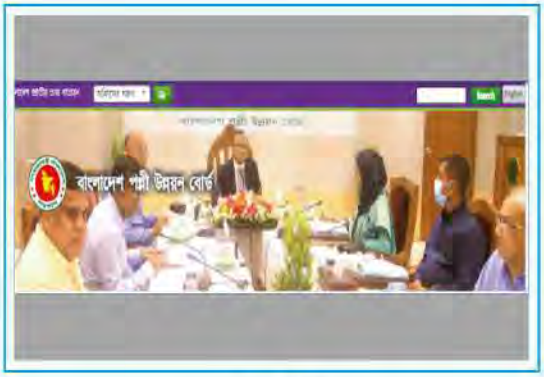

ডোমেইন

(গ) দাপ্তরিক ওয়েবমেইল

বিআরডিবি সদর দপ্তরসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বিপরীতে ৭৭০টির বেশি দাপ্তরিক ওয়েবমেইল চালু রয়েছে। দাপ্তরিক ওয়েবমেইল ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক ওয়েবমেইল আইডি সরবরাহ করা হচ্ছে।

দাপ্তরিক ওয়েবমেইল

(ঘ) ডি-নথি

ডি-নথি কার্যক্রম শুরুর আগে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ই-নথি'র ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তা ছাড়া কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত সাধারণ/সীমিত ছুটিকালীন দাপ্তরিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। সরকারের নির্দেশনায় বর্তমানে ই-নথি'র পরিবর্তে ডি-নথি কার্যক্রম চলমান।

ডি-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা

(ঙ) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট হলো দ্রুতগতিতে ইন্টারনেট সেবা, যা সর্বদা চলমান থাকে এবং উচ্চগতিসম্পন্ন। সাধারণত কমপক্ষে ১ মেগাবাইট/সেকেন্ড (এমবিপিএস) গতিতে তথ্য প্রবাহিত হলে তাকে ব্রডব্যান্ড বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সদরদপ্তরে ১৪৬ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথের বিটিসিএল সংযোগ ও বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগ হিসেবে অলওয়েজ নেট প্রতিষ্ঠান থেকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চলমান রয়েছে।

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস

(চ) ডিজিটাল সেবা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজতর উপায়ে সেবাগ্রহীতাকে সেবা প্রদান করা হয়। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিআরডিবি'র বিভিন্ন সেবা ডিজিটালাইজ করা হয়েছে।

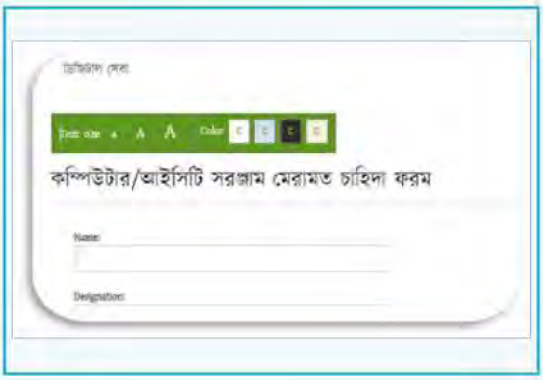

ডিজিটাল সেবা

(ছ) ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সকল ডিজিটাল সেবা এক প্ল্যাটফর্মে আনার জন্য "Integrated Digital Service Delivery Platform System" বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে বিআরডিবি'র সেন্ট্রাল সফটওয়্যার প্রস্তুতের লক্ষ্যে ৫টি কম্পোনেন্টের কার্যক্রম চলমান।

ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম

(জ) অভ্যন্তরীণ সফ্টওয়্যার

সেবা ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসেবে বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিম্নোক্ত সফ্টওয়্যার চলমান রয়েছে:

- এসএমই সফ্টওয়্যার
- ইরেসপো মাইক্রোফিন-৩৬০
- অপ্রধান শস্য প্রকল্পের এমআইএস সফ্টওয়্যার
- অনলাইন রিপোর্টিং সফ্টওয়্যার

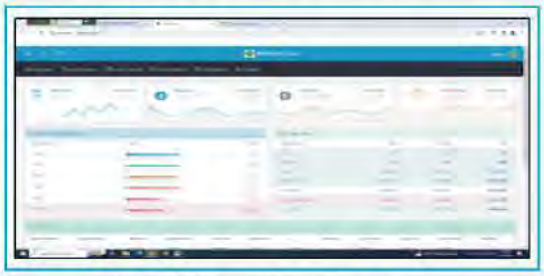

বিআরডিবি'র এসএমই সফ্টওয়্যার

(ঝ) পার্সোনাল ডাটাশিট (পিডিএস)

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিকালীন রেকর্ড সংরক্ষণের অংশ হিসেবে তৈরি করা পিডিএস সফট্ওয়্যারের নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ সিস্টেমে মোট ২১টি ফিচার রয়েছে।

পার্সোনাল ডাটাশিট (পিডিএস)

(ঞ) ভিডিও কনফারেন্সিং/ভার্চুয়াল সভা

বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, তদারকীকরণ এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তরগুলোর সাথে অনলাইন সভা সম্পাদনের জন্য ৫০০ অংশগ্রহণকারী-সংবলিত জুম অ্যাপের একটি লাইসেন্স রয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমের মাধ্যমে সদর দপ্তর থেকে জেলা, উপজেলা ও প্রশিক্ষণ ইনিস্টিউট প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা, সমন্বয় সভায় যুক্ত হওয়া, মাঠ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে।

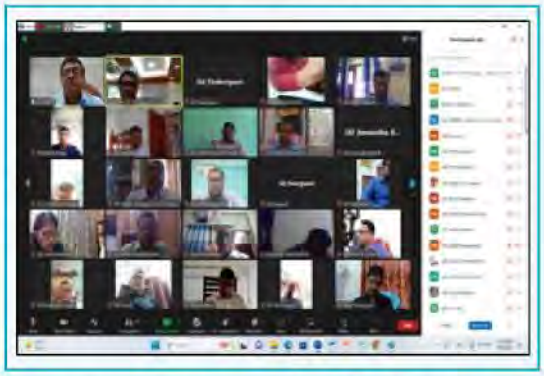

জুম অ্যাপের মাধ্যমে জেলা দপ্তরের উপপরিচালকদের সাথে ভার্চুয়াল সভায় বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

(ট) মাই গভ সিস্টেম (My Gov System)

মাই গভ হলো ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবাসমূহকে একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সকল সেবা এক ঠিকানায় "My Gov" শিরোনামে বিআরডিবি'র মাই গভের আওতায় কার্যক্রমটি শুরু হয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে ৩টি নাগরিক সেবা ও ২২টি দাপ্তরিক সেবা সহজিকরণের মাধ্যমে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মাই গভ সিস্টেম

(ঠ) ই-জিপি

একটি জাতীয় পোর্টাল হিসেবে ই-জিপি সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ক্রয়কারী সংস্থা এবং ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরাপদ ওয়েব ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করে যাবতীয় ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর নির্মাণ ও সাধারণ পরিচর্যা শাখার মাধ্যমে ই-জিপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ই-জিপি

(ড) কম্পিউটার ল্যাব

- বিআরডিবি সদর দপ্তরের ২৫ আসনবিশিষ্ট মিনি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপিত হয়েছে।
- ইরেসপো প্রকল্পে ৪০ আসনবিশিষ্ট অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব কাম কনফারেন্স রুম স্থাপিত হয়েছে।
- বিআরডিটিআই, সিলেটে ৩০ আসনবিশিষ্ট অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপিত হয়েছে।

কম্পিউটার ল্যাব

(ঢ) সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ, মাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা ও সমস্যা, সফলতা, সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে সদর দপ্তরের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। এ ছাড়া জেলা, উপজেলা দপ্তরের জন্য অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ খোলা হয়েছে। এসব পেজে দাপ্তরিক কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

চতুর্থ অধ্যায়

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)ভুক্ত প্রকল্পসমূহ

বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্প

৪.১ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

৪.২ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (পিআরডিপি-৩) (২য় সংশোধিত)

৪.৩ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

৪.৪ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)

৪.৫ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

৪.৬ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের এডিপিভুক্ত প্রকল্প

৪.৭ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় (বিআরডিবি অংশ)

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প মেয়াদ	প্রকল্প বরাদ্দ	২০২২-২০২৩ অর্থবছর অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	
				মূল এডিপি বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	অবমুক্তি	ব্যয়
বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্প									
১।	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নি-শ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়	এপ্রিল, ২০১৪ - জুন, ২০২৩	১৩১৪৭.৫৮	৬৩৯.০০	৬৩৯.০০	৬৩৯.০০	৪৩৬.০০	১৪৮২২.৯০	১২৯৪৩.৪৯
২।	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৫ - জুন, ২০২৩	২৮৬৬২.৯৭	৫৩৪৯.০০	৫৩৪৯.০০	৫৩৪৯.০০	৫২১৫.৫৩	২৩৬৩৩.১১	২৩৪৯৫.৮৪
৩।	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজ-ারজাতকরণ কর্মসূচি	জানুয়ারি, ২০১৯ -ডিসেম্বর, ২০২৩	২৩৭৩০.০০	৬২৪০.০০	৬২৪০.০০	৬১৭৪.৪৪	৬০৮২.৬২	২০৪০৬.৯৪	১৯৯৪৩.৮১
৪।	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরী-করণ প্রকল্প (সংশোধিত)	জানুয়ারি, ২০১৮ -জুন, ২০২৩	৫০৯৪.০০	৮৭২.০০	৮৭২.০০	৮২৫.৬৪	৭৮৮.৬৭	৫০৪৭.৬৪	৪৯৬০.৭৯
৫।	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প-২য় পর্যায়	জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২৬	৩৮৫৮৯.৯৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০	৬২৩৫.২৩	৬২৩৩.৮২	৯৪৯৭.৩৪	৯৪৯৫.৯৫
৬।	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২৬	৯২৮৮৮.২৯	২৭৬০০.০০	২৭৬০০.০০	২১৭৯১.০৯	২১৫০৯.১০৯	৫০২৪৭.০৯	৪৯৩৩২.৭৪
বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্প									
৭।	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-৩য় পর্যায়)-বিআরডিবি অংশ	জানুয়ারি, ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২৩	৮০০৪.৭৫	১৭৫১.০৯	১৭৫১.০৯	১৭৫১.০৯	১৭২৬.৭৯	৪৮৫৬.৪৬	৪৩০৫.৭৭

৪.১ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩১,৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : এপ্রিল/২০১৪ - জুন/২০২৩
প্রকল্প এলাকা : রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫টি উপজেলা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের আলোকে আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য নিরসনকল্পে প্রকল্প এলাকার অতি দরিদ্র সহায়-সম্বলহীন মহিলা ও পুরুষদেরকে হাতে-কলমে ট্রেডভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

ক) দরিদ্রপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি।
খ) আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি।
গ) গরিব উৎপাদনকারীদের তৈরি পণ্য বাজারজাতকরণে সুবিধা সৃষ্টি।
ঘ) প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্য নিরসন।
ঙ) দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় পিছিয়ে থাকা আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য নিরসন।
চ) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সকল মৌসুমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
ছ) স্থানীয় সম্পদ ও জনশক্তিকে অকৃষি অন্যান্য কার্যক্রমে নিয়োজিতকরণ।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ রংপুর সদর উপজেলায় উদকনিক প্রকল্পের উপকারভোগীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১৩১৪৭.৫৮	৬৩৯.০০	৬৩৯.০০	৪৩৬.০০	৬৮.২৩%	৬৮.২৩%	১৪৮২২.৯০	১২৯৪৩.৪৯

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২০২৩)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (টি)	৬২৫	৫	৫	১০৩৪
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১০০০০	৬০০	৫৯১	১৩৬১৭
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	০	১৫.০০	১৮.৪০	২০৩.৬০
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৮৬৪০	০	০	৬৬৪৩১
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১১০০.০০	৫৫০.০০	৬২৬.৪৫	৪৫৭৮.৩৫
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১১০০.০০	-	৫০৬.৫১	৩৩৫৩.২৬

৪.২ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (পিআরডিপি-৩) (২য় সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৮,৬৬২.৯৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ এবং নিজস্ব তহবিল-ইউনিয়ন পরিষদ ও সুবিধাভোগী ৫,০২৯.৫০ লক্ষ টাকা)

অর্থের উৎস : জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৫ - জুন/২০২৩

প্রকল্প এলাকা: ৬৪টি জেলার ২১৫টি উপজেলার ৬৫০টি ইউনিয়ন পরিষদ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

ক) জন-অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জনগণের চাহিদাভিত্তিক জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের সেবা নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে Horizontal লিংকেজ এবং গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

খ) ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসেবে পরিণত করা।

গ) গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা।

ঘ) জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

ঙ) গ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

চ) গ্রাম উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ছ) গ্রামবাসীর চাহিদা অনুসারে উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

জ) সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সকল সেবা ও সহায়তা সাধারণ জনগণের কাছে পৌছানো নিশ্চিত করা।

ঝ) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

পটুয়াখালীর, কলাপাড়া উপজেলায় পশ্চিম রওজাপাড়া টিয়াখালী ইউনিয়নে স্কিম উদ্বোধন করছেন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় জামে মসজিদে নির্মিত অজুখানা স্কিম

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৮৬৬২.৯৭	৫৩৪৯.০০	৫৩৪৯.০০	৫২১৫.৫৩	৯৮%	৯৮%	২৩৬৩৩.১১	২৩৪৯৫.৮৪

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২০২৩)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (টি)	৫৮৫০	৬৫০	৬৫০	৭১৪০
২	গ্রাম উন্নয়ন কমিটি সভা (টি)	৩৫০৯৩৫	৭৬২৫৮	৭৬২৫৮	৩৫০৯৩৫
৩	ইউনিয়ন উন্নয়ন কমিটি (টি)	৬৫০	০	০	৬৫০
৪	ইউনিয়ন উন্নয়ন কমিটি সভা (টি)	৪৫৯৯৬	৭৮০০	৬৫০৪	৩৮২০৪
৫	ভিডিসি স্কিম (টি)	২১০৮৭	৫১২০	৫১২০	২১০৮৭
৬	প্রশিক্ষণ (জন)	৪৫৭০১৬	৩০৭২৬	৩০৭২৬	৪৫৭০১৬

৪.৩ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৩৭৩০.০০ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি/২০১৯ থেকে ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা : ৬৪ জেলার ২৫৬টি উপজেলা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় ডাল, তেল ও মসলাজাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদনের প্রসার ঘটানো ও পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অপ্রধান শস্যের আমদানি-নির্ভরতা হ্রাসকরণ। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে–

ক) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষি কৃষক বিশেষত মহিলাদের সংগঠিত করা ও অপ্রধান শস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণ।
খ) সদস্যদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
গ) অপ্রধান শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান।
ঘ) অপ্রধান শস্য আমদানিনির্ভরতা কমানো, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।
ঙ) অপ্রধান শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদান।

রংপুর, পীরগাছা উপজেলায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ভুট্টা প্রদর্শনী প্লট

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৩৭,৩০.০০	৬২৪০.০০	৬১৭৪.৪৪	৬০৮২.৬২	৯৮%	৯৯%	২০৪০৬.৯৪	১৯৯৪৩.৮১

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২০২৩)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সুবিধাভোগী নির্বাচন (জন)	৩০০০০০	০০	০০	৩০০০০০
২	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৭৬৮০	১৯০	১৯০	৭৬৮০
৩	সদস্য ভর্তি (জন)	২৭০০০০	২১০০০	২১০০০	২৩৪৪৭৬
৪	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকা)	৩২৪০.০০	১১০০.০০	১১০০.৩৭	৩০৭৯.২২
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	৯৩৮৪০	৩০৭২০	৩০৭২০	৮৩৬০০
৬	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	২২৯৭৭.০০	১০১৬২.০০	১০১৬২.৩৬	২১২৪১.৬৩

৪.৪ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫০,৯৪.০০ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি/২০১৮ - জুন/২০২৩
প্রকল্প এলাকা : গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

ক) ৫৩৯টি পল্লী উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার ১৮,৬০০ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
খ) পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন।
গ) অভীষ্ট সুফলভোগীকে আয়বর্ধনমূলক আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ।
ঘ) বৈশ্বিক করোনা মহামারির (কোভিড-১৯) কারণে কর্ম হারানো বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
ঙ) গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলার ৮২টি ইউনিয়নের গরিব সুফলভোগীর আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি সাধন।
চ) কর্মসংস্থান ও নতুন পেশা সৃষ্টির লক্ষ্যে অকৃষি কার্যক্রম বিকশিতকরণ।
ছ) এক পল্লী এক পণ্য ভিত্তিতে পণ্যভিত্তিক পল্লী স্থাপন ও সম্প্রসারণ।
জ) নদীভাঙনকবলিত ও চরাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।
ঝ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা করা।

গাইবান্ধায় প্রকল্পের উপকারভোগীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৫০৯৪.০০	৮৭২.০০	৮২৫.৬৪	৭৮৮.৬৭	৯০%	৯৬%	৫০৪৭.৬৪	৪৯৬০.৭৯

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২০২৩)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৫৩৯	৪৪	৪৪	৫৩৯
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৮৬০০	১২৩০	১২৩০	১৮৬০০
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকা)	০	১০০.০০	১০৪.৫৮	৪০৫.৫৬
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৮৬০০	১৮২০	১৮২০	১৮৬০০
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	২৬২৮.০০	১২০০.০০	১২৫০.৩৮	৪১৮৩.৭৮
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	০	১০০০.০০	১০২৬.০৯	২৫৫৩.৬৮

৪.৫ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৮৫৮৯.৯৩ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎস : জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০২১ থেকে জুন/২০২৬ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা : বরিশাল, খুলনা, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১৭ জেলার ৫৯টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও বেকার মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিতকরণসহ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে–

ক) প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তাপ্রাপ্ত সুফলভোগী সদস্যদের বার্ষিক গড় মাথাপিছু আয় জুন, ২০২৬ সালের মধ্যে ১০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধিকরণ।

খ) জুন, ২০২৬ সালের মধ্যে মহিলা সুফলভোগী সদস্যদের গড় মাথাপিছু ৩০০০.০০ টাকা এবং স্কুলগামী কিশোরীদের গড় মাথাপিছু ৫০০০.০০ টাকার সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি করা।

গ) সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চয় প্রণোদনা প্রদানের মাধমে প্রকল্পভুক্ত স্কুলগামী কিশোরীদের শতভাগ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকরণ।

ঘ) ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধিসহ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলায় ইরেসপো-এর উপকারভোগী কিশোরীদের মাঝে
স্যানিটারি ন্যাপকিন ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৩৮৫৮৯.৯৩	৮০০০.০০	৬২৩৫.২৩	৬২৩৩.৮২	৭৮%	১০০%	৯৪৯৭.৩৪	৯৪৯৪.৯৫

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২০২৩)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৪৩৭০	৩৩০	৩৮৮	৩৩০৮
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১১৮০০০	৯০০০	১১৪৮৬	৯২৮৬২
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৩২৪০.০০	৫০০.০০	৫২৯.১৫	৩৩০২.৪৯
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৪৪৫৪০	৬৬০০	৬৬০০	৬৪৩৯৮
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২১৮৩৫.০০	১২৫০০.০০	১৬৬১৪.২৬	১০১১২৬.০৭
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	-	১৩৮৯০.৭০	১৩৮৯০.৭৭
৭	কিশোরী সংঘ গঠন (টি)	১১৮	-	-	১১৮
৮	কিশোরী সংঘের মাধ্যমে সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৪১৬	২৮৩.২০	২৮৩.২০	৩৫৪.০০

৪.৬ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯২৮,৮৮.২৯ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০২১ থেকে জুন/২০২৬ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা : রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আওতায় নির্ধারিত ৪৮টি জেলার ২২০টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : মূল লক্ষ্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ:

(১) দরিদ্র মহিলা ও পুরুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সক্রিয় সংগঠন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;

(২) সুফলভোগীদের সচেতনতা ও সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবিকায়ন নিশ্চিত করা;

(৩) কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশফেরত কর্মহীন শ্রমিকদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণোত্তর পুনর্বাসন;

(৪) সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে বিপণন সংযোগ স্থাপন এবং ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

(৫) পল্লী উন্নয়নে দলসমূহকে সার্বিক জীবিকায়নের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর ও শক্তিশালীকরণ।

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩ এর আওতায় ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলায়
হোগলাজাত পণ্যের জীবিকায়ন পল্লী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৯২৮৮৮.২৯	২৭৬০০.০০	২১৭৯১.০৯	২১৫০৯.১০৯	৭৮%	৯৯%	৫০২৪৭.০৯	৪৯৩৩২.৭৪

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২০২৩)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২৩৩৩১	৭৯৭৬	৫৬১৯	৮৯৩২
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭০০০০০	২৭৬২১৮	১০০০১৬	১৫৬৮১১
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	২৫৯১৩.৭৭	৪৮০৭.০০	৫৬৭৬.৭০	৬২৪৪.৫৭
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩০০০০	৩৩৯৬২	৩৫৮৭৪	১৩১০০১
৫	ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	৬৬০০০.০০	২৭৭৭২.৩৬	২৭৮৯৩.৬৫	৩৩৫৬০.২৫

৪.৭ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (বিআরডিবি অংশ)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮০০৪.৭৫ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি/২০১৮ থেকে ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা : ২০ জেলার ৪৬টি উপজেলার ২,৮৫০টি গ্রাম।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরীনির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা।

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৮০০৪.৭৫	১৭৫১.০৯	১৭৫১.০৯	১৭২৬.৭৯	৯৯%	৯৯%	৪৮৫৬.৪৬	৪৩০৫.৭৭

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২০২৩)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	২৮৫০	৫৬৮	১৭১	২৪৫৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪১২০০০	৯৮৭৫০	১১৬৫৫	২৭৫৫৪৭
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	১৩৮৮৬.৮০	৪৯৩৩.৫০	৯০৯.৩৭	৭৩৯৬.০৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৮৬৫২৪	৮৫৪০	৮৪৮১	১২০০৩৭
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	৮৭০৬.৫০	২৬৭৯.০০	৬৯০.৮৪	৫৩৭৯.২৬
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	০	০	৬৯০.৭৬	৫১১০.২৯

সুন্দরবন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এসআইটি), খুলনায় সিভিডিপির উপকারভোগীদের টেইলারিং অ্যান্ড ড্রেস মেকিং প্রশিক্ষণ

পঞ্চম অধ্যায়

চলমান কর্মসূচিসমূহ

৫.১ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ

৫.১.১ মূল কর্মসূচি
৫.১.২ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি
৫.১.৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)
৫.১.৪ পল্লী প্রগতি কর্মসূচি
৫.১.৫ উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)
৫.১.৬ পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)
৫.১.৭ সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)
৫.১.৮ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি
৫.১.৯ এসএমই কার্যক্রম

৫.২ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি

৫.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি
৫.২.২ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি
৫.২.৩ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২
৫.২.৪ গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প

৫.১ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ

৫.১.১ মূল কর্মসূচি

বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি'র মাধ্যমে কুমিল্লা মডেলের অন্যতম অঙ্গ দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণে অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী বিআরডিবি দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি বাস্তবায়নসহ এর যাবতীয় দেখভালের দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিআরডিবি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ)'র আওতায় গঠিত প্রাথমিক সমবায় সমিতির উপকারভোগীদের অনুকূলে ঋণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান করে থাকে। এর আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঋণ কার্যক্রমে নিম্নোক্ত তিনটি কর্মসূচি পরিচালিত হয়:

ক) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি:

১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে সরকারি অর্থানুকূল্যে তদানীন্তন কুমিল্লা জেলা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (সিডিআইআরডিপি) এবং পরবর্তীকালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি)-এর আওতায় ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণ সরবরাহ করা হয় এবং ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। তবে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য সোনালী ব্যাংকের ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধার কারণে কৃষকদের ঋণপ্রবাহ সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা দিন দিন আগাম দারিদ্র্যের কবলে পড়তে থাকে। বিশেষ করে ১৯৯১ সালে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ হলেও সমবায়ীদের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হয়নি। যার ফলে ক্ষুদ্র কৃষকদের পুনঃ ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। পরে ঋণ ব্যবহারের দ্বারা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাড়তি আয় দ্বারা গ্রামীণ কৃষক পরিবারের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লী অঞ্চলে বিতরণের জন্য 'ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল' শিরোনামে বিআরডিবি'র নিজস্ব ঋণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ১৩১২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে ক) টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ প্রকল্প, খ) সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও), গ) সরিষাবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ও ঘ) চট্টগ্রামের সাইক্লোন ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প থেকে সর্বমোট ৯৮১.০৭ লক্ষ টাকা আবর্তক তহবিলে একীভূত করা হয়। এ ছাড়া সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত ভর্তুকীর অব্যয়িত অর্থ আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচিতে মোট ৩৯০০.৯৫ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রাপ্ত ঋণ তহবিলের ঘূর্ণায়মান প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৬৬৩৯.২৮ লক্ষ টাকা। বর্তমানে আবর্তক (কৃষি) ঋণ তহবিল ২৫৯৭৮.৮৯ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬৪ জেলায় ৪,১৯৯টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির ৪৯,৬৯২ জন সমবায়ীর মধ্যে আবর্তক (কৃষি) ঋণ বিতরণ হয়েছে ১৭৫২৫.১৩ লক্ষ টাকা এবং আদায় হয়েছে ১৬৯৫৭.৫৯ লক্ষ টাকা।

খ) ব্যাংক মাধ্যম ঋণ:

ইউসিসিএ/কেএসএস-এর ঋণ পরিচালনার জন্য প্রণীত ব্যাংকিং পরিকল্পনা ১৯৮৩ অনুযায়ী সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এর আওতায় স্বল্পমেয়াদি ও মেয়াদি ঋণ কার্যক্রম রয়েছে। স্বল্পমেয়াদি ঋণের আওতায় রোপা, আমন, রবি ফসল খাতে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ)-এর গ্যারান্টারের ভূমিকা পালন করে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৫টি জেলার ৬৫২টি সমবায় সমিতির ৭,৯৮০ জন সমবায়ীর মধ্যে সোনালী ব্যাংক অর্থায়নে ফসলী ঋণ (রোপা, আমন, রবি ফসল) খাতে ৩৯৪১.৩৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং আদায় হয়েছে ৪৬৬০.৫৫ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া সোনালী ব্যাংক অর্থায়নে উপকূলীয় ০৩টি জেলার (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা) ২৮১টি সমবায় সমিতির ৪,৮৬৪ জন সমবায়ীর মধ্যে (চিংড়ি চাষ) ঋণ খাতে বিতরণ করা হয়েছে ২১৮২.৯১ লক্ষ টাকা এবং আদায় হয়েছে ২৬৬৩.৭৪ লক্ষ টাকা।

গ) নিজস্ব তহবিল:

বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত ইউসিসিএগুলোকে ব্যাংকঋণের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংকে জমাকৃত নিজস্ব তহবিলের অর্থ স্ব স্ব ইউসিসিএ'র আওতাভুক্ত সমবায়ীদের মধ্যে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

নিজস্ব তহবিল বলতে সদস্যদের জমাকৃত শেয়ার, সঞ্চয়ের ৭৫% এবং ইউসিসিএলিমিটেডের এর হিসাবে জমাকৃত দায়বিহীন অন্যান্য তহবিলকে বোঝায়। প্রতি উপজেলায় নিজস্ব তহবিলের সর্বোচ্চ ৭৫% পর্যন্ত ঋণ বরাদ্দ করা যায়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩৭টি জেলায় ইউসিসিএ'র মূল কর্মসূচির নিজস্ব তহবিল থেকে ৯৩৩টি সমবায় সমিতির ১২,৭২৭ জন সমবায়ীর মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয় ৫৫১৮.২৩ লক্ষ টাকা এবং আদায় হয়েছে ৪১৯৪.৫১ লক্ষ টাকা।

৫.১.২ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি

গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র আওতায় 'গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা জোরদারকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প ১৯৭৫ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ক্যানাডিয়ান সিডা ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রথমে ৩০টি এবং পরে আরও ১০০টিসহ মোট ১৩০টি উপজেলায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে জানুয়ারি ১৯৯৬ থেকে জুন ২০০৪ সাল পর্যন্ত রাজস্ব বাজেটের আওতায় নতুন ২২টি উপজেলাসহ মোট ১৫২টি উপজেলায় 'সমন্বিত গ্রামীণ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (সমক)' নামে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হয়। ইতোমধ্যে ২০০৪ সালে সমাপ্ত প্রকল্পের ১০০ উপজেলার জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়। ১০০টি উপজেলার জনবলের মাধ্যমে প্রথমোক্ত ১৩০টি উপজেলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয় এবং সর্বশেষে গৃহীত ২২টি উপজেলা থেকে কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। বর্তমানে সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে রাজস্ব বাজেটভুক্ত ১০০টি এবং রাজস্ব বাজেটবহির্ভূত ৩০টি সর্বমোট ১৩০টি উপজেলায় 'মহিলা উন্নয়ন (মউ) অনুবিভাগ' হিসেবে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মূল উদ্দেশ্য : গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের বিকাশ এবং পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলা।

অনুবিভাগের কার্যক্রমসমূহ:

ক) সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করা;
খ) গ্রামীণ মহিলাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন (শেয়ার ও সঞ্চয় জমা);
গ) জীবিকায়নধর্মী দক্ষতা উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
ঘ) আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে ঋণ বিতরণ ও আদায়;
ঙ) সামাজিক, স্বাস্থ্যগতসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;
চ) গ্রামীণ মহিলাদের আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ;
ছ) মহিলা নেতৃত্ব গঠন ও তাদের স্বাবলম্বী করা;
জ) নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় মহিলা সমবায় সমিতির উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কার্যক্রম অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

ঋণ বিতরণ		ঋণপ্রাপ্ত সদস্য (জন)		ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	
বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
৭২৫২.৫৭	১৭৭৫৭২.১৩	১২,৬৫৫	৪৫৮১২৪	৭০০৬.৩৩	১৬৫০১৪.৯৬

৫.১.৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)

পল্লীর জনগোষ্ঠীর স্ব-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম জুলাই, ১৯৯৩ থেকে জুন, ১৯৯৮ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। সফলতা ও ইতিবাচক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এ কর্মসূচির ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়ন জুলাই ১৯৯৮ থেকে শুরু করে এবং জুন ২০০৫ এ সমাপ্ত হয়। এ কর্মসূচি বর্তমানে দেশের ২২টি জেলায় ১২৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

১। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দলগতভাবে সংগঠিত করে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

২। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা দানসহ স্থায়ীভাবে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যবস্থা করা;

৩। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তর;

৪। নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার গুণগত পরিবর্তন সাধন।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২১	১৭৯৩৯
২	সদস্য ভর্তি (জন)	২৬৫৩	৫৭৯৯৬৬
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৭৩৩.৬৭	১৬৪৯৭.৩৪
৪	উপকারভোগী প্রশিক্ষণ (জন)	-	১০,৯০,১৮২
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৫২৪০.৫৬	২৯৩৩০৩.৪০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৪৬৫৫.৯৭	২৭৪০১৩.৬২

৫.১.৪ পল্লী প্রগতি কর্মসূচি

পল্লী প্রগতি কর্মসূচিটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচি; যা ইতিপূর্বে "একটি বাড়ী একটি খামার" নামে পরিচিত ছিল। কর্মসূচিটি দেশের ৬৪টি জেলায় ৪৭৬টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

১। বিদ্যমান আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ প্রদান এবং এর মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান ও আয়ের উৎস বৃদ্ধি করা;

২। পল্লী অঞ্চলে প্রাপ্ত ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদ সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সাধন;

৩। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড জোরদারকরণের মাধ্যমে গ্রাম থেকে শহরে অভিগমনের প্রবণতা বন্ধ করা;

৪। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ইস্যুতে অবদান রাখা।

টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলায় পল্লী প্রগতি কর্মসূচির শাহপুর দলের উপকারভোগীদের মাঝে ঋণ বিতরণ

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৩৯	১১৪০৭
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪,০৮৭	৩১৬৩৫৯
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৭২.৬৭	৩৯৪৯.৪৪
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৬৫৭০.৩৬	১০১৯৩২.৪০
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৬৬৩৯.০২	৮৯২০৮.০২
৬	ঋণগ্রহীতা (জন)	১৮৮৪৪	৫৮৬৫৬৩
৭	প্রশিক্ষণ (আইজিএ) (জন)	৩০	১৯৭৪৭

৫.১.৫ উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)

উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি) ১৯৮৬-৮৭ সাল থেকে ২০০২-২০০৩ সাল পর্যন্ত সিডা ও সরকারি অর্থে পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে জুলাই ২০০৩ থেকে এটি কর্মসূচি হিসেবে সম্পূর্ণ নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বৃহত্তর ফরিদপুরের ৫টি জেলার (ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর) সকল উপজেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো অভীষ্ট জনগোষ্ঠী (বিত্তহীন/ভূমিহীন) যাদের বসতবাড়িসহ জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি নয়, যারা কায়িক পরিশ্রমী এবং যাদের নিদিষ্ট আয়ের কোনো উৎস নেই, তাদের অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিত্তহীনদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করা।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৫২	১৪১৯৮
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৬৭৬১	৪৯৩৬৪৩
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৬৫৩.১০	২৩৬৯৭.২৫
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩০৩০১.৭৬	৩৮৭৮৮৪.৪৮
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২৭৬৯০.৩৫	৩৬৬৭৪৫.০৩

কর্মসূচির সহযোগিতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে উপকারভোগীরা ১৩৭৪টি স্ল্যাব ল্যাট্রিন স্থাপন করেছে (ক্রমপুঞ্জিত ৯১৩১৬টি)। এ ছাড়া সেচ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণের লক্ষ্যে উপকারভোগীগণ ৪৪৬টি হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন (ক্রমপুঞ্জিত ২৩০৬৮টি) করেছে।

৫.১.৬ পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক সহযোগিতায় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প জুলাই/১৯৯৮ থেকে জুন/২০০৭ মেয়াদে দেশের ২৩টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-১ম পর্যায় বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার ও ইউবিসিসিএ এর নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে দেশের ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলায় প্রকল্পটি ২য় মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে এটি কর্মসূচি হিসেবে চলমান।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

ক) বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে নিজস্ব পুঁজি গঠন।

খ) উপকারভোগীদের সমবায় ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা।

গ) বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণপূর্বক তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঘ) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ।

ঙ) উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহ (ইউবিসিসিএ) কে সক্ষম ও স্বয়ম্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

চ) সরকারের উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের আলোকে বিত্তহীনদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	১	২০,১১৭
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৮৬৫	৬২১৭২৯
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৪২.৬৭	১৩৬৪.৩২
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৯৬.৬৪	৫১০৯.৮৭
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৪,৫৮,১৫৩
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫০৮৪.৮৮	৩৩৪৭৪৬.৪৬
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৯১০১.৪১	৩১৮৩০৬.৭৩

৫.১.৭ সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)

পল্লীতে বসবাসরত দরিদ্র নারী-পুরুষের দারিদ্র্য নিরসনে বিগত ২০০৩-০৪ সালে বিআরডিবি সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ০৩টি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষি উন্নয়ন কর্মসূচি (এসএফডিপি), সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) ও দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি (দাবিমআক)। পরবর্তীকালে কর্মসূচিগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন বিবেচনায় বোর্ডের ৪১তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ০৩টি কর্মসূচির কার্যক্রম একীভূত করে "সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)" নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ০২ মে ২০২১ থেকে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস), গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক), গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক), দুস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস), দুর্যোগ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি (দুএদাবি) ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি (ব্যানপিএইচসি) একীভূত করে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) নামে কার্যক্রম শুরু করা হয়। কর্মসূচিসমূহ একীভূতকরণের পর সদাবিক এর মোট ঋণ তহবিল ১৯৫,০২.৫০ লক্ষ টাকা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

পল্লী এলাকার বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক দলভুক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুণগত মান উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি।

বগুড়া, গাবতলী উপজেলায় সদাবিক-এর উপকারভোগীদের মাঝে ঋণ বিতরণ

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	৯৮	৩৪২১৯
২	সদস্য ভর্তি (জন)	২৬৫৬	৪০০,০৮৩
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	৪৭১.৩৫	৭১২৬.৪৭
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৩৬,১৮৪
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১২০৫৩.০২	২২৫৮২৫.৮৭
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৩০৯৮.২৭	২০০২৩৭.৪৬

৫.১.৮ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচিটি পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত মহিলা ও বেকারদের দারিদ্র্য হ্রাসকরণসহ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে একটি অনন্য উদ্যোগ। ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যশোর সফরকালে এ অঞ্চলের নারীদের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে "দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি (দমআক)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।

পরবর্তীকালে আইএমইডি'র সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রকল্পটির এলাকা সম্প্রসারণের সুপারিশ করা হয়। উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে ২০১২-২০১৮ মেয়াদে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলায় বৃহত্তর পরিসরে "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)" সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

প্রকল্পটির সফল সমাপ্তির পর এটি বর্তমানে এডিপি'র আওতায় "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায়" এর সাথে একিভুত আকারে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৫.১.৯ এসএমই কার্যক্রম

কোভিড-১৯ মহামারিতে পল্লী এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের স্বাভাবিক আয়বর্ধন ও জীবিকায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং বিদেশ/শহরফেরত কর্মহীন ব্যক্তি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আগ্রহী নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় উদ্যোগে মূলধন সহায়তার লক্ষ্যে ২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর অনুকূলে প্রথম দফায় ১৫০.০০ কোটি এবং ৯ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফায় আরও ১৫০.০০ কোটি, সর্বমোট ৩০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'আমার গ্রাম আমার শহর' ও 'স্মার্ট বাংলাদেশ' দর্শনকে উপজীব্য করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন ব্যবস্থার ক্রমাগত অগ্রগতি সাধন, পল্লী অঞ্চলে কৃষি ও অকৃষি খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় উদ্যোগকে বেগবান করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে অধিকতর গতিশীল করা এবং গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন।

বিআরডিবি'র সেবা কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় রেখে কোভিড প্রণোদনা ঋণ তহবিল পুনর্বিনিয়োগ এবং চলমান কর্মসূচিসমূহের সকল পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে পরিচালিত হবে-

(১) পল্লী এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করে কৃষি ও অকৃষি খাতে গ্রামীণ শিল্প বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা;

(২) প্রান্তিক এলাকায় কর্মসৃজন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল ও আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা;

(৩) বিআরডিবি'র সুবিধাভোগী সদস্যদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে প্রান্তিক অবস্থান থেকে উদ্যোক্তা হওয়ার পথে কিছুটা সফল হয়েছেন এবং নিকট ভবিষ্যতে পল্লী উদ্যোক্তায় পরিণত হওয়ার মতো সম্ভাবনাময় অবস্থানে আছেন, তাদের কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা;

(৪) গ্রামীণ পর্যায়ে সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করা;

(৫) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা।

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলায় পল্লী উদ্যোক্তা কর্মসূচি'র উপকারভোগীর কার্যক্রম

এসেছে পল্লীর শুভদিন
বিআরডিবি দিচ্ছে এসএমই ঋণ

৫.২ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি

৫.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি

পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর। বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য অঞ্চলের ০৩টি জেলার ২৫টি উপজেলার পিছিয়ে থাকা জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে বিআরডিবি'র মাধ্যমে জুলাই/১৯৯২ থেকে জুন/১৯৯৬ পর্যন্ত "পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে প্রকল্পটির পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে পুনরায় জানুয়ারি/১৯৯৮ থেকে ডিসেম্বর/২০০০ পর্যন্ত "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়িত হয়। অতঃপর ২০০৬-০৭ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে "পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প" ও "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প" দুটি একীভূত করে "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প" নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১) প্রকল্প এলাকা : খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান ০৩টি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলা।

২) প্রকল্প বরাদ্দ : ৪২৫.৮১ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৩) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪) উদ্দেশ্য : পার্বত্য অঞ্চলে অনুন্নত ও বন্ধুর যোগাযোগ কাঠামোর কারণে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ এলাকায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

বান্দরবান, রোয়াংছড়ি উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি'র উপকারভোগীদের মাঝে ঋণ সহায়তা প্রদান

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	০	৭১০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৬০	১০,৯০৪
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	২৭.১৪	২৪৭.৯৮
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৪৪৫.৪৭	৭৩০৫.৮৮
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪৫০.০৬	৬৭১৪.৭৮

৫.২.২ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। সম্পদে পিছিয়ে থাকা এ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ও সচ্ছল করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে "বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি" গত ২৪/০৩/২০০৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এই কর্মসূচি চালু করা হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি" শিরোনামে গৃহীত কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিআরডিবি'র ওপর অর্পণ করা হয়।

১) প্রকল্প এলাকা : দেশের সকল উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ : জুন ২০৩১ খ্রি.

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৩,৯০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫) উদ্দেশ্য : ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তাঁদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা এবং তাঁদের দারিদ্র্য লাঘব করা।

খ) বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন আয় সঞ্চারণ ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করা।

গ) আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য ঋণ প্রদান।

ঘ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠনে সহায়তা প্রদান।

কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায় অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে ঋণ সহায়তা প্রদান

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সদস্য ভর্তি (জন)	-	৩৫,৪৮০
২	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৩৫,৪৮০
৩	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৯৪১.৭০	১২১৯৭.৪৩
৪	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১২১৫.৭১	৯৯৪৯.৫৫

৫.২.৩ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২

বিআরডিবি দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিয়োজিত সরকারি পর্যায়ে একটি সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, বিআরডিবি তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আদর্শগ্রাম প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ এর আওতায় আদর্শ গ্রামের সুফলভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড গ্রহণের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ও ঋণের অর্থ সঠিক ব্যবহারের সুবিধার্থে আয়বর্ধক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দানের দায়িত্ব বিআরডিবি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে গৃহীত আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত আদর্শ গ্রামে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের মাঝে ঋণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য বিআরডিবি ও আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ এর মধ্যে ৩০/০৪/০৭ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়।

১) প্রকল্প এলাকা : ৪১ জেলার ১০৫টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদ : জুন ২০২৫ পর্যন্ত
৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৯২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : ভূমি মন্ত্রণালয়
৫) উদ্দেশ্য : ১) আদর্শ গ্রামের সুফলভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণের জন্য সহায়ক তহবিল হিসাবে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান।
২) আয়বর্ধক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩) মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দারিদ্র্য বিমোচন।
৪) অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যাদি এবং গৃহ সংস্থানের মাধ্যমে গরিব জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	০০	৫৫২
২	সদস্য ভর্তি (জন)	০০	১৫,৭৩১
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	০০	১২৮.৩৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	০০	১৫,৭৩১
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩০৭.০০	৫১৫০.৪০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৩৮৭.৪৫	৪৩৭৫.৯১

৫.২.৪ গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি) প্রকল্প

সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিআরডিবি অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সাথে গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে পুনর্বাসিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আয়বর্ধনমূলক কার্যাদি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। প্রতিবছর এদেশে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, জলবায়ু পরিবর্তন ও নদীভাঙনের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসংখ্য পরিবার গৃহহীন ও ভূমিহীন হয়ে অসহায় এবং দিশেহারা হওয়ায় তাদের আবাসন নিশ্চিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকৃত আদর্শ গ্রাম-২ এর ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস্ রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিতদের অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্যভুক্ত করে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত "সবার জন্য বাসস্থান" এই স্লোগান সামনে রেখে গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায় (সিভিআরপি) প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১) প্রকল্প এলাকা : ৬৪ জেলার ১৭৮টি উপজেলায়

২) প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ২,৬৪০.৫৫ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্দেশ্য : পল্লী এলাকার বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক দলভুক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুণগত মান উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	১৬	৭০৪
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৩৯	২০৯৬১
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	৯.৬৭	১৮৯.৯৮
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫১৬.৬০	৪৩৮২.৮১
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪৫১.৬২	৩৪১৬.৭৩
৬	প্রশিক্ষণ (জন)	৮০	১৯,৮৮৯

বিআরডিবি'র দর্পণ
গরীব-দুঃখীর উন্নয়ন

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

৬.১ সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
১	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রাথমিক পর্যায়)	১৯৭০ - ১৯৭৩	২১৭.৯৫	জিওবি
২	বরিশাল সেচ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা জরিপ প্রকল্প	১৯৭২ - ১৯৭৩	২৫.০০	ইউএসএআইডি
৩	আইআরডিপি - কেয়ার গুদাম প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৪৯০.০০	কেয়ার
৪	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)	১৯৭৩ - ১৯৭৮	২৪৬.১২	জিওবি
৫	আইআরডিপি-এমসিসি, আইআরডিপি আইভিএস এবং আইআরডিপি - হিড প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৩২৫.০০	জিওবি, কেয়ার
৬	আইআরডিপি - কেয়ার (সিইএআই) প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৮০	৩২৪.০০	জিওবি, কেয়ার
৭	বেঞ্চ-মার্ক জরিপ প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৭৫	২৫.০০	ইউএসএআইডি
৮	১৪৫ থানা/উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৭৮	৫৬৩.০০	ইউএসএআইডি
৯	হস্তচালিত নলকূপ সেচ প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৮৪৯.০০	ইউনিসেফ
১০	সমন্বিত শিক্ষা ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (সিইএডিপি)	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৩২৫.০০	কেয়ার
১১	পল্লী অর্থায়নে পরীক্ষামূলক প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	১১১.১৭	ইউএসএআইডি
১২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা পাইলট প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৯৭৫ - ১৯৮০	১৬৭.০০	IDA, CIDA
১৩	প্রশিক্ষণ কাম উৎপাদন কেন্দ্র (টিসিপিসি)	১৯৭৫ - ১৯৮০	৭০.২৫	সিডা
১৪	থানা প্রশিক্ষণ ইউনিট (টিটিইউ)	১৯৭৫ - ১৯৮১	১৬৮.০০	জিওবি, আইডিএ
১৫	যুব উন্নয়নে পাইলট প্রজেক্ট	১৯৭৫ - ১৯৭৭	১৯.৯৬	জিওবি
১৬	গুদাম নির্মাণ পাইলট প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৮০	৫৬৪.২৭	জিওবি
১৭	থানা ওয়ার্কশপ কাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৯৭৬ - ১৯৮০	৭১.৭৮	জিওবি
১৮	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১ (আরডি-১)	১৯৭৬ - ১৯৮৪	৩,৭৫৮.২৫	আইডিএ
১৯	কুষ্টিয়া টার্গেট দল জরিপ পরিচালনা প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৭৭	২৫৭.৫৯	ডাচ
২০	আইআরডিপি সদর কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৭ - ১৯৮৪	৩৪১.৩৫	জিওবি
২১	যুব কর্মসূচি	১৯৭৭ - ১৯৭৮	৮০.০০	জিওবি
২২	বরিশাল সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৩,৭০৫.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৩	মুহুরী সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	২১৭.৪১	বিশ্ব ব্যাংক
২৪	কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৫,৪৩৬.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৫	চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৭০৪.২৪	বিশ্ব ব্যাংক
২৬	সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইআরডিপি)	১৯৭৭ - ১৯৮৫	৭,২৪৮.৭৩	ADB, UNDP, UNICEF
২৭	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)	১৯৭৮ - ১৯৮০	১,২৭৭.৬৯	জিওবি
২৮	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনআইআরডিপি-১)	১৯৭৮ - ১৯৮৪	৩,৩৩০.৭৯	ডানিডা
২৯	সার ও ঋণ বিতরণ পাইলট প্রকল্প (ফাও-নরওয়ে)	১৯৭৮ - ১৯৮০	৬৭.০১	এফএও, নরওয়ে
৩০	জাতীয় যুব সমবায় কমপ্লেক্স	১৯৮০ - ১৯৮২	১৪৯.৪৩	জিওবি
৩১	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি-৩য় পর্যায়)	১৯৮০ - ১৯৮৫	৪,৮০৩.৪৯	ওডিএ, আইডিএ
৩২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৯৮০ - ১৯৮৫	৩৫৬.৯২	আইডিএ
৩৩	বাংলাদেশ যুব সমবায় কর্মসূচি	১৯৮০ - ১৯৮৫	১,৫৪৯.৪৩	জিওবি
৩৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	১৯৮০ - ১৯৮৫	১৬০.০৪	জিওবি
৩৫	৩য় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রকল্প (এসএসআইপি)	১৯৮১ - ১৯৮৩	১৪৮.৮৭	জিওবি
৩৬	হস্তচালিত নলকূপ প্রকল্প (এইচ টি ভব্লিউ)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪,৮২২.১৩	IDA, UNICEF

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৩৭	সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪১০.৮৭	FAO, UNDP
৩৮	পল্লী দারিদ্র্য কর্মসূচি (আরপিপি- নরমাল)	১৯৮২ - ১৯৮৮	২,৪৩৮.৫৯	BB, অগ্রণী ব্যাংক
৩৯	দক্ষিণ-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসডব্লিউআরডিপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	১,৮০১.৮১	IDA, IFAD
৪০	ভোলা সেচ প্রকল্প (বিআইপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	৮৪১.৫০	এডিবি,ইইসি
৪১	বিশেষ মহিলা প্রকল্প	১৯৮২ - ১৯৮৫	৭৬.৫০	সিআইডিএ
৪২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-২)	১৯৮৩ - ১৯৯০	১১,৬৮৮.৩৩	IDA,SIDA,ODA, UNDP
৪৩	গভীর নলকূপ প্রকল্প-২ (ডিটিডব্লিউ)	১৯৮৩ - ১৯৯২	১,৪৭৬.৫৭	ওডিএ, আইডিএ
৪৪	২য় পল্লী নলকূপ প্রকল্প (এসটিপি)	১৯৮৩ - ১৯৯০	২১৫.৭৪	এডিবি
৪৫	ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের সেচযন্ত্র বিতরণ প্রকল্প	১৯৮৩ - ১৯৮৫	১১২.৩৩	এফ ফাউন্ডেশন
৪৬	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (এনআইআরডিপি-২)	১৯৮৪ - ১৯৯০	১০,৫৯৫.৫৬	ডানিডা
৪৭	টাঙ্গাইল কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (টিএডিপি)	১৯৮৪ - ১৯৯০	১,৮৬৪.০০	জিটিজেড
৪৮	সমন্বিত নারী ও শিশু সহযোগিতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৯৮৫ - ১৯৯৩	২,৬৫৯.০৪	ইউনিসেফ
৪৯	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯০	১,৪২৪.২১	সিআইডিএ
৫০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৯, ১ম পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯২	৬,১৬৮.৭২	ইইসি
৫১	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫-পিইপি) ১ম পর্যায়	১৯৮৬ - ১৯৯০	১,৪৭৬.৪৩	SIDA, NOARD
৫২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি ১২)	১৯৮৮ - ১৯৯৬	১০,৭৫৪.০৬	সিআইডিএ
৫৩	ভোলা যান্ত্রিক সেচ প্রকল্প	১৯৮৯ - ১৯৯০	১৬.২৫	এ ডাচ সিটিজেন
৫৪	পুনঃ পুকুর খনন প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৮৮.৭৮	ডব্লিউ এফ পি
৫৫	টাঙ্গাইল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিআরডিপি)	১৯৯০ - ১৯৯৩	২,৪১৭.৪৯	জিটিজেড
৫৬	সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ পাইলট প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯৬	৩২৮.৬৮	জিওবি
৫৭	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	২,৪৯৯.৩০	সিআইডিএ, আইডিএ
৫৮	বিআরডিবি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	১৫৮.১২	ওডিএ
৫৯	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সহায়ক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৬৩৩.২০	ওডিএ
৬০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫ পিইপি ২পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	৪,৩২৪.২৪	SIDA, NOARD
৬১	বন্যা ও সাইক্লোনপ্রবণ এলাকায় ন্যূনতম ব্যয়ে পল্লী বাড়ি নির্মাণ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯২	২০৬.২৫	জিওবি
৬২	পল্লী দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কৌশলের প্রায়োগিক গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯১ - ১৯৯৩	৩.২৩	ইএসসিএপি
৬৩	এফডব্লিউইপি-২	১৯৯১ - ১৯৯৮	১৬৯.৪৪	ILO, UNFPA
৬৪	সাইক্লোনপ্রবণ এলাকার পরিবারের জন্য বিশেষ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯৯	১৮০.০০	আইএফএডি
৬৫	মডেল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এমআরডিপি)	১৯৯২ - ২০০০	১,৯৭৬.৯৫	জাপান
৬৬	চট্টগ্রামের সাইক্লোন ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প	১৯৯২ - ১৯৯৬	১,০৯৯.৭৫	জাপান
৬৭	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৯, ২য় পর্যায়)	১৯৯২ - ২০০০	৬,৮০৮.৬৬	ইইসি
৬৮	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকা)	১৯৯২ - ১৯৯৬	১৭,৯৭৬.৮২	এডিবি, জিওবি
৬৯	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	১৫.০০	জিওবি
৭০	বিআরডিবি-জাইকা মেহেরপুর ছাগল পালন প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	২.৭১	জাইকা
৭১	উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডব্লিউআরডিপি)	১৯৮৩ - ১৯৯২	৩,১৭৪.৭৮	ADB, IFAD
৭২	দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (আরপিএপি ১ম পর্যায়)	১৯৯৩ - ১৯৯৮	৬,৬৫৫.০০	জিওবি

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৭৩	পল্লী দরিদ্র সমবায় প্রকল্প (আরপিসিপি)	১৯৯৩ - ১৯৯৮	১০,২১৭.৪৮	এডিবি
৭৪	টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ	১৯৯৪ - ১৯৯৯	২১৮.০০	জিওবি
৭৫	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী দরিদ্র সমবায় সহায়তা প্রকল্প	১৯৯৫ - ২০০০	২,৫০০.০০	জিওবি
৭৬	দ্বিতীয় ভোলা সেচ প্রকল্প	১৯৯৬ - ১৯৯৮	১৭,৮২৫.০৫	এডিবি
৭৭	সরিষাবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি)	১৯৯৬ - ১৯৯৮	৯০.৩৩	জিওবি
৭৮	পল্লী বিত্তহীন প্রকল্প (আরবিপি)	১৯৯৬ - ২০০০	১১,৮৫০.০০	সিআইডিএ
৭৯	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আর ডি-৫, পিইপি, ৩য় পর্যায়)	১৯৯৬ - ২০০৩	৮,৮৭৯.০০	এসআইডিএ
৮০	পল্লী দারিদ্র্য প্রকল্প	১৯৯৬ - ১৯৯৮	২৮৯.৩৮	এসআইডিএ
৮১	কুড়িগ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	৮৬৫.০০	এনওআরএডি
৮২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বিপিএটিসি), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	১,৬১৮.৩৭	জিওবি
৮৩	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-১	১৯৯৭ - ২০০২	১,৯৪৮.৫০	ইউএনডিপি
৮৪	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-৩	১৯৯৭ - ২০০২	২,৭৫২.৬৬	ইউএনডিপি
৮৫	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-২	১৯৯৭ - ২০০২	২,৬৭৭.৪৯	ইউএনডিপি
৮৬	পিইপির গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯৮ - ২০০০	০০.০০	এসআইডিএ
৮৭	বিআরডিবি'র সমর্থন কর্মসূচি	১৯৯৮ - ২০০০	৮৩০.০০	এসআইডিএ
৮৮	দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	১৯৯৮ - ২০০৩	১,০০০.০০	জিওবি
৮৯	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সংশোধিত ২য় পর্যায়)	১৯৯৮ - ২০০৫	১৭,০৬৬.০০	জিওবি
৯০	রুরাল লাইভলিহুড প্রজেক্ট (আরএলপি)	১৯৯৮ - ২০০৭	৩১,৫৬৫.০০	এডিবি/জিওবি/ইউবিসিসিএ
৯১	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	২০০০ - ২০০১	৮৭০.০০	জিওবি
৯২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৩.০৯	জিওবি
৯৩	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিএপিপি)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৭.৮৭	জাইকা
৯৪	বিআরডিটিআই ভৌত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০০০ - ২০০৫	৫৬১.৬৭	জিওবি
৯৫	পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পিপিপি)	২০০১ - ২০০৯	১৪,০০২.৮০	জিওবি
৯৬	সামাজিক ক্ষমতায়ন -২ প্রকল্প (সংশোধিত) (কনসলিডেশন ফেজ)	২০০২ - ২০০৪	৭৫৪.০০	ইউএনডিপি
৯৭	আর্সেনিক মিটিগেশন কার্যক্রম ফর পিইপি মেম্বারস	২০০৩ - ২০০৪	৯৯.৫০	এসআইডিএ
৯৮	অ্যাডভোকেসি অন রিপ্রডাকটিভ হেলথ অ্যান্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রো রুরাল কো-অপারেটিভস	২০০৩ - ২০০৫	১৪৫.০০	ইউএনএফপিএ
৯৯	উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডাব্লিউ আরডিপি)	২০০৩ - ২০০৬	১৫,০০০.০০	জিওবি
১০০	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	২০০৩ - ২০০৬	২,২১২.০০	জিওবি
১০১	দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৩ - ২০০৬	৫,০০০.০০	জিওবি
১০২	গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন কর্মসূচি	২০০৪ - ২০০৫	২৯.১০	এএআরডিও
১০৩	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প	২০০৪ - ২০০৫	৬৪.৭৯	জাইকা
১০৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	২০০৫ - ২০০৯	১,৯৫০.৮০	জিওবি

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
১০৫	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৫ - ২০০৯	২,৫০০.০০	জিওবি
১০৬	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৫ - ২০১০	১,৯৫০.৮০	জাইকা
১০৭	সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)	২০০৭ - ২০০৯	৯৫০.৮০	জিওবি
১০৮	দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	২০০৭ - ২০০৯	২৮.০০	এএআরডিও
১০৯	উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক) - ১ম পর্যায়	২০০৭ - ২০১১	২,৪৭৮.৪৩	জিওবি
১১০	আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৭ - ২০১৭	৯৭৪.০০	জিওবি
১১১	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০৯ - ২০১৩	৪,৯০০.০০	জিওবি
১১২	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের ওপর টিএ কর্মসূচি, ভালুকা, ময়মনসিংহ ও পীরগঞ্জ, রংপুর।	২০১০ - ২০১১	১৩.৫০	জিওবি, KOICA
১১৩	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়	২০১১ - ২০১৬	৬,০৯৩.১৩	জিওবি
১১৪	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-২য় পর্যায়	২০০৯ - ২০১৫	২,৪২৪.৪০৯	জিওবি
১১৫	সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০১৩ - ২০১৫	১,৯৮৩.০৬	জিওবি ও কেএসএস
১১৬	ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস অ্যান্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট, কুড়িগ্রাম (আইডিএএল)	২০১২ - ২০১৬	২,০৪৩.৭৫	জিওবি
১১৭	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)	২০১২ - ২০১৮	১৫,৭৩৪.০০	জিওবি
১১৮	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) ২য় পর্যায়	২০১২ - ২০১৮	৫৬,৯৫১.০০	জিওবি ও ইউবিসিসিএ
১১৯	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক) (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	২০১৪ - ২০২৩	১,৩১,৪৭.৫৮	জিওবি
১২০	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (পিআরডিপি-৩) (২য় সংশোধিত)	২০১৫ - ২০২৩	২৮,৬৬২.৯৭	জিওবি
১২১	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০১৮ - ২০২৩	৫,০৯৪.০০	জিওবি

সমিতি, সংগঠন, সঞ্চয় হলে
কৃষি কাজে সহায় মেলে

সপ্তম অধ্যায়

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা সংস্থা/দল কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। সামগ্রিক কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল/মতামত নিম্নরূপ:

ক্রম	বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
১	সমীক্ষার নাম: বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআইডিএস গবেষণাকাল: ২০১০	(১) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবি'র কর্ম এলাকায় দারিদ্র্যের হার ১১%, যা কর্ম এলাকাবহির্ভূত তথা জাতীয় গড়ের চেয়ে কম। (২) জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩ শতাংশ। (৩) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের সম্পদ আহরণে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা এবং নারী ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করছে।
২	সমীক্ষার নাম: পিইপি এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ২০১১	(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৭৩% উপকারভোগী উন্নত ও নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। (২) সুবিধাভোগীদের সম্পদ ১৪% থেকে ৬২%এ উন্নীত হয়েছে, বার্ষিক আয় ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ৫% থেকে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।
৩	সমীক্ষার নাম: পজীপ ২য় পর্যায় এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়ন দল মূল্যায়নকাল: ২০১৫	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত ভালো। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড, ঋণের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয়েছে। নিজস্ব পুঁজি (শেয়ার ও সঞ্চয়) গঠনে সদস্যবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে সদস্যবৃন্দ উপকৃত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। (৩) দেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকা প্রয়োজন।
৪	সমীক্ষার নাম: ইরেসপো দ্বিতীয় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ২০১৮	(১) দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মান ভালো হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীগণ উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয়েছে। ৫৮,৭২৫ জন সুফলভোগীকে সেলাই এমব্রয়ডারি, মোবাইল সার্ভিসিং, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদিপশু পালন, হস্তশিল্প, মৎস্য ও কাঁকড়া চাষ, শাক-সবজি চাষ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, নেতৃত্ব বিকাশ, নারী উন্নয়ন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। (২) স্থানীয় সম্পদ পুঞ্জীকরণের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যবহার এবং সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ২,১০০.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত তহবিল যথাযথ ব্যবহারের ফলে তাদের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে। (৩) ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষায় গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে ২,৮৮১টি মহিলা সমিতির ৭৮,৪৪৪ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে।
৫	সমীক্ষার নাম: পিআরডিপি-৩ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়নকাল: ২০১৯	(১) সরকারি সেবাদানে সমন্বয় সৃষ্টি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানে সমন্বয় সৃষ্টি, জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, গ্রামের সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সরকারি কর্মীদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এবং জাতি গঠনমূলক বিভাগ ও গ্রামের মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে। (২) প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি অংশ, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামের মানুষের অর্থ, কায়িক পরিশ্রম ও মতামতের সমন্বয় এবং অংশগ্রহণ থাকায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সত্যিকার অর্থে অনুসরণীয় হচ্ছে। (৩) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত লোকজন তাদের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান জানতে পেরেছে। একে অপরের সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। (৪) বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগের প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি সভা (ইউসিসিএম) এ উপস্থিত থাকায় সবার সাথে সমন্বয় হচ্ছে। কাজের পরিবেশ উন্নতি হচ্ছে। (৫) উন্মুক্ত বাজেট সভা, গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণে জনগণের অংশীদারি, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতোধারায় আনা, স্থানীয় সরকারের তৃণমূল ধাপ ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণে জোরালো ভূমিকা রাখছে।

ক্রম	বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
৬	সমীক্ষার নাম: অপ্রধান শস্য প্রকল্প এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: জুন ২০২২	১। প্রশিক্ষণ এবং ঋণ প্রদানের ফলে প্রকল্প এলাকার বাড়ির আঙিনায় পতিত জমিতে অপ্রধান শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এলাকাভুক্ত প্রতিটি উপজেলায় সুফলভোগী কৃষকগণ অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। ২। প্রকল্পের প্রদর্শনী প্লট দেখে স্থানীয় অন্যান্য কৃষক আগ্রহী হয়েছেন। ফলে বেশিসংখ্যক প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে।
৭	সমীক্ষার নাম: গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়নকাল: জুন ২০২১	১। প্রকল্প থেকে সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণ বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক (আইজিএ) কৃষিজ কর্মকাণ্ড যেমন- নার্সারি স্থাপন, শাক-সবজি চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধবতী গাভি পালন, ছাগল পালন, পোল্ট্রি ফার্ম, মৎস্য চাষ এবং অকৃষিজ কর্মকাণ্ড যেমন- মোবাইল সার্ভিসিং, গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান, টিভি- ফ্রিজ মেরামত, এমব্রয়ডারি, সেলাই, বাঁশ ও বেতের কাজ, হোসিয়ারি শিল্প, মৃৎশিল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছেন। ২। সমিতি পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পলাশবাড়ী উপজেলার বরিশাল ইউনিয়নে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ব্যাগপল্লীর সুফলভোগীগণ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বাজারের ব্যাগ তৈরি করে প্রতিদিন গড়ে ৩০০ টাকা হারে মাসে ৭/৮ হাজার টাকা আয় করছে। অনুরূপভাবে একই উপজেলার চন্ডীপুর গ্রামের দুগ্ধপল্লীর সুফলভোগীগণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তায় নিজেদের আয় রোজগার বৃদ্ধি করেছেন। ৩। বিভিন্ন এমব্রয়ডারি পল্লী সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়ে জানা যায় যে, তারা প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে বর্তমানে শাড়ি, থ্রি-পিস, নকশিকাঁথা, বেডশিট প্রভৃতি পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে। তাদের উৎপাদিত পণ্য আড়ং, অঞ্জন'স, রং, ঢাকা নিউমার্কেট, ঢাকা গাউছিয়া মার্কেট, কারুপল্লীসহ স্থানীয় বাজারে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হয়। এতে করে প্রতিজন সুফলভোগী মাসে গড়ে ৫/৬ হাজার টাকা আয় করে। অথচ প্রকল্পে জড়িত চওয়ার পূর্বে তাদের নিজস্ব কোনো আয় ছিল না। ৪। স্বল্পসংখ্যক হলেও সেলাই ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের মাসিক ৩/৪ হাজার টাকা আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে মোবাইল সার্ভিসিং, গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান, টিভি-ফ্রিজ মেরামত, ব্লক-বাটিক, পাটের কাজ প্রভৃতি ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যগণও মাসিক গড়ে ৩/৪ হাজার টাকা আয় করছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। ৫। সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত রামধন কালীতলা এমব্রয়ডারি পল্লী পরিদর্শনকালে সদস্যদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। পল্লী দুটির উৎপাদন ও মার্কেট লিংকেজ খুবই চমৎকার। পল্লীটিতে শতাধিক সুফলভোগী উৎপাদন কার্যে জড়িত রয়েছেন। ৬। সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সর্বানন্দ গ্রামে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত হাঁস পল্লী পরিদর্শনকালে দেখা যায়, গ্রামটির শতাধিক পরিবার প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা নিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পরিসরে হাঁস পালন ও হ্যাচারি শিল্পে নিয়োজিত রয়েছেন। তারা হাঁস ও হাঁসের ডিম বিক্রি করে পরিবার-পরিজন নিয়ে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করছেন। হাঁসপল্লীতে সনাতনী ভুল পদ্ধতিতে অনেকে ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করছেন, এতে করে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এসএমই ঋণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সহায়তা করে আধুনিক পদ্ধতিতে বাচ্চা উৎপাদনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে পারলে উৎপাদন খরচ অনেক কম হতো। ৭। এই প্রকল্পের পণ্যভিত্তিক পল্লীর ধারণাটি উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। ৮। প্রকল্পের সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধির ফলে পরিবারের পুষ্টি চাহিদার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য চিকিৎসাসহ অন্যান্য মানবিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে খরচের সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। ৯। প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টারের মাধ্যমে সুফলভোগীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিপণন প্রতিষ্ঠানের মার্কেট লিংকেজ স্থাপনে সহায়তা করা হচ্ছে, এতে করে সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হচ্ছে।

ক্রম	বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
৮	সমীক্ষার নাম: দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় সংশোধিত এর প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: জুন ২০২৩	১। প্রকল্পের উপকারভোগীর ৮১.৭০% এখন নিয়মিত সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়েছেন। ২। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ফলে উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে। ৩। প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ-পরবর্তী সাপোর্ট সহায়তা বা ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের ফলে সরাসরি ৫৩,২৫৩ জনের আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। ৪। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে শতভাগ উপকারভোগী পরিবারের খাদ্য ঘাটতি নেই বরং ৫৬.৬০% উপকারভোগী পরিবারের খাদ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে শতভাগ উপকারভোগী সদস্য স্যানিটারি পায়খানা ও পাকা পায়খানা ব্যবহার করেন। ৫। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পরে ৮৩% উপকারভোগী যৌথভাবে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিয়ে থাকেন।

জাতীয় পর্যায়ে জিডিপি'তে
বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩%।

বিআইডিএস (২০১০)

অষ্টম অধ্যায়

বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ

৮.১ সদর দপ্তর ও ঢাকা মহানগরে অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রম	দপ্তরের নাম/অবস্থান	অবকাঠামোর বিবরণ	জমির পরিমাণ
১	সদর কার্যালয়, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা	৭ তলা ভবন	০.৩ একর
২	পল্লী কানন, উত্তরা মডেল টাউন	৮টি আবাসিক ভবনে ১৩৮টি ফ্ল্যাট	১.৩৫ একর
৩	রামপুরা, ঢাকা (বিটিভি ভবন ও হাতিরঝিল সংলগ্ন), মৌজা-উলন	খালি জমি	৭.৬৩ একর

৮.২ জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রম	দপ্তরের নাম/অবস্থান	জমির পরিমাণ	অকাঠামোর বিবরণ		
			অফিস বিল্ডিং	স্টাফ কোয়ার্টার	গুদাম ও অন্যান্য
১	পটুয়াখালী	০.৭৭ একর	একতলা ভবন	-	ইউটিইউ ভবন
২	রাজশাহী	০.৩৫ একর	-	-	-
৩	টাঙ্গাইল মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৩.১৬৮ একর	একতলা ভবন - ১টি দোতলা ভবন - ২টি	স্টাফ কোয়ার্টার - ১টি	-
৪	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০.৮৭ একর	তিনতলা ভবন - ১টি	স্টাফ কোয়ার্টার - ৩টি	অডিটরিয়াম - ১টি ক্যান্টিন - ১টি
৫	কুমিল্লা	১.০০ একর	দোতলা ভবন - ১টি	-	-
৬	ফরিদপুর	০.১০ একর	দোতলা ভবন - ১টি	-	-
৭	ভোলা	২.৮৭ একর	তিনতলা ভবন - ১টি	দুইতলা ভবন - ২টি	দোতলা বাংলো - ১টি
৮	বিআরডিটিআই, সিলেট	১০.৬২ একর	প্রশাসনিক ভবন - ২টি হোস্টেল ভবন - ৪টি	আবাসিক ভবন - ৬টি	অডিটরিয়াম - ১টি ক্যাফেটেরিয়া - ১টি ও মসজিদ - ১টি

৮.৩ উপজেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রম	সম্পদের ধরন	সম্পদের বিবরণ	
		সংখ্যা/পরিমাণ	কাঠামের ধরন
১	বিভিন্ন উপজেলায় জমির পরিমাণ	৫৭.২৭ একর	
২	অফিস ভবন	৩৮৮টি	একতলা ভবন ২৯৬টি, দোতলা ভবন ৯১টি ও তিনতলা ভবন ১টি।
৩	ইউটিইউ	২৩টি	-
৪	কোয়ার্টার (জোড়াবাড়ি)	৩৫৭টি	দোতলা ভবন (প্রতিটিতে ৪টি ইউনিট)
৫	গুদাম	১৬৮টি	-
৬	ওয়ার্কশপ কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০টি	-
৭	মার্কেট/দোকান	৮৯টি	-

নবম অধ্যায়

সফলতার গল্প

রাজিয়ার সফলতার কাহিনী

সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার আস্কারপুর গ্রামের বাসিন্দা রাজিয়া। তিনি ছিলেন সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ। তার স্বামী মোকছেদ ছিলেন দিনমজুর, তার নিজেরও তেমন কোনো কাজ করার সুযোগ ছিল না। তাই একজনের আয়ে কোনোভাবেই সংসার চালাতে পারতেন না। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। বাড়িতে বেড়ার ঘর ছিল তিন বেলা ঠিকমতো খেতে পারতেন না। এমনি পরিস্থিতিতে বিআরডিবি'র 'দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) প্রকল্প' এর মাঠ সংগঠকের উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তিনি উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৩১/০১/২০২২ তারিখে তিনি আস্কারপুর পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতিতে প্রাথমিক সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। সমিতিতে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে তিনি মাঝেমধ্যে বাঁশ ও সুতা দ্বারা তৈরি চিংড়ি ধরার আটল তৈরি করতেন। কিন্তু উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে ঠিকমতো আটল তৈরি করতে পারতেন না। ফলে এ কাজকে পেশা হিসেবে নিতে পারেননি।

সদস্যভুক্ত হওয়ার পর তিনি প্রকল্পের মাধ্যমে আটল তৈরির ওপর স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এতে এ কাজে তার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি তিনি প্রকল্প থেকে ৩০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে বাঁশ ও সুতা ক্রয় করে নিজ উদ্যোগে ব্যবসা শুরু করেন। প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণের দরুন উপজেলা প্রশাসনসহ আটল বিক্রির বিভিন্ন বাজার সম্পর্কে তার ধারণা লাভ হয় এবং এতে করে তাঁর আটল বিক্রি বাড়তে থাকে। আয়ের অর্থ দিয়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধের পর কিছু কিছু করে সঞ্চয়ও করতে থাকেন, পাশাপাশি পরিবারের জন্যও কিছু ব্যয় করতে থাকেন। এভাবে ২০২৩ সালে আগের ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করে পুনরায় প্রকল্প থেকে ১,২৫,০০০ টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করে আটল তৈরির মালামাল বাঁশ ও সুতা মজুত করেন এবং আটল বিক্রির পাইকারি কারবার শুরু করেন। আটল বিক্রি করার জন্য বাড়িতে একটি দোকান দেন এবং একজন লোক নিয়োগ দেন।

সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার ইরেসপো-প্রকল্পের উপকারভোগী রাজিয়া মাছ ধরার আটল তৈরির কাজে ব্যস্ত

বর্তমানে মাসে তিনি গড়ে ১২,০০০ টাকা আয় করেন। নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আরেকজনকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। তার সন্তানরা স্কুলে যায়। তাঁর সাফল্য দেখে অনেকে আটল তৈরির কাজে যুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে উক্ত আস্কারপুর গ্রামে অনেক মহিলা আটল তৈরি কাজে যুক্ত। এ কাজে তিনি নিজ উদ্যোগে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। উক্ত গ্রামে প্রায় ৫০ জন মহিলা আটল তৈরির কাজে যুক্ত এবং তারা দৈনিক প্রায় জনপ্রতি ৩০০ টাকা রোজগার করেন। যেহেতু উক্ত গ্রামের একই জায়গায় অনেক আটল তৈরি হয়, সেই জন্য বাইরের ক্রেতারা আটল ক্রয়ের জন্য আস্কারপুর গ্রামে আসে। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় সহজেই আটল ক্রয় করে বাইরে নিয়ে যায়। বর্তমানে আস্কারপুর গ্রাম একটি আটল তৈরির গ্রাম হিসেবে অত্র এলাকায় পরিচিতি লাভ করেছে। যেহেতু রাজিয়া সর্বপ্রথম উক্ত গ্রামের আটল তৈরির কারিগর, সেই জন্য গ্রামের সবাই রাজিয়াকে সম্মান করে।

মাশরুম চাষ করে বিউটির দিনবদল

মাগুরা জেলার সদর উপজেলার বড়খড়ি গ্রামের বাসিন্দা বিউটি। তার স্বামীর নাম সোয়েব। পেশায় তিনি একজন ভ্যানচালক। স্বামী ও দুই ছেলেকে নিয়ে তার সংসার। বিউটি ছিলেন অসহায়, সম্বলহীন দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ। একজনের আয়ে সংসার চালাতে তাদের হিমশিম খেতে হতো। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না, বাড়িতে বেড়ার ঘর ছিল, তার কোনো কাজকর্ম ছিল না, তিন বেলা ঠিকভাবে খাবার জুটত না পরিবারে। এমনি প্রেক্ষাপটে বিআরডিবি'র 'দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) প্রকল্প' এর মাঠ সংগঠক হোসনেয়ারা খাতুনের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়ে মাঠ সংগঠকের সহযোগিতা নিয়ে বিউটি তার গ্রামের ২০ জন মহিলাকে সাথে নিয়ে বড়খড়ি মধ্যপাড়া পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতি গঠন করেন এবং সমিতির ম্যানেজার পদের দায়িত্ব নেন। পরে একদিকে সঞ্চয় জমার পাশাপাশি প্রকল্প থেকে মাশরুম চাষের উপর স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে তিনি মাশরুম চাষের প্রতি দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হন। নিজের সামান্য পুঁজি আর প্রকল্প থেকে প্রথম ৩০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে বাড়িতে স্বল্প পরিসরে একটি মাশরুম খামার গড়ে তোলেন। ইরেসপো প্রকল্পের প্রশিক্ষণের ফলে উপজেলা কৃষি অফিসের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি হয়। প্রথমে তিনি ১৫০ টাকা কেজি দরে কাঁচা মাশরুম ও ১০০০ টাকা কেজি দরে শুকনা মাশরুম বিক্রি করে মাসে গড়ে তার প্রায় ১৫,০০০ টাকা আয় হয়। ফলে তার সংসারে সচ্ছলতা আসতে শুরু করে এবং ঋণের টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করা শুরু করেন। এভাবে তিনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং ২০২২ সালে বিউটি পুনরায় ১,২৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে মাশরুম খামার আরও বড় করেন। সর্বশেষ ২০২৩ সালে তিনি ১,২৫,০০০ টাকা ঋণের অর্থ মাশরুম খামারে বিনিয়োগ করেন। বর্তমানে তার জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমান ১৯,৮৭০ টাকা।

মাগুরা জেলার সদর উপজেলার ইরেসপো-এর উপকারভোগী বিউটি নিজের মাশরুম খামারে পরিচর্যায় ব্যস্ত

মাশরুম চাষ করে ক্রমেই বিউটির উন্নতি হতে থাকে। আগে বেড়ার ঘর ছিল, তিন বেলা ঠিকমতো খেতে পারতেন না। এখন মাশরুম বিক্রি করে আধা-পাকা টিনের বাড়ি করেছে, বাড়িতে স্যানিটারি ল্যাট্রিনসহ অন্যান্য স্থাপনা তৈরি করেছেন। স্বামীকে একটি অটোরিকশা কিনে দিয়েছেন। সন্তানদের স্কুলে পড়াচ্ছেন। এ ছাড়া তার মাশরুম চাষে উদ্বুদ্ধ হয়ে আশ পাশের আরও অনেক মহিলা মাশরুম চাষ শুরু করেছেন। তাদের উৎপাদিত মাশরুম স্থানীয় বাজারসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হয়। মাশরুমের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিউটির নেতৃত্বে গ্রামের অনেক মহিলাই মাশরুম চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। সমাজে তার নেতৃত্ব পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী, শিশু পাচার রোধসহ বৃক্ষরোপণ কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। বর্তমানে বিউটি মাগুরা সদর উপজেলার একজন অনুকরণীয় মহিলা উদ্যোক্তা।

মো. পলাশ সরকারের সফলতার কাহিনি

মো. পলাশ সরকার গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বাসিন্দা। তিনি বিআরডিবি'র 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির চরসরসপুর পূর্বপাড়া অপ্রধান পুরুষ দলের সদস্য। তার নিজের চাষের জমির পরিমাণ ৫২ শতাংশ, আর এই জমিতে চাষ করে আয় দিয়ে তার সংসারের ব্যয় মেটানো খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তার এক ছেলে ও দুই মেয়ে। এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে, অন্য মেয়ে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে। ছেলে তার সাথে কৃষিকাজ করে। তিনি ২০২২ সালে এই প্রকল্প থেকে অপ্রধান শস্য চাষের কলাকৌশল, কেঁচো সার উৎপাদন বিষয়ের ওপর তিন দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের পরে তিনি অপ্রধান শস্য চাষে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং ৫২ শতক জমি বর্গা নেন এবং উক্ত প্রকল্প থেকে ৪% সেবামূল্যে ২০,০০০ টাকা ঋণ নেয়। তিনি এই টাকা দিয়ে তার জমিতে মসুর, সরিষা, বাদাম ইত্যাদি ফসল চাষ করে বেশ লাভবান হন। এরপর ২০২৩ সালে পূর্বের ঋণের টাকা পরিশোধ করে পুনরায় ৩০,০০০ টাকা ঋণ নেয় এবং ১৫৬ শতাংশ জমি বন্ধক নেন। তিনি পূর্বের তুলনায় বেশি জমিতে মসুর, সরিষা, বাদাম, মরিচ, হলুদ ইত্যাদি চাষ শুরু করেন। তিনি ৪২ শতক জমিতে আনুমানিক ২২,০০০ টাকা খরচ করে মরিচ চাষ করেন এবং তিনি এ পর্যন্ত মরিচ বিক্রি করে তাঁর আয় হয় প্রায় ১,১০,০০০ টাকা। এই প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়ে অপ্রধান শস্য চাষ করে তার আয় পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এতে তার পরিবারে দারিদ্র্য কাটিয়ে সচ্ছলতা এসেছে।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার অপ্রধান শস্য উৎপাদন প্রকল্পের উপকারভোগী মো. পলাশ সরকার তার চাষকৃত মরিচের ক্ষেতের পরিচর্যা করছেন

নিজের তৈরি করা কেঁচো সারের গুণাগুণ পরীক্ষা করছেন পলাশ সরকার

অপ্রধান শস্য চাষের পাশাপাশি তিনি পাঁচটি রিং দিয়ে কেঁচো সার তৈরি করেন, যা থেকে প্রাপ্ত সার তার নিজের চাষেই ব্যবহার করেন। ভবিষ্যতে আরও বেশি রিং দিয়ে কেঁচো সার তৈরি করে বাজারজাতকরণের পরিকল্পনা আছে। বিআরডিবি'র অপ্রধান শস্য প্রকল্প থেকে বিভিন্ন সহযোগিতা পাওয়ায় তার চাষাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সংসারে আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে এবং সামাজিক মর্যাদা। এ ছাড়া এই প্রকল্প থেকে তার মতো সহযোগিতা পেয়ে এই দলের অন্য সদস্যরাও উপকৃত হচ্ছে। মো. পলাশ সরকার বিআরডিবি'র সহায়তায় এবং নিজের চেষ্টা দিয়ে তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন।

ইউসুফ মোল্লার সফলতার গল্প

ইউসুফ মোল্লা ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন বোয়ালী গ্রামের বাসিন্দা। বিআরডিবি'র উপজেলা অফিসের একজন কর্মকর্তার সাথে ইউসুফ মোল্লার পরিচয় হয়। সেই সুবাদে ইউসুফ মোল্লা বিআরডিবি সম্পর্কে অবগত হন এবং ২০২২ সালে বিআরডিবি'র 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বোয়ালী গ্রামের অপ্রধান শস্য দলের একজন সদস্য হন। তিনি প্রকল্প থেকে ফসলের চাষাবাদ সম্পর্কে উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং মনে মনে নিজেকে একজন সফল কৃষক হিসেবে সকলের মাঝে পরিচিতি লাভের আশায় কঠোর পরিশ্রম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইউসুফ মোল্লাকে প্রকল্প থেকে সূর্যমুখীর প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন। তার ০.১৭ একর জমিতে সূর্যমুখী ফসলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করেন। সেখানে তিনি প্রশিক্ষণলব্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়মে চাষাবাদ করেন এবং পরিমাণমতো সার ও সেচ প্রদান করেন। ইউসুফ মোল্লার জমির চারা দেখে এলাকার অনেকে মুগ্ধ হন এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন যে এত সুন্দর চারা সে কীভাবে তেরী করতে সক্ষম হয়েছে। তখন ইউসুফ মোল্লা বিআরডিবি'র 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি'র প্রশিক্ষণের বিষয়ে সকলকে অবগত করেন। ইউসুফ মোল্লা জমিতে এত ফসল দেখে তার অতীতের সকল দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলে যান। কারণ, ফসল বিক্রি করে অর্থ উর্পাজন করে তিনি সন্তানদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারবেন। তার ০.১৭ একর জমিতে সূর্যমূখী ফসলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করে তিনি সফলতা লাভ করেন। সূর্যমূখী ফসল চাষের পাশাপাশি একই সাথে তিনি সাথী ফসল হিসেবে ধনিয়া চাষ করেন। সাধারণত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সূর্যমূখী ও ধনিয়া চাষ করা হয়। সেই সুবাদে ইউসুফ মোল্লা তার ১৭ শতক জমিতে নিয়ম অনুযায়ী একই সাথে উভয় ফসল চাষাবাদ করেন। এতে করে ইউসুফ মোল্লা ফসল বিক্রি করে অধিক লাভবান হন। ইউসুফ মোল্লা তার জমিতে ধনিয়া চাষ করে ৩৫ দিন পর থেকেই ফসল ওঠানো শুরু করেন এবং বাজারে বিক্রি করে আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হন।

ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার অপ্রধান শস্য উৎপাদন প্রকল্পের উপকারভোগী ইউসুফ মোল্লার সূর্যমুখী প্রদর্শনী প্লট

ইউসুফ মোল্লা তার মরিচের ক্ষেত পরিচর্যা করছেন

ইউসুফ মোল্লা তার জমি থেকে ১৪,৫০০ টাকার ধনিয়া বিক্রি করেন। পরে ধনিয়া ওঠানোর পর তিনি সূর্যমূখীর পরিচর্যা করতে থাকেন। তার ০.১৭ একর সূর্যমূখী ফসলের প্রদর্শনী প্লট থেকে ১৪১ কেজি সূর্যমুখী ফসলের বীজ উৎপাদিত হয়। যার মধ্য থেকে তিনি ৮০ কেজি ফসল বিক্রি করে ৮,৪০০ টাকা উপার্জন করেন এবং বাকি ৬১ কেজি সূর্যমুখী তিনি তার পরিবারের ব্যবহারের জন্য রেখে দেন। পরে ৬১ কেজি সূর্যমুখী তেল হিসেবে মেশিনে ভাঙানোর পর ২৫ লিটার তেল হয়। ইউসুফ মোল্লা ২৫ লিটার তেল উৎপাদন দেখে হতবাক হন। এমনকি সূর্যসুখী ভাঙানোর সময় যে পরিমাণ খৈল পেয়েছেন সেটা তার বাড়িতে থাকা গবাদিপশুর খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের সদস্য হওয়ার আগে তিনি একজন কৃষক হিসেবে শুধু প্রধান শস্য যেমন: ধান, গম, পাট ইত্যাদি চাষ করতেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর প্রধান শস্যের পাশাপাশি অপ্রধান শস্য যেমন: পেঁয়াজ, মরিচ, সরিষা, সূর্যমুখী, আদা ইত্যাদি চাষ করছেন। এতে তিনি পূর্বে চাষের যে পরিমাণ আয় অর্জন করতেন তার, তুলনায় বর্তমানে অপ্রধান শস্য চাষ করায় অধিক পরিমাণে লাভবান হচ্ছেন। তাই ইউসুফ মোল্লার অভাব-অনটনের সংসারে বর্তমানে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তিনি বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞ।

সামসাদ আকতার এখন স্বাবলম্বী

ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলাধীন পল্লী প্রগতি প্রকল্পের ভানোর ইউনিয়নের বিশ্রামপুর (চড়তা) গ্রামের মহিলা দলের একজন সদস্য মোছা. সামসাদ আকতার। তিনি একজন শিক্ষিত মহিলা। ১৫ বছর আগে তার বিয়ে হয়। একসময় অভাব-অনটনই ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। তার স্বামী মো. হযরত আলীর কৃষিকাজ করে পরিবারের ভরণ-পোষণ মেটানো খুব কষ্ট হতো। তখন মোছা. সামসাদ আকতার সংসারের সচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে স্বামীর সাথে আলোচনা করে তিনি নিজে শতরঞ্জি/পাপোশ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সামান্য পুঁজি দিয়ে শতরঞ্জি/পাপোশ তৈরি শুরু করেন। কিন্তু এ কার্যক্রম অর্থের অভাবে বেশি দিন চালু রাখতে পারেননি। পরে বিআরডিবির পল্লী প্রগতি প্রকল্পের বিশ্রামপুর (চড়তা) মহিলা দলের একজন সদস্য হয়ে তিনি ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে শতরঞ্জি/পাপোশ তৈরির কাজ আবার শুরু করেন। ২০১০ সালে তিনি নিজ বাড়িতে প্রথমে ৪টি মেশিন নিয়ে শতরঞ্জি/পাপোশ তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। এ ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফা দিয়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন এবং পুনরায় তিনি ঋণ গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি কয়েকবার ঋণ নিয়ে তার ব্যবসা প্রসার করেছেন এবং নিয়মিতভাবে কিস্তিতে ঋণের টাকাও পরিশোধ করেছেন। ব্যবসায় লাভ দেখে তিনি উৎসাহিত হয়ে ব্যবসার পরিসর বৃদ্ধি করে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বর্তমানে এই সফল উপকারভোগীর নিজস্ব শতরঞ্জি/পাপোশ তৈরির ২৫০টির বেশি মেশিন আছে। তার কারখানায় ৫০ জন শ্রমিক প্রতিদিন কাজ করেন। এ ছাড়া নিজের কারখানার বাইরেও তিনি ১২০টি পরিবারের মধ্যে পাপোশ তৈরির মেশিন দিয়ে পণ্য উৎপাদন করেন। তার কারখানায় পণ্য উৎপাদন, গুদামঘর, ডিসপ্লে রুম আছে। ঝুঁকি এড়াতে পরিকল্পনামাফিক ব্যবস্থা আছে। তার কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে বিভিন্ন মাপের ও ডিজাইনের কার্পেট, জায়নামাজ, পাপোশ, শতরঞ্জি, টেপস্টিক, টেবিল মেট ইত্যাদি। এই কারখানায় উৎপাদিত পাপোশ পণ্য স্থানীয় বাজারসহ দেশের বিভিন্ন মার্কেটে বিক্রি করা হয়। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন শহরে বিক্রি করা হয়। তার কারখানায় ৫০ জন শ্রমিক প্রতিদিন কাজ করে এবং সব মিলিয়ে তার কারখানায় ২৫০ জন কাজ করেন। এর মধ্যে পুরুষ ১০০ জন এবং নারী ১৫০ জন। বর্তমানে তার ০৩টি কারখানা আছে। তার ব্যবসায়ে মূলধনের পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকা। যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে তার বার্ষিক গড় আয় প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। বর্তমানে তিনি বাবার পৈতৃক ভিটায় পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। তার ১ ছেলে ও ১ মেয়ে। ছেলে মেয়ে উভয়ে প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা করে। এই পেশায় আর্থিকভাবে লাভবানের পাশাপাশি সামাজিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পল্লীর জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিআরডিবি'র সার্বিক সহায়তায় আজ তিনি একজন সফল নারী উদ্যোক্তা।

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার পল্লী প্রগতি কর্মসূচি'র উপকারভোগীদের শতরঞ্জি/পাপোশ প্রদর্শন ও তৈরি কার্যক্রম

মো. সাজ্জাদ হোসেনের সফলতার কাহিনি

স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের কর্মপ্রচেষ্টায় সফল এক যুবক। নাম মো. সাজ্জাদ হোসেন। তার বাড়ি রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার রাধানগর গ্রামে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। বাবার সামান্য কিছু জমি ছিল। এর বাইরে কিছু জমি বর্গা নিয়ে চাষ করতেন। এ জমি থেকে যা কিছু আয় হতো, তা দিয়ে কোনোমতে তাদের পরিবার চলত। কিন্তু এ সাজ্জাদ এই অবস্থা থেকে উত্তরণ চাইতেন। সব সময় স্বপ্ন দেখতেন ভিন্ন কিছু করার। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। এমন পরিস্থিতিতে পরিচয় হয় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন পল্লী প্রগতি কর্মসূচির পবা উপজেলার গ্রাম সংগঠক মো. জুয়েল হোসেনের সাথে। তিনি সাজ্জাদ হোসেনকে পরামর্শ দেন পল্লী প্রগতি কর্মসূচির সদস্য হয়ে নিজেকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার। তিনি মো. সাজ্জাদ হোসেনকে এই কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা দেন। পরামর্শ মোতাবেক সাজ্জাদ উপজেলার বিআরডিবি অফিসে আসেন এবং উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আলোচনা শেষে মো. সাজ্জাদ হোসেন ফুল চাষ করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার তাকে এ বিষেয়ে সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগিতা করার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। গ্রাম সংগঠকের সহযোগিতায় তিনি রাধানগর পল্লী প্রগতি পুরুষ দলে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। এরপর নিয়মিত দলের সভায় যোগদান ও সঞ্চয় জমাদিতে থাকেন। এর কিছুদিন পর সাজাদসহ উক্ত দলের ৬ জন সদস্য ৬.৫০ লক্ষ ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের অর্থ তিনি ফুল চাষে ব্যবহার করেন এবং কিস্তি পরিশোধ করতে থাকেন। পরে ২০২৩ সালে মো. সাজ্জাদ হোসেন'কে পল্লী প্রগতি কর্মসূচি থেকে পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে একক ঋণ ২.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এ টাকা দিয়ে তিনি নিজ জমি এবং জমি বর্গা নিয়ে প্রায় ১২ বিঘা জমিতে এখন ফুল চাষ করছেন। পাশাপাশি ফুল বিক্রয়ের জন্য রাজশাহী জেলার প্রাণকেন্দ্র সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে একটি ফুলের দোকান দিয়েছেন। তার বাগানের উৎপাদিত ফুল এখন নিজ দোকানসহ বিভিন্ন পাইকারি ফুলের দোকানে সরবরাহ করা হয়। এখন তার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার দোকানে ৫ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস ফুল চাষের সেচ কাজের জন্য বিএমডিএ (বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ), পবা অফিসের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দিয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের পরামর্শমূলক সহযোগিতার জন্য কেন্দ্রীয় উদ্যান গবেষণা অফিসের সাথে সংযোগ স্থাপন দেওয়া হয়েছে। ফুল চাষে জৈব সার প্রয়োগ বিষয়ে উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে জাইকা থেকে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এখন তিনি নিজেই ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন করে জমিতে প্রয়োগ করছেন। বর্তমানে তিনি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। পরিবারের দারিদ্র্য দূর হয়েছে, তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিআরডিবি'র সহযোগিতায় এবং নিজের চেষ্টা ও কর্ম দিয়ে তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন।

রাজশাহীর পবা উপজেলায় মো. সাজ্জাদ হোসেনের গোলাপ ফুলের বাগান পরিদর্শন করছেন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

মো. সাজ্জাদ হোসেন তার ফুলের দোকানে

রীনা আক্তারের দারিদ্র্য জয়ের কাহিনি

মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলাধীন উমেদপুর ইউনিয়নের যোগদাহের মাঠ গ্রামের অতি দরিদ্র ঘরের মেয়ে রানী আক্তার। তার পিতা একজন হতদরিদ্র কৃষক ছিল। সে কারণে তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পড়াশোনা করা সম্ভব হয়নি। দিন আনে দিন খায় এমন এক দরিদ্র ঘরের সন্তান তিনি। পিতা বাধ্য হয়ে তাকে বিয়ে দিয়ে দেন। রিনা মনে করেন, স্বামীর সংসারে গেলে হয়তো সে পড়ালেখা করতে পারবেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, স্বামীর সংসারে আরও বেশি সমস্যা। যার কারণে রিনা আর পড়ালেখা করতে পারেননি। কিন্তু তিনি মনোবল না হারিয়ে স্বামীর সাথে পরামর্শ করে কীভাবে ভাগ্যের চাকা ঘোরানো যায়, সে ব্যাপারে ভাবতে থাকেন। এমন সময় রীনা আক্তার বিআরডিবি পরিচালিত উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)'র মাঠ সংগঠকের পরামর্শে রামরায়র কান্দি দঃ পাড়া মহিলা বিত্তহীন দলে ভর্তি হন। তিনি উক্ত কর্মসূচি থেকে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দলীয় গতিশীলতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি সদস্য হওয়ার সাধারণ সভায় মাসিক ৫০ টাকা সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠন করে। পরে পিইপি, বিআরডিবি থেকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে নিজেকে একজন দক্ষ সদস্য হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনি স্বামীর সাথে পরামর্শ করে আইসক্রিম বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন। সে জন্য রীনা আক্তার পিইপি কর্মসূচি থেকে প্রথমে ১৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে তা ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন এবং স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। এভাবে তিনি ছোট পরিসর থেকে ব্যবসাকে দিনে দিনে আরও বড় করতে থাকেন। বর্তমানে তার নিজের একটি আইসক্রিমের কারখানা আছে। তিনি পিইপি কর্মসূচি থেকে ৯ বারে ৭,৫০,০০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে আইসক্রিম কারখানায় বিনিয়োগ করেন। এ ছাড়া ২,০০,০০০ লক্ষ টাকা কোভিড-১৯ প্রনোদনা ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করেন। তার আইসক্রিমের কারখানায় ২ জন শ্রমিক কাজ করেন। আইসক্রিম কারখানায় প্রতিদিন ৬০০০ পিচ আইসক্রিম তৈরি হয়। আইসক্রিম বিক্রি করে বর্তমানে সে ১৫ শতাংশ জমি ক্রয় করে সেখানে একটি পাকা ঘর তৈরি করেছেন। এখন এলাকায় তার সুস্বাদু আইসক্রিমের ব্যাপক চাহিদা। ব্যবসায়ীরা কারখানায় এসে আইসক্রিম নিয়ে যায়। তার মাসিক আয় প্রায় ৬০,০০০/- টাকা। রিনা আক্তার স্বামী-সন্তান নিয়ে এখন সুখেই আছেন। রীনা আক্তারের ১ ছেলে ২ মেয়ে স্কুলে পড়ালেখা করে। অনেক শিক্ষিত বেকার তার কাছে এখন পরামর্শ নিতে আসে। দরিদ্রকে জয় করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে পারিবারিক আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন রিনা আক্তার। তিনি বিআরডিবি'র কাছে কৃতজ্ঞ।

মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায় পিইপির উপকারভোগী রীনা আক্তার তার নিজ আইসক্রিম ফ্যাক্টারিতে

আব্দুল হাকিম সরদারের সফলতার কাহিনী

রাজবাড়ী জেলার সদর উপজেলাধীন বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত কালিচরণপুর কৃষক সমবায় সমিতির একজন সদস্য জনাব আ. হাকিম সরদার। তিনি এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের সন্তান। পড়ালেখার পাশাপাশি বাড়ির আঙিনায় অন্যান্য বন্ধুর সাথে পাল্লা দিয়ে পুকুরে মাছের চাষ করা, দূর-দূরান্ত গ্রাম ও শহর থেকে মাছের পোনা ও ডিম নিয়ে এসে পুকুরে চাষ করা ছিল তার বড়ই শখ। তাঁর সবসময় ইচ্ছা ছিল মৎস্যচাষি হওয়া, বাবা-মা তাকে সব সময় আগ্রহ জোগাত এ বিষয়ে। তিনি বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত কালিচরণপুর কৃষক সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে মৎস্য চাষ ও হাঁস মুরগি, পশু পালন করতে করতে পর্যায়ক্রমে ক্রমবর্ধমান আয়ের মাধ্যমে একটি মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে ২ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার ১৮ একক জমিতে ৫টি পুকুরে মৎস্য চাষ করে তিনি স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং তার সমিতির অন্য সদস্যদের মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধ করেন। মৎস্য চাষ করে তার সমিতির আরও অনেক সদস্য স্বাবলম্বী হয়েছেন। তিনি মৎস্য চাষের পাশাপাশি আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি প্রয়োগ ও ফসল উৎপাদন করে (পুকুরপাড়ে পেঁপে, পেয়ারা, কলা) বাড়তি আয় করেন। মাছ উৎপাদন ও বিক্রি করে তিনি পারিবারিকভাবে লাভবান হয়েছেন। বর্তমানে তার সম্পদ ও পুঁজির পরিমাণ ৫০.০০ লক্ষ টাকা। ২ ছেলে স্কুলে লেখাপড়া করছে। তাকে দেখে এলাকার বেকার যুবকরা মাছ চাষে উৎসাহিত হচ্ছে। নিজের এলাকায় এবং জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছেন তিনি। এ ছাড়া তিনি নিজেও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করেন এবং বিশুদ্ধ পানি পান করেন অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে গ্রামে অর্থনৈতিক সচ্ছলতার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উদ্যোগের কারণে কালিচরনপুর গ্রামটি বর্তমানে মৎস্য উৎপাদন গ্রামের স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনি নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি তিনি আরও ১০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। ফলে ১০টি পরিবার উপকৃত হচ্ছে। তিনি পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত জমিতে ২.৫ বিঘা জমিতে রুপালি, লেংড়াসহ বিভিন্ন উন্নত জাতের আমবাগান করেছেন। বাড়ির আঙিনায় সফেদা, পেয়ারা, লেবু, লিচুসহ ২ বিঘা জমিতে কলাগাছ আছে। কলার বাগানের আইলে পেঁপে গাছ লাগানো হয়েছে। তার বাগানের প্রবেশপথে পাতা বাহার ও মৌসুমি বিভিন্ন ফুলের গাছ রয়েছে। প্রতিবছর বিভিন্ন ফল ও সবজি বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তার সহযোগিতা কালিচরণপুর গ্রামের রাস্তার পাশে ১টি মসজিদ, ১টি ঈদগাহ মাঠ ও ১টি কবরস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি মৃত ব্যক্তিদের গোসল ও দাফন কাফন করার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। বিশেষ করে কবর তৈরির জন্য পুরুষদের এবং মেয়ে মুরদাকে গোসল/কাফন পরানোর জন্য মেয়েদেরকে প্রশিক্ষিত করেছেন। বর্তমানে গ্রামে কোনো বাল্যবিবাহ হয় না। সকলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারসহ বিশুদ্ধ পানি পান করেন। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে এলাকাবাসীকে বিভিন্ন সেবা গ্রহণে সহযোগিতা করেন। আব্দুল হাকিম সরদার একজন সফল মৎস্যচাষি ও সমবায়ী। এলাকায় একজন অনুকরণীয় ব্যক্তি। বিআরডিবি'র সহযোগিতা, নিজের চেষ্টা ও শ্রম দিয়ে তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন।

রাজবাড়ী সদর উপজেলার উপকারভোগী সমবায়ী আ. হাকিম সরদার তার মৎস্য খামারে

মো. রুহুল আমিনের দারিদ্র্য জয়ের গল্প

যশোর জেলাধীন সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের শ্রীপদ্দী গ্রামের বাসিন্দা মো. রুহুল আমিন। তিনি পেশায় একজন সাধারণ বর্গাচাষি। নিজের যৎসামান্য এবং অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে কষ্টে দিনাতিপাত করে আসছিলেন। এ সময় তিনি বিআরডিবি'র সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এর একজন মাঠ সংগঠকের সহযোগিতায় তিনি 'শ্রীপদ্দী সদাবিক দল' এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন। সদস্যপদ গ্রহণের পর তিনি মাসিক ১০ টাকা হারে সঞ্চয় জমা করতে শুরু করেন। শুরু হয় তার উন্নয়নের পথচলা। তিনি সদাবিক থেকে প্রথম দফায় ৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে উন্নত জাতের হাঁস মুরগি ক্রয় করে এগুলো পালন করেন এবং বাজারে বিক্রি করতে থাকেন। ঋণের টাকা পরিশোধ করে পরে তিনি বিআরডিবি থেকে গবাদিপশু পালন প্রশিক্ষণ নিয়ে পুনরায় ঋণ গ্রহণ করে একটি ছোট গরুর খামার গড়ে তোলেন। গরুর খামার শুরু করার পর প্রতিদিন গরুর দুধ তিনি স্থানীয়ভাবে বাজারজাত করার পাশাপাশি ব্র্যাকের মাধ্যমে সরবরাহ শুরু করেন। এরপর আর তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। গরুর খামার তৈরির মাধ্যমে ঘটিয়েছেন তার দারিদ্র্য মুক্তি। বর্তমানে তার গরুর খামারে উন্নত জাতের ২৬টি গরু আছে। এ ছাড়া খামারের পাশে একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করে স্বল্প সময়ে তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত লাভ করেছেন। তার গরুর খামারে এলাকার ৪ জনের বছরব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তার বর্তমানে মাসিক আয় প্রায় ৬৩,০০০ টাকা। সদাবিকের আওতায় বর্তমানে তার জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ৯৯৩০ টাকা। সদাবিকের সদস্য হওয়ার পর তিনি বিশুদ্ধ পানি পান, স্যানিটেশন, দলীয় গতিশীলতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ তহবিল থেকে সর্বশেষ তার গৃহীত ঋণের পরিমাণ ১.৫০ লক্ষ টাকা। তিনি নিয়মিতভাবে তার কাছে পাওনা সকল ঋণ পরিশোধ করে থাকেন। তার এই সফলতার জন্য বিআরডিবি, যশোর অফিস থেকে তাকে প্রি-গ্র্যাজুয়েট সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি সামাজিকভাবে সুপরিচিত এবং সকল সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এখন সন্তানদের নিয়মিত স্কুলে পাঠান, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করেন। তিনি বর্তমানে তার ব্যবসাকে আরও বড় করার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছেন। এতে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তার আয়ও বৃদ্ধি পাবে। তার এ উন্নতির জন্য বিআরডিবির প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

যশোর সদর উপজেলার সফল উদ্যোক্তা মো. রুহুল আমিনের গরুর খামার

মো রুহুল আমিনের বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

অনিবালা দেবীর দারিদ্র্য জয়ের গল্প

অনিবালা দেবী সিলেট জেলার সদর উপজেলার বিআরডিবির আওতাধীন মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি'র সেনপাড়া মহিলা সমবায় সমিতি সদস্য। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪ জন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। তিনি একাই তার সংসার পরিচালনা করতেন, তাই তার পরিবারে তেমন সচ্ছলতা ছিল না। তিনি উপজেলার মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ কর্মসূচি থেকে সেনপাড়া মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে ১৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে তাঁত ও হস্তশিল্পের কাজ শুরু করেন এবং বাসায় ছোট একটি তাঁত স্থাপন করেন। প্রথমদিকে, তাঁর তাঁত থেকে উৎপাদিত কাপড় স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে তা দিয়ে উপার্জনের মাধ্যমে কোনোরকমে সংসার চালাতেন। পরে বিআরডিবি থেকে কয়েক দফায় ঋণ নিয়ে তার ব্যবসার সম্প্রসারণ করতে থাকেন এবং পুঁজি গঠন করেন। তাঁত ও হস্তশিল্পের পাশাপাশি তার ব্যবসায়ে যুক্ত করেন উন্নত প্রযুক্তির সেলাই মেশিন। এ ছাড়া তিনি দুটি বড় তাঁত কেনেন এবং বাড়ির পাশের মার্কেটে একটি বিক্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলেন। তার উৎপদিত বিক্রয়যোগ্য পণ্যসমূহ হলো শাল, মাফলার, শাড়ি, ওড়না, বাচ্চাদের ড্রেস, থামি, ফতুয়া, বিছানার চাদর, নকশিকাঁথা, বালিশের কভার, গামছা, সালোয়ার-কমিজ, কটি ইত্যাদি। প্রতি মাসে তার তৈরি করা ৬০টি শাড়ি যার প্রতিটির বিক্রয় মূল্য গড়ে ২০০০ টাকা। মাসে বিক্রি হয় ১,২০,০০০ টাকা। ২০২০ সালে পৃথিবীব্যাপী করোনা মহামারির কারণে অনিবালা দেবীর ব্যবসায়ও এর প্রভাব পড়ে। উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধের কারণে পুঁজিও ধীরে ধীরে হ্রাস হতে থাকে এবং ব্যবসায় স্থবিরতা দেখা দেয়। পরে ব্যবসায় গতিশীলতা আনার জন্য তিনি আবারও বিআরডিবি'র শরণাপন্ন হন এবং বিআরডিবি'র কোভিড-১৯ প্রণোদনা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল থেকে তিনি ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) টাকা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ (এসএমই) গ্রহণ করে তা বিনিয়োগ করে তার ব্যবসা কার্যক্রমে গতিশীলতা আনেন। তিনি পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ (এসএমই) গ্রহণ করে তার ব্যবসায়িক মন্দা কাটিয়ে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করেছেন। দেশব্যাপী মণিপুরী পোশাকের চাহিদা থাকায় সিলেটের বাইরে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি এর বাজারজাত শুরু করেন। বর্তমানে তার ব্যবসা লাভজনক অবস্থায় রয়েছে। তার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ৬ জন কর্মচারী কাজ করেন। তিনি আশাবাদী, তার এই ব্যবসায়ে আরও লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। অনিবালা দেবীর পরিবার এখন সচ্ছলভাবেই সুখে জীবনযাপন করছেন। তার প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিজের মেধা কাজে লাগিয়ে তিনি এই সফলতা অর্জন করেছেন। এ জন্য তিনি বিআরডিবি'র প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সিলেট জেলার সদর উপজেলার মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি'র অনিবালা দেবী'র দোকান ও তাঁত বুনন

দশম অধ্যায়

বিআরডিবি'র গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল

১০.১ সদর দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন (দাপ্তরিক)	ই-মেইল
	মহাপরিচালকের দপ্তর				
১	মহাপরিচালক	৪১০১০৩২০	১০১	০১৯৯১১৩২০০০	dg@brdb.gov.bd/ dgbrdb@gmail.com
২	মহাপরিচালকের একান্ত সচিব	৫৫০১১৬৯৬	১০২	০১৯৯১১৩২১০০	psdg@brdb.gov.bd
৩	উপপরিচালক (জনসংযোগ)	৫৫০১১৭৩৪	১০৩	০১৯৯১১৩২০৪০	ddprc@brdb.gov.bd
৪	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)	৫৫০১১৬৪৩	১৪৫	০১৯৯১১৩২০৪৮	adprc@brdb.gov.bd
	প্রশাসন বিভাগ				
৫	পরিচালক (প্রশাসন)	৫৫০১১৬৯৭	১০৪	০১৯৯১১৩২০০১	dradmn@brdb.gov.bd
৬	যুগ্মপরিচালক (প্রশাসন)	৪১০১০৩২৪	১১৩	০১৯৯১১৩২০০৭	jdadmn@brdb.gov.bd
৭	উপপরিচালক (প্রশাসন)	৪১০১০৩২৮	১১৪	০১৯৯১১৩২০১৭	ddadmn1@brdb.gov.bd
৮	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)	৫৫০১১৬৪৪	১০৮	০১৯৯১১৩২০৫১	adper1@brdb.gov.bd
৯	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)	৫৫০১১৬৪৫	১২১	০১৯৯১১৩২০৫২	adper2@brdb.gov.bd
১০	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-৩)	৫৫০১১৬৪৬	১২০	০১৯৯১১৩২০৫৩	adper3@brdb.gov.bd
১১	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-৪)	৫৫০১১৬৪৭	১৭৫	০১৯৯১১৩২০৫৪	adper4@brdb.gov.bd
১২	সহকারী পরিচালক (শৃঙ্খলা)	৫৫০১১৬৪৯	১৫৩	০১৯৯১১৩২০৫৫	addiscipline@brdb.gov.bd
১৩	সহকারী পরিচালক (পেনশন প্রশাসন)	৫৫০১২৩১১	১১৬	০১৯৯১১৩২০৫৬	adpension@brdb.gov.bd
১৪	সহকারী পরিচালক (আইনকোষ-১)	৫৫০১২৩১২	২১২	০১৯৯১১৩২০৫৫	addiscipline@brdb.gov.bd
১৫	সহকারী পরিচালক (আইনকোষ-২)	৫৫০১২৩১৩	–	০১৯৯১১৩২০৫২	addiscipline@brdb.gov.bd
১৬	উপপরিচালক (প্রশাসন-২)	৫৫০১১৭৩৬	১০৭	০১৯৯১১৩২০১৮	ddadmn2@brdb.gov.bd
১৭	সহকারী পরিচালক (সাধারণ পরিচর্যা)	৫৫০১১৬৪১	১০৬	০১৯৯১১৩২০৫০	adcomserv@brdb.gov.bd
১৮	সহকারী পরিচালক (যানবাহন)	৫৫০১১৬৪২	১১১	০১৯৯১১৩২০৫৭	adtransport@brdb.gov.bd
	অর্থ ও হিসাব বিভাগ				
১৯	পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৫৫০১১৬৯৮	১২৪	০১৯৯১১৩২০০২	drfinance@brdb.gov.bd
২০	যুগ্মপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৪১০১০৩২৫	১২৫	০১৯৯১১৩২০০৮	jdfinance@brdb.gov.bd
২১	যুগ্মপরিচালক (নিরীক্ষা)	৪১০১০৩২৭	১৫২	০১৯৯১১৩২০০৯	jdaudit@brdb.gov.bd
২২	উপপরিচালক (হিসাব)	৪১০১০৩৩০	১২৭	০১৯৯১১৩২০১৯	ddaccts@brdb.gov.bd
২৩	উপপরিচালক (অর্থ ও বাজেট)	৫৫০১১৭৩৭	১২৮	০১৯৯১১৩২০২০	ddbudget@brdb.gov.bd
২৪	উপপরিচালক (নিরীক্ষা)	৪১০১০৩৩১	১৫৯	০১৯৯১১৩২০২১	ddaudit@brdb.gov.bd
২৫	সহকারী পরিচালক (হিসাব-১)	৫৫০১১৬৫৪	১৩২	০১৯৯১১৩২০৫৮	adaccts1@brdb.gov.bd
২৬	সহকারী পরিচালক (হিসাব-২)	৫৫০১১৬৫৫	১৯৫	০১৯৯১১৩২০৫৯	adaccts2@brdb.gov.bd
২৭	সহকারী পরিচালক (হিসাব-পেনশন)	৫৫০১১৬৫৩	১৩৪	০১৭০৩৯৯৩৪১২	adacctspen1@brdb.gov.bd
২৮	সহকারী পরিচালক (বাজেট)	৫৫০১১৬৫২	১৬৯	০১৯৯১১৩২০৬২	adbudget1@brdb.gov.bd
২৯	সহকারী পরিচালক (নিরীক্ষা-১)	৫৫০১১৬৫৬	১৬৩	০১৯৯১১৩২০৬০	adaudit1@brdb.gov.bd
৩০	সহকারী পরিচালক (নিরীক্ষা-২)	৫৫০১১৬৮৪	১৯৩	০১৯৯১১৩২০৬১	adaudit2@brdb.gov.bd

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন (দাপ্তরিক)	ই-মেইল
			সরেজমিন বিভাগ		
৩১	পরিচালক (সরেজমিন)	৪১০১০৩২২	১৫৭	০১৯৯১১৩২০০৩	drfs@brdb.gov.bd.
৩২	যুগ্মপরিচালক (সিসিএম)	৫৫০১১৭৩১	১৬৫	০১৯৯১১৩২০১১	jdccm@brdb.gov.bd
৩৩	যুগ্মপরিচালক (সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প)	৫৫০১১৭৩০	১১৭	০১৯৯১১৩২০১০	jdesp@brdb.gov.bd
৩৪	উপপরিচালক (ঋণ)	৪১০১০৩৪০	১১৫	০১৯৯১১৩২০২৯	ddcredit@brdb.gov.bd
৩৫	উপপরিচালক (সমবায়)	৪১০১০৩৩৫	১৬৮	০১৯৯১১৩২০২৩	ddcoop@brdb.gov.bd
৩৬	উপপরিচালক (মার্কেটিং)	৪১০১০৩৩৮	১৩০	০১৯৯১১৩২০৩০	ddmarketing@brdb.gov.bd
৩৭	উপপরিচালক (সেচ)	৪১০১০৩৩৯	১৬০	০১৯৯১১৩২০২৮	ddirrigation@brdb.gov.bd
৩৮	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ)	৫৫০১১৭৫১	১৬৬	০১৯৯১১৩২০২৪	ddextension@brdb.gov.bd
৩৯	উপপরিচালক (বিশেষ প্রকল্প)	৫৫০১১৭৫০	১৩১	০১৯৯১১৩২০২৫	ddspproject@brdb.gov.bd
৪০	উপপরিচালক (পরিদর্শন)	৪১০১০৩৩২	১৫৮	০১৯৯১১৩২০২২	ddinspect@brdb.gov.bd
৪১	সহকারী পরিচালক (সমবায়-১)	৫৫০১১৬৬৭	২০৬	০১৯৯১১৩২০৬৮	adcoop@brdb.gov.bd
৪২	সহকারী পরিচালক (সমবায়-২)	৫৫০১১৬৬৬	১৭৯	০১৯৯১১৩২০৬৯	adcoop2@brdb.gov.bd
৪৩	সহকারী পরিচালক (ঋণ-১)	৫৫০১১৬৬৮	১৮৩	০১৯৯১১৩২০৭০	adcredit1@brdb.gov.bd
৪৪	সহকারী পরিচালক (ঋণ-২)	৫৫০১১৬৬৯	১৯৮	০১৯৯১১৩২০৭১	adcredit2@brdb.gov.bd
৪৫	সহকারী পরিচালক (মাকেটিং)	৫৫০১১৬৬৫	১৮২	০১৯৯১১৩২০৬৬	admarketing@brdb.gov.bd
৪৬	সহকারী পরিচালক (সেচ)	৫৫০১১৬৭০	১৫৫	০১৯৯১১৩২০৭৩	adirrigation1@brdb.gov.bd
৪৭	সহকারী পরিচালক (এলএলপি)	৫৫০১১৬৭১	–	০১৯৯১১৩২০৭২	adllp@brdb.gov.bd
৪৮	সহকারী পরিচালক (সম্প্রসারণ-১)	৫৫০১১৬৬৩	১৮১	০১৯৯১১৩২০৮২	adextension1@brdb.gov.bd
৪৯	সহকারী পরিচালক (সম্প্রসারণ-২)	৫৫০১১৬৬৪	২০৯	০১৯৯১১৩২০৭৬	adextension2@brdb.gov.bd
৫০	সহকারী পরিচালক (বিশেষ প্রকল্প-১)	৫৫০১১৬৭২	১৯৪	০১৯৯১১৩২০৭৪	adspproject1@brdb.gov.bd
৫১	সহকারী পরিচালক (বিশেষ প্রকল্প-২)	৫৫০১১৬৭৩	২০৮	০১৯৯১১৩২০৭৫	adspproject2@brdb.gov.bd
৫২	সহকারী পরিচালক (পরিদর্শন-১)	৫৫০১১৬৫৭	১৬৪	০১৯৯১১৩২০৬৪	adinspect1@brdb.gov.bd
৫৩	সহকারী পরিচালক (পরিদর্শন-২)	৫৫০১১৬৫৮	১১০	০১৯৯১১৩২০৬৫	adinspect2@brdb.gov.bd
			পরিকল্পনা বিভাগ		
৫৪	পরিচালক (পরিকল্পনা)	৫৫০১১৬৯৯	১৩৭	০১৯৯১১৩২০০৪	drplan@brdb.gov.bd.
৫৫	যুগ্মপরিচালক (আরইএম)	৪১০১০৩২৬	১৩৫	০১৯৯১১৩২০১৩	jdrem@brdb.gov.bd
৫৬	যুগ্মপরিচালক (নির্মাণ)	৫৫০১১৭২৯	১৩৯	০১৯৯১১৩২০১২	jdconst@brdb.gov.bd
৫৭	উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	৪১০১০৩২৯	১২৯	০১৯৯১১৩২০৩৪	ddplan@brdb.gov.bd
৫৮	উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)	৪১০১০৩৩৭	১৩৬	০১৯৯১১৩২০৩৩	ddevalu@brdb.gov.bd
৫৯	উপপরিচালক (পরিবীক্ষণ)	৫৫০১১৭৩৫	১৪১	০১৯৯১১৩২০৩২	ddmonitor@brdb.gov.bd
৬০	উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)	৪১০১০৩৩৪	১৪৩	০১৯৯১১৩২০৩১	ddprog@brdb.gov.bd
৬১	সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)	৫৫০১১৬৮০	১৬১	০১৯৯১১৩২০৮৭	adplan2@brdb.gov.bd
৬২	সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-২)	৫৫০১১৬৭৯	১৯৭	০১৯৯১১৩২০৮৮	adplan1@brdb.gov.bd
৬৩	সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন-১)	৫৫০১১৬৮১	১১৮	০১৯৯১১৩২০৯১	adevalu@brdb.gov.bd
৬৪	সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন-২)	৫৫০১১৬৮২	–	০১৯৯১১৩২০৯২	adevalu2@brdb.gov.bd
৬৫	লাইব্রেরিয়ান	৫৫০১১৬৭৫	১৮৫	০১৯৯১১৩২০৯৪	librarian@brdb.gov.bd
৬৬	সহকারী পরিচালক (মনিটরিং-১)	৫৫০১১৬৭৮	১৯৯	০১৯৯১১৩২০৮৫	admonitor1@brdb.gov.bd
৬৭	সহকারী পরিচালক (মনিটরিং-২)	৫৫০১১৬৭৭	১৮৭	০১৯৯১১৩২০৮৬	admonitor2@brdb.gov.bd

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন (দাপ্তরিক)	ই-মেইল
পরিকল্পনা বিভাগ					
৬৮	সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রামিং)	৫৫০১১৬৫০	২১৫	০১৯৯১১৩২০৯৫	adprog@brdb.gov.bd
৬৯	সহকারী মেইনটিনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	৫৫০১১৬৭৬	২১৪	-	ame@brdb.gov.bd
৭০	সহকারী পরিচালক (নির্মাণ-১)	৫৫০১১৬৮৩	-	০১৯৯১১৩২০৯৬	adconst@brdb.gov.bd
৭১	সহকারী পরিচালক (নির্মাণ-২)	৫৫০১১৬৭৪	১৮৬	০১৯৯১১৩২০৯৭	adconst2@brdb.gov.bd
প্রশিক্ষণ বিভাগ					
৭২	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৪১০১০৩২৩	১৪৯	০১৯৯১১৩২০০৫	drtraining@brdb.gov.bd
৭৩	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৪১০১০৩৩৬	১৫০	০১৯৯১১৩২০৩৫	ddtraining@brdb.gov.bd
৭৪	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ-১)	৫৫০১১৬৬১	১৮৪	০১৯৯১১৩২০৯৮	adtraining@brdb.gov.bd
৭৫	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ-২)	৫৫০১১৬৬০	২০৭	০১৯৯১১৩২০৯৯	adtraining2@brdb.gov.bd
৭৬	আর্টিস্ট	৫৫০১১৬৬২	-	-	artist@brdb.gov.bd
মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ					
৭৭	যুগ্মপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন)	৫৫০১১৭৩২	১৪২	০১৯৯১১৩২০১৪	jdwdev@brdb.gov.bd
৭৮	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-১)	৫৫০১১৭৩৮	১৩৮	০১৯৯১১৩২০২৬	ddwdevelop1@brdb.gov.bd
৭৯	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-২)	৫৫০১১৭৫২	১৪০	০১৯৯১১৩২০২৭	ddwdevelop2@brdb.gov.bd
৮০	সহকারী পরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-১)	৫৫০১১৬৫৯	১৪৭	০১৯৯১১৩২০৭৭	adwdevelop1@brdb.gov.bd
৮১	সহকারী পরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-২)	৫৫০১১৬৫১	১৭৮	০১৯৯১১৩২০৭৮	adwdevelop2@brdb.gov.bd
৮২	সহকারী পরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-৩)	-	১৪৬	০১৯৯১১৩২০৭৯	adwdevelop3@brdb.gov.bd

১০.২ প্রকল্প/কর্মসূচি দপ্তরসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	ই-মেইল
১	কর্মসূচি পরিচালক (পল্লী প্রগতি কর্মসূচি)	৫৫০১১৭৪৬	১২৬	pdpallipragati@gmail.com
২	প্রকল্প পরিচালক (পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-পজীপ)	৪১০১০৩৪৯	১১২	pdrlp2brdb@gmail.com
৩	উপ প্রকল্প পরিচালক (পজীপ, প্রশাসন)	৪১০১০৩৪৮	১২২	-
৪	উপ প্রকল্প পরিচালক (পজীপ, অর্থ ও হিসাব)	৪১০১০৩৪৮	১২৩	-
৫	কর্মসূচি পরিচালক (পদাবিক)	৫৫০১১৭৪৮	১০৫	padabik@gmail.com
৬	উপপরিচালক (পদাবিক)		১০৯	-
৭	প্রকল্প পরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৫৫০১১৭৪১	১৫১	prdp3brdb@gmail.com
৮	উপপরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৫৫০১১৭৪০	১৬৭	prdp3brdb@gmail.com
৯	প্রকল্প পরিচালক (উদকনিক, রংপুর)	৫৫০১৩২৬৪	-	pduhdkonik@gmail.com
১০	উপ প্রকল্প পরিচালক (উদকনিক)	৮১৮০০৪৭	১৯২	-
১১	নির্বাহী পরিচালক (পিইপি, ফরিদপুর)	৪৭৪৪০৪৫৯৮	-	pepfrd@gmail.com
১২	প্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৪১০১০৩৪১	১৮৮	iresppwad@gmail.com
১৩	উপ প্রকল্প পরিচালক (অর্থ ও উন্নয়ন) ইরেসপো	৪১০১০৩৪২	১৯১	-

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	ই-মেইল
১৪	উপ প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) ইরেসপো	৪১০১০৩৪৩	–	–
১৫	প্রকল্প পরিচালক (অপ্রধান শস্য প্রকল্প)	৫৫০১১৭৪৯	–	pdmcpmp@gmail.com
১৬	উপ প্রকল্প পরিচালক (অপ্রধান শস্য প্রকল্প)	৫৫০১২০৩৪	–	pdmcpmp@gmail.com
১৭	উপ প্রকল্প পরিচালক (সিভিডিপি)	৫৫০১১৭৪২	–	cvdp3brdb@gmail.com
অন্যান্য				
১৮	কারুপল্লী	৪১০১০৩৩৩	–	karupallibrdb@yahoo.com

১০.৩ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	মোবাইল ফোন (দাপ্তরিক)	ই-মেইল
১	পরিচালক, বিআরডিটিআই	০২৯৯৬৬৪২৭৬৮	০১৯৯১১৩২০০৬	brdti1954@gmail.com
২	যুগ্মপরিচালক, বিআরডিটিআই	–	০১৯৯১১৩২০১৫	ddnrdtc@gmail.com
৩	এনআরডিটিসি, নোয়াখালী	০২৩৩৪৪৯১০৫৬	–	ddnrdtc@gmail.com
৪	মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল	০২৯৯৭৭৫৩৫৮৮	০১৯৯১১৩৩৭২১	lmtctangail@yahoo.com

১০.৪ জেলার উপপরিচালকবৃন্দের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল ফোন	ই-মেইল
১	পঞ্চগড়	০২৫৮৯৯৪২০৪২	০১৯৯১১৩২১০১	ddpanchagar@brdb.gov.bd
২	ঠাকুরগাঁও	০১৭১১২০৮৬৭৪	০১৯৯১১৩২১০২	ddthakurgaon@brdb.gov.bd
৩	দিনাজপুর	০২৫৮৯৯২৩২৭৪	০১৯৯১১৩২১০৩	dddinajpur@brdb.gov.bd
৪	নীলফামারী	০২৫৮৯৯৫৫৫৯০	০১৯৯১১৩২১০৪	ddnilphamari@brdb.gov.bd
৫	লালমনিরহাট	০২৫৮৯৯৮৬৭৩৭	০১৯৯১১৩২১০৫	ddlalmonirhat@brdb.gov.bd
৬	কুড়িগ্রাম	০২৫৮৯৯৫০১৬১	০১৯৯১১৩২১০৭	ddkurigram@brdb.gov.bd
৭	রংপুর	০২৫৮৯৯৬৫৪০২	০১৯৯১১৩২১০৬	ddrangpur@brdb.gov.bd
৮	গাইবান্ধা	০২৫৮৮৮৭৭৫৫৮	০১৯৯১১৩২১০৮	ddgaibanda@brdb.gov.bd
৯	জয়পুরহাট	০২৫৮৯৯১৫৮০০	০১৯৯১১৩২১০৯	ddjoypurhat@brdb.gov.bd
১০	বগুড়া	০২৫৮৯৯০৫১২১	০১৯৯১১৩২১১০	ddbogra@brdb.gov.bd
১১	সিরাজগঞ্জ	০২৫৮৮৮৩০৬৪৯	০১৯৯১১৩২১১৫	ddsirajgonj@brdb.gov.bd
১২	পাবনা	০২৫৮৮৪২৫৭৪	০১৯৯১১৩২১১৬	ddpabna@brdb.gov.bd
১৩	নাটোর	০২৫৮৮৮৭২৬১৯	০১৯৯১১৩২১১২	ddnator@brdb.gov.bd
১৪	নওগাঁ	০২৫৮৮৮৮১৭০০	০১৯৯১১৩২১১১	ddnaogaon@brdb.gov.bd
১৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০২৫৮৮৮৯২৬৯৪	০১৯৯১১৩২১১৩	ddcngonj@brdb.gov.bd
১৬	রাজশাহী	০২৫৮৮৮৫১১৩০	০১৯৯১১৩২১১৪	ddrajshahi@brdb.gov.bd
১৭	কুষ্টিয়া	০২৪৭৭৭৮২৪৮৭	০১৯৯১১৩২১১৭	ddkushtia@brdb.gov.bd

ক্রম	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল ফোন	ই-মেইল
১৮	মেহেরপুর	০২৪৭৭৭৯২৬৬৮	০১৯৯১১৩২১১৮	ddmeherpur@brdb.gov.bd
১৯	চুয়াডাঙ্গা	০২৪৭৭৭৮৭৫৬২	০১৯৯১১৩২১১৯	ddchuadanga@brdb.gov.bd
২০	ঝিনাইদহ	০২৪৭৭৭৪৭১৪৭	০১৯৯১১৩২১২০	ddjhenaidha@brdb.gov.bd
২১	মাগুরা	০২৪৭৭৭১০৭১২	০১৯৯১১৩২১২১	ddmagura@brdb.gov.bd
২২	যশোর	০২৪৭৭৭৬২৫৩৪	০১৯৯১১৩২১২৩	ddjessore@brdb.gov.bd
২৩	নড়াইল	০২৪৭৭৭৩০৯৮	০১৯৯১১৩২১২২	ddnarail@brdb.gov.bd
২৪	সাতক্ষীরা	০২৪৭৭৭৪১১৩৭	০১৯৯১১৩২১২৪	ddsatkhira@brdb.gov.bd
২৫	খুলনা	০২৪৭৭৭০০১৬৯	০১৯৯১১৩২১২৫	ddkhulna@brdb.gov.bd
২৬	বাগেরহাট	০২৪৭৭৭৫২৫১৪	০১৯৯১১৩২১২৬	ddbagerhat@brdb.gov.bd
২৭	বরগুনা	০২৪৭৮৮৮৬৫৫০	০১৯৯১১৩২১৩২	ddborguna@brdb.gov.bd
২৮	পটুয়াখালী	০২৪৭৮৮৩৫৩৮৪	০১৯৯১১৩২১৩১	ddpatuakhali@brdb.gov.bd
২৯	ভোলা	০২৪৭৮৮৯৩১৪৩	০১৯৯১১৩২১৩০	ddbhola@brdb.gov.bd
৩০	বরিশাল	০২৪৭৮৮৬১৪১৫	০১৯৯১১৩২১২৯	ddbarisal@brdb.gov.bd
৩১	ঝালকাঠি	০২৪৭৮৮৭৫৬৪২	০১৯৯১১৩২১২৮	ddjhalokati@brdb.gov.bd
৩২	পিরোজপুর	০২৪৭৮৮৯০৫৮৯	০১৯৯১১৩২১২৭	ddpirojpur@brdb.gov.bd
৩৩	গোপালগঞ্জ	০২৪৭৮৮২১৭৪৫	০১৯৯১১৩২১৪৭	ddgopalgonj@brdb.gov.bd
৩৪	মাদারীপুর	০২৪৭৮৮১১৪৫০	০১৯৯১১৩২১৪৮	ddmadaripur@brdb.gov.bd
৩৫	শরীয়তপুর	০২৪৭৮৮১৫২২২	০১৯৯১১৩২১৪৯	ddShariatpur@brdb.gov.bd
৩৬	ফরিদপুর	০২৪৭৮৮০২৬৬২	০১৯৯১১৩২১৪৫	ddfaridpur@brdb.gov.bd
৩৭	রাজবাড়ী	০২৪৭৮৮০৭৫২৪	০১৯৯১১৩২১৪৬	ddrajbari@brdb.gov.bd
৩৮	মানিকগঞ্জ	০২৯৯৬৬১০৪২৯	০১৯৯১১৩২১৩৯	ddmanikgonj@brdb.gov.bd
৩৯	ঢাকা	০২৫৮৩১৪৬৬১২	০১৯৯১১৩২১৪০	dddhaka@brdb.gov.bd
৪০	মুন্সিগঞ্জ	০২৯৯৭৭৩১২৩১	০১৯৯১১৩২১৪৪	ddmunshigonj@ brdb.gov.bd
৪১	নারায়ণগঞ্জ	০২২২৪৪২৭২৬১	০১৯৯১১৩২১৪৩	ddnarayangonj@brdb.gov.bd
৪২	নরসিংদী	০২২২৪৪৫২৪৫০	০১৯৯১১৩২১৪২	ddnarsingdi@brdb.gov.bd
৪৩	গাজীপুর	০২২২৪৪২৩২৬৭	০১৯৯১১৩২১৪১	ddgazipur@brdb.gov.bd
৪৪	টাঙ্গাইল	০২৯৯৭৭৫৩৫৬৫	০১৯৯১১৩২১৩৭	ddtangail@brdb.gov.bd
৪৫	জামালপুর	০২৯৯৭৭৭২৭৭৪	০১৯৯১১৩২১৩৬	ddjamalpur@brdb.gov.bd
৪৬	শেরপুর	০২৯৯৭৭৮১৫৬৬	০১৯৯১১৩২১৩৫	ddsherpur@brdb.gov.bd
৪৭	ময়মনসিংহ	০২৯৯৭৭১০৬৩২	০১৯৯১১৩২১৩৪	ddmymensingh@brdb.gov.bd
৪৮	কিশোরগঞ্জ	০২৯৯৭৭৬১৫৪২	০১৯৯১১৩২১৩৮	ddkishoreganj@brdb.gov.bd
৪৯	নেত্রকোনা	০২৯৯৬৬৫১৮০৬	০১৯৯১১৩২১৩৩	ddnetrokona@brdb.gov.bd
৫০	সুনামগঞ্জ	০২৯৯৬৬০০০৮৪	০১৯৯১১৩২১৫০	ddsunamganj@brdb.gov.bd
৫১	সিলেট	০২৯৯৬৬৪২৭৭৪	০১৯৯১১৩২১৫১	ddsylhet@brdb.gov.bd
৫২	মৌলভীবাজার	০২৪১১১০৩২০	০১৯৯১১৩২১৫২	ddmbazar@brdb.gov.bd
৫৩	হবিগঞ্জ	০২৯৯৬৬০৬৪৪৩	০১৯৯১১৩২১৫৩	ddhabigonj@brdb.gov.bd
৫৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০২৩৩৪৪২৮২৪৭	০১৯৯১১৩২১৫৪	ddbbaria@brdb.gov.bd
৫৫	কুমিল্লা	০২৩৩৪৪০৬১১২	০১৯৯১১৩২১৫৫	ddcomilla@brdb.gov.bd

ক্রম	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল ফোন	ই-মেইল
৫৬	চাঁদপুর	০২৩৩৪৪৮৭৫৬৭	০১৯৯১১৩২১৫৬	ddchandpur@brdb.gov.bd
৫৭	নোয়াখালী	০২৩৩৪৪৬২২৪১	০১৯৯১১৩২১৫৮	ddnoakhali@brdb.gov.bd
৫৮	লক্ষ্মীপুর	০২৩৩৪৪৪১২৩৪	০১৯৯১১৩২১৫৭	ddlaxmipur@brdb.gov.bd
৫৯	ফেনী	০২৩৩৪৪৭৫০৯৯	০১৯৯১১৩২১৫৯	ddfeni@brdb.gov.bd
৬০	চট্টগ্রাম	০২৩৩৪৪৭০৩৯০	০১৯৯১১৩২১৬০	ddchittagong@brdb.gov.bd
৬১	কক্সবাজার	০৩৪১-৬৩৫১৫	০১৯৯১১৩২১৬১	ddcoxsbazar@brdb.gov.bd
৬২	বান্দরবান	০২৩৩৩৩০২৫৪৬	০১৯৯১১৩২১৬৪	ddbban@brdb.gov.bd
৬৩	রাঙ্গামাটি	০২৩৩৩৩৭১৭৯৮	০১৯৯১১৩২১৬৩	ddrangamati@brdb.gov.bd
৬৪	খাগড়াছড়ি	০২৩৩৩৩৪৩৮৬৫	০১৯৯১১৩২১৬২	ddkchari@brdb.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি, গ্রাম-শহরের উন্নতি
চলছে গ্রামের উন্নয়ন, থাকবে না গ্রাম-শহরের ব্যবধান

একাদশ অধ্যায়

চিত্রে বিআরডিবি

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩ এর আওতায় ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলায় এক পণ্য এক পল্লীভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী (হোগলাজাত পণ্য) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

পল্লী ভবনে বঙ্গবন্ধু কর্ণার পরিদর্শন করছেন মাননীয় সচিব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বিআরডিবি'র উপপরিচালক সম্মেলনে মাননীয় সচিব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বিআরডিবি'র সদর ও জেলা কার্যালয়ের মধ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ইরেসপো-২ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

বিআরডিবি সদর দপ্তরে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা

"৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা: বিআরডিবি'র করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা

সিলেট সদর উপজেলায় বংশীধর গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাবেক সচিব

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে আলোচনা সভা এবং দোয়া অনুষ্ঠান

মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ইং উপলক্ষ্যে বিআরডিবি'র পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন সমন্বয় সভা দাউদকান্দি, কুমিল্লা

সুফলভোগীদের নিয়ে ওয়ার্ড সভা, সদর উপজেলা কুষ্টিয়া

বান্দরবান সদর উপজেলায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্পের সুফলভোগীদের সাথে বিআরডিবি'র কর্মকর্তাদের উঠান বৈঠক

রাজশাহীর পবা উপজেলায় পল্লী প্রগতি কর্মসূচির উপকারভোগীর চাষ করা ফুলের বাগান পরিদর্শন করেন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় পিআরডিপি-৩ এর আওতায় মাঠের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

অপ্রধান শস্য উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় মাঠ দিবস, জাজিরা, শরীয়তপুর

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় ভার্মি কম্পোস্ট/কেঁচো কম্পোস্ট প্রদর্শনী প্লট

রাঙ্গামাটি জেলায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি আওতায় চাষ করা হলুদের বাগান

অপ্রধান শস্য উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলায় স্থাপিত প্রদর্শনী প্লট

বান্দরবান সদর উপজেলায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত 'কেঁচো কম্পোস্ট' এর প্রদর্শনী প্লট

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় পেঁয়াজের প্রদর্শনী প্লট

সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় পিআরডিপি-৩ এর আওতায় নির্মিত স্কীম

বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলায় উপকারভোগীর হাঁস পালন

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় ইরেসপো এর উপকারভোগীর মৃৎশিল্প কার্যক্রম

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন: +৮৮-০২-৪১০১০৩২০, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৪১০১০৩২১
ই-মেইল: dg@brdb.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.brdb.gov.bd